আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় থ্রিলার লেখক

জেমস হেডলি চেজ-এর এ ক্যান অব ওয়ার্মস অবলম্বনে

কুহকী আশা

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

একটি রুদ্ধশ্বাস থ্রিলার



কোটিপতি লেখক রাস হ্যামেল-এর চোখ ধাঁধানো সুন্দরী স্ত্রী ন্যান্সি। দু'জনের বয়সের ফারাক তেইশ বছর। পৌঢ় লেখকটি উড়ো চিঠি পান। পত্র লেখকের দাবি, ন্যান্সি পরকীয়ায় আসক্ত। রাস হ্যামেল একটি গোয়েন্দা সংস্থা ভাড়া করলেন স্ত্রীর ওপর নজর রাখার জন্য। দায়িত্ব পেল ডিটেকটিভ বার্ট অ্যান্ডারসন। সে জানতে পারল ন্যান্সির জীবন কলুষমুক্ত নয়। দেনার দায়ে দিশেহারা বার্ট এবার ব্লাক মেইল শুরু করল ন্যান্সিকে। শুরু হলো জেমস হেডলি চেজের বিরতিহীন, রুদ্ধশ্বাস এক রোমাঞ্চোপন্যাস।

জেমস হেডলি চেজ-এর রুদ্ধশ্বাস থ্রিলার

এ ক্যান অব ওয়ার্মস অবলম্বনে

কুহকী আশা

মূল ঃ জেমস হেডলি চেজ

রূপান্তর ঃ অনীশ দাস অপু

জোনাকী প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০০৭

প্রকাশক

মোঃ মঞ্জুর হোসেন

জোনাকী প্রকাশনী

৩৮, বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ

হাসান খুরশীদ রুমী

কম্পোজ

সাবিত কম্পিউটার সার্ভিস

৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

কাজরী প্রিন্টার্স, ২২, ফরাসগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

মূল্য ॥ ১৫০ টাকা

ISBN-984-8242-297-9

একমাত্র পরিবেশক

আল মাহেদী প্রকাশনী

উৎসর্গ

সিলেট বাজার-এ মাঝে মাঝে সহকর্মীদের নিয়ে সাহিত্যের আড্ডায় মেতে উঠি আমি। থ্রিলার লিখি বলে এ বিষয় নিয়ে আলোচনাটা বেশী হয়। আড্ডাটা আরও বেশী উপভোগ্য হয়ে ওঠে থ্রিলার-সাহিত্যের দুই অন্ধ ভক্তের সরস অংশগ্রহণে। ওরা হলো—

ফয়সল ও দিনা

এক

প্যারাডাইস এভিন্যুর ট্রুম্যান বিল্ডিং-এর টপ ফ্লোরে পারনেল ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিস। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার ভিক্টর পারনেল। আটলান্টিকের উপকূলে যতগুলো গোয়েন্দা সংস্থা আছে, পারনেল ডিটেকটিভ এজেন্সি এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত।

সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেয়ার পরে কোটিপতিদের নগরী প্যারাডাইস সিটিতে গোয়েন্দা সংস্থা খুলে বসেন পারনেল। এখানে শুধু ধনী ব্যক্তিরাই তাঁদের কেস নিয়ে আসেন।

পারনেলের জন্ম টেক্সাসে। পৈতৃক সূত্রে পেয়েছেন বাবার তেলের ব্যবসা। একটি অভিজাত গোয়েন্দা সংস্থা গড়ে তোলার জন্য যত টাকা দরকার, পুঁজি সংগ্রহে সমস্যা হয়নি পারনেলের। তাঁর অফিসে অপারেটরের সংখ্যা কুড়িজন, টাইপিস্ট দশজন, তিনজন আছে অ্যাকাউনটেন্ট, চার্লস এডোয়ার্ডস ও তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী গ্লেন্ডা কেরী।

কুড়িজন অপারেটরের সবার প্রাক্তন পুলিশ অথবা সেনাবাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। দু'জনে মিলে জুটি বেঁধে কাজ করে। প্রতিটি জুটির জন্য আলাদা অফিস, খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলায় না। ফলে খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। একবার এরকম ঘটেছিল, সাথে সাথে বরখাস্ত করা হয়েছে দু'জন অপারেটরকেই।

আমার জুটি চিক বার্লি, আমার মতই ভিয়েতনামের লেফটেন্যান্ট (মিলিটারি পুলিশ) হিসেবে যুদ্ধ করেছে পারনেলের অধীনে। আমাদের দু'জনেরই বয়স আটত্রিশ এবং কেউই বিয়ে করি নি। গত তিন বছর ধরে জুটি হিসেবে কাজ করছি। পারনেলের নির্দেশে কাজ করে ইতিমধ্যে সেরা জুটি হিসেবে অভিহিত হয়েছি।

এজেন্সিটি ডিভোর্স, বাবা-মা'র সমস্যা, ব্ল্যাকমেইল, অত্যাচার, স্বামী বা স্ত্রীর উপর নজর রাখা ইত্যাদি নানান ধরনের কাজ করে।

প্রয়োজনে প্যারাডাইস সিটি পুলিশের সাহায্য নেয় এজেন্সি। ক্রিমিনাল কেস হলে পারনেল অপারেটরের রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন চিফ অব পুলিশ টেরেলকে। আমরা দৃশ্যপট থেকে সরে যাই। ফলে এজেন্সির কারও সাথে টক্কর বাঁধে না, শত্রুও সৃষ্টি হয় না।

গ্রীষ্মের এক উজ্জ্বল সকালে চিক আর আমি বসে আছি যে যার ডেস্কে। এ মুহূর্তে কারও হাতেই কাজ নেই। মাত্র সেদিন একটি ক্লেপ্টোম্যানিয়ার কেস সমাধান করেছি, নতুন অ্যাসাইনমেন্টের অপেক্ষা করছি।

টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে একটি পর্নো সাময়িকীতে চোখ বুলাচ্ছে চিক। ও লম্বা, সুগঠিত শরীর, বালুরঙা চুল, বক্সারদের মত চ্যাপ্টা নাক। মাঝে মাঝে লম্বা, নীচু সুরে শিস দিচ্ছে, পছন্দের কোন মেয়ের ছবি দেখে।

ঘরের কোণায়, নিজের টেবিলে বসে কাগজে হিসেব করছি আমি। বুঝতে পারছি এ মাসের শেষে আবার টাকাকড়ির টানে পড়ে যাব। বেতন যা পাই, ধার শোধ করতেই চলে যায়। টাকা আমার নাগালে থাকতেই চায় না। প্রতি হপ্তায়, বেতনের আগে ধার করতে হয় আমাকে। দেনা শোধ করে পকেট আবার গড়ের মাঠ। বেতন কিন্তু কম পাই না, পারনেলের এজেন্সিতে বেতন অন্য যে কোনও এজেন্সির চেয়ে বেশি। কিন্তু টাকা আমি কিছুতেই ধরে রাখতে পারি না।

হিসেবের কাগজটা বিরক্তি ভরে একপাশে ঠেলে সরিয়ে রাখলাম, চিকের দিকে তাকালাম আশা নিয়ে।

'দোস্তো, তোমার পকেটের দশা কী?'

পত্রিকা নামিয়ে রেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল চিক।

'বুঝতে পারছি কী বলতে চাইছ। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো? টাকা দিয়ে করোটা কী?'

'ভালোই প্রশ্ন করেছ, বন্ধু। যদি জানতাম কী করি। টাকা শুধু আসে আর অদৃশ্য হয়ে যায়।'

'তুমি যতদিন না মুভিস্টারদের মত চলন-বলন বদলাবে, দামী রেস্টুরেন্টে যাওয়া বাদ দেবে, ততদিন তোমার টাকার সমস্যা থেকেই যাবে।' তেতো গলায় বলল চিক।

'ভালো কথা বলেছ, বন্ধু।' ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম আমি।

'তা শখানেক ডলার ধার দেয়া যাবে? বেতন পেয়েই শোধ করে দেব।'

'আমি কী টাকার গাছ নাকি যে ধরে ঝাঁকি মারলেই ডলার টুপ টুপ করে পড়বে? বড়জোর পঞ্চাশ দিতে পারি, এর বেশি এক পয়সাও নয়।' ওয়ালেট বের করল চিক, পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট তুলে দেখাল আমাকে। 'ঠিক আছে?'

'চলবে', চেয়ার ছেড়ে সিধে হলাম আমি। হেঁটে ওর সামনে গেলাম, ছোঁ মেরে নিয়ে নিলাম নোটটি। 'ধন্যবাদ, চিক। বেতন পেয়েই শোধ করে দেব... খোদার কসম।'

'আচ্ছা, তবে সিরিয়াসলি বলছি, বার্ট, খরচের হাতটা একটু কমাও, বাপু। কর্ণেল যদি জানেন তুমি প্রতি মাসের তৃতীয় হপ্তায় ধার করো, ব্যাপারটা পছন্দ করবেন না তিনি।'

'তাহলে বুড়োকে আমার বেতন বাড়াতে বলো।'

'তাতে লাভ কী? তুমি আগের মতই খরচ করবে এবং যথারীতি দেনার মধ্যে জড়াবে।'

'আরেকটা ভালো কথা বলেছ,' বললাম আমি। 'তুমি আজ প্রচুর ভালো কথা বলছো।' জানালার সামনে হেঁটে গেলাম আমি, তাকালাম সাগরের দিকে, দৃষ্টি ছুঁয়ে গেল উজ্জ্বল সূর্য, বালুকাময় তটরেখা,

নারকেল গাছের সারি আর সৈকতে ছাতার নীচে শুয়ে থাকা উদ্ভিন্ন যৌবনা নারী।

'দোস্তো! ওই সেক্সি পুতুলগুলোর সঙ্গে গপ্‌সপ্‌ করতে খুব মন চাইছে', বললাম আমি। 'আমাদের কাজ তো শেষ, তাই না? পুরস্কার হিসেবে কর্নেল একটা দিন ছুটি দিলেও তো পারেন। দেন না কেন?'

'তুমিই তাঁকে জিজ্ঞেস করো,' ম্যাগাজিনে চোখ ফেরাল চিক।

একটি সিগারেট ধরালাম আমি, চলে এলাম ওর পিছনে, উঁকি দিলাম। পাতা উল্টাল চিক, দারুণ সুন্দরী একটি মেয়ে। গায়ে সুতোটিও নেই। দু'জনেই একসঙ্গে শিস দিয়ে উঠলাম।

এমন সময় বেজে উঠল বাজার। বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে সুইচ অন করল চিক।

'কর্নেল বার্টকে দেখা করতে বলেছেন,' বলে লাইন কেটে দিল গ্লেন্ডা কেরী। গ্লেন্ডা খুব কম কথা বলে।

'সেরেছে।' বললাম আমি। 'আবার কাজ। এবার কী?'

'দ্যাখো গিয়ে কোন বুড়ি তার কুকুর হারিয়েছে, তা খুঁজে আনতে হবে,' ঠাট্টা করল চিক, আবার মনোনিবেশ করল পত্রিকার পাতায়।

আমি পারনেলের অফিসে গেলাম, টোকা দিয়ে ঢুকে পড়লাম ঘরে।

পারনেল বিশালদেহী, মাংসল শরীর, রোদে পোড়া চামড়া, ছোট ছোট অন্তর্ভেদী চোখ, মুখখানা ইঁদুরের ফাঁদের মত।

ডেস্কের পিছনে বসে আছেন তিনি। মক্কেলের আসনে টাকওয়ালা এক লোক। ঝোঁপের মত ভুরু, চোখ জোড়া সানগ্লাসে ঢাকা।

'বার্ট অ্যান্ডারসন,' হাত নেড়ে ডাকলেন পারনেল।' বার্ট, মি: মেল পামার।'

মোটাসোটা লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হ্যান্ডশেক করার জন্য। টেনেটুনে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি হবে লম্বায়, আমার কান পর্যন্ত ছুঁয়েছে তার মাথা। সানগ্লাসের পিছনে সতর্ক ,কঠিন একজোড়া চোখ।

'অ্যান্ডারসন আমাদের সেরা অপারেটরদের একজন,' মোটা ভদ্রলোক চেয়ারে বসার পরে বললেন পারনেল। 'আপনি ওর উপর ভরসা করতে পারেন।' আমাকে বসার ইঙ্গিত দিয়ে বলে চললেন তিনি,' মিঃ পামার মিঃ রাস হ্যামেলের এজেন্ট ও ম্যানেজার।' বিরতি দিলেন কর্নেল, কটমট করে তাকালেন আমার দিকে। 'রাস হ্যামেলের নাম শুনেছ?'

আমি নভেল পড়ি না, তবে হ্যামেলের নাম জানি। গত হপ্তায় বার্থাকে নিয়ে হ্যামেল সাহেবের বই থেকে হওয়া একটি সিনেমা দেখেছি। বইয়ের কথা জানি না তবে ছবিটা দুর্দান্ত হয়েছে।

'অবশ্যই', বললাম আমি,' ওঁর পেপার ব্যাক তো মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়। গত হপ্তায় ওঁর একটা ছবি দেখলাম।'

মেল পামারের চেহারা উজ্জ্বল দেখাল।

'মিঃ হ্যামেল হ্যারল্ড রবিন্স ও সিডনি শেলডনের মতই জনপ্রিয়।'

'অ্যান্ডারসনকে ব্রিফ করি, মিঃ পামার?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।

বিরস বদনে মাথা ঝাঁকাল পামার।

আমার দিকে ফিরলেন পারনেল।

'মি. হ্যামেলের কাছে কিছু আজেবাজে চিঠি এসেছে তাঁর স্ত্রীকে জড়িয়ে। তাঁর স্ত্রীর বয়স ২৫, মি. হ্যামেল ৪৮। তিনি বুঝতে পেরেছেন এত কম বয়সের মেয়ে বিয়ে করে আসলে ভুল করেছেন। লেখার সময় একা থাকতে চান মি. হ্যামেল। তাঁর স্ত্রীর তখন অবাধ স্বাধীনতা। এইসব চিঠিতে লেখা আছে মিসেস পামার নাকি অবাধে পরপুরুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হ্যামেল এ মুহূর্তে খুবই জরুরী একটা কাজে ব্যস্ত।' তাকালেন তিনি পামারের দিকে। 'ঠিক বলেছি?'

পামার ছোট, মাংসল হাত জোড়া ঘষল জোরে জোরে।

'তিনি দশ মিলিয়ন ডলারের একটা ছবির চিত্রনাট্য লিখছেন, এক

মিলিয়ন ডলারের চুক্তি হয়েছে পেপার ব্যাক লিখে দেয়ার জন্য, তাছাড়া বিদেশ থেকেও বই বেরুচ্ছে। সবগুলো চুক্তিতে সই করেছেন মি. হ্যামেল। বইটা তাঁকে চার মাসের মধ্যে লিখে দিতে হবে।'

আমি বহু কষ্টে শিসটাকে দমন করলাম। শুধু বই আর চিত্রনাট্য লিখে এগার মিলিয়ন ডলার! হায়, কেন যে লেখালিখি করলাম না।

পারনেল বলে চললেন, 'এমন আজেবাজে চিঠি মি. হ্যামেলের মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।'

'তিনি লেখাই বন্ধ করে দিয়েছেন।' চিলের মত তীক্ষ্ণ শোনাল পামারের কণ্ঠ। 'আমি ওঁকে বলেছিলাম এসব চিঠি কোনও উন্মাদের কান্ড। পাত্তা না দেয়াই উচিত। ঠিক সময়ে চিত্রনাট্য হাতে না পেলে ফিল্মের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেবে।' হাত নাড়ল পামার। 'কিন্তু মি. হ্যামেল বলছেন, চিঠির ব্যাপারটা যে মিথ্যা সে কথা না জানা পর্যন্ত নাকি তিনি লেখার টেবিলে বসতেই পারবেন না। তিনি চান তাঁর স্ত্রীর উপর নজর রাখা হোক।'

'কোনও সমস্যা নেই', বললেন পারনেল। 'এ জন্যই তো আমরা আছি, মি. পামার।

'মি. হ্যামেল চাইছেন তাঁর স্ত্রীর উপর নজর রাখার পাশাপাশি প্রতি হপ্তায় তাঁর কাছে যেন রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয়া হয়।'

'তিনি স্ত্রীকে বিশ্বাস করেন না?'

'আগের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর মন থেকে বিশ্বাস তুলে দিয়েছে', ইতস্তত করল পামার, তারপর বলে গেল, 'ন্যান্সি তাঁর প্রথম স্ত্রী নয়। বছর তিনেক আগে তিনি ন্যান্সির বয়সী আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। এই মহিলাকেও সময় দিতে পারতেন না। ফলে মহিলা নিজেকে অপাংক্তেয় ও অবহেলিত ভাবতে শুরু করেন। এজন্য মহিলাকে দোষ দেই না আমি। হ্যামেল তাঁর ওই স্ত্রীকে এক তরুণ প্লেবয়ের সঙ্গে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তারপর ডিভোর্স হয়ে যায় দু'জনের।'

'তারপর?' প্রশ্ন করলেন পারনেল।

'মি. হ্যামেল লেখার সময় সমস্ত সোশাল কন্ট্যাক্ট থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তাঁর লেখার সময় নয়টা থেকে সাতটা, এই সময়ে তাঁর ঘরে ঢোকার অনুমতি কারও নেই। এমনকি লাঞ্চও দিয়ে আসা হয় তাঁর ঘরে। নববিবাহিতা, কোন তরুণীর পক্ষে এ ধরনের রুটিনের সাথে খাপ খাইয়ে চলা খুবই কষ্টকর ছিল।'

পারনেলের ডেস্কের ফোন বেজে উঠল। ভুরু কুঁচকে তিনি জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে, দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।' ফোন রেখে দিলেন তিনি। তাকালেন পামারের দিকে।

'আপনি অ্যান্ডারসনের সঙ্গে যান। মিসেস হ্যামেলের সম্পর্কে তথ্য দিন ওকে, কাদের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করেন, কীভাবে সময় কাটান ইত্যাদি।' আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই, মি. পামার। মি. হ্যামেলকে বলবেন তাঁকে এক হপ্তার মধ্যে পৌঁছে দেয়া হবে রিপোর্ট, অ্যান্ডারসনের সঙ্গে কথা বলার পরে মিস কেরীর সঙ্গে একটু দেখা করবেন। এ কেসের ফী জানিয়ে দেবে সে।'

পামারের চেহারা শুকনো দেখাল।

'আশা করি খুব বেশি হবে না ফী।'

নিষ্প্রাণ হাসি ফুটল পারনেলের মুখে।

'মি. হ্যামেলের সাধ্যের বাইরে হবে না এটুকু বলতে পারি।'

লম্বা করিডর পার হয়ে নিজের অফিসে ঢুকলাম পামারকে নিয়ে। চিক চট করে পা নামাল ডেস্কের উপর থেকে, পর্ণো পত্রিকাটি চালান করে দিল ড্রয়ারে।

পামারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম চিকের। হাত মেলাল ওরা। জিজ্ঞেস করলাম, 'স্কচ চলবে, মি. পামার?' আমার নিজের খুব তেষ্টা পেয়েছে।

চিকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, পরক্ষণে নিভে গেল হাসি পামারের কথা শুনে। 'নো-নো, থ্যাঙ্ক ইউ। এ সময়ে স্কচ খাই না আমি। পিঙ্ক জিন থাকলে দিতে পারেন।

'আমাদেরকে একটু ড্রিঙ্ক দেবে?' অনুরোধ করলাম চিককে।

স্কচ আর জিন গ্লাসে ঢালছে চিক, পামারকে ক্লায়েন্টের চেয়ারে বসিয়ে ডেস্কের পিছনে নিজের আসন দখল করলাম আমি।

'আমার কলিগও আমার সঙ্গে থাকছেন', বললাম আমি।

'আমরা একসঙ্গে কাজ করি।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল পামার, চিক ওর দিকে ডাবল পিঙ্ক জিনের গ্লাসটা ঠেলে দিল।

প্রতিটি অফিসে ককটেল কেবিনেট থাকে, তবে অপারেটরদের ক্লায়েন্ট ছাড়া একা ড্রিঙ্ক করার অনুমতি নেই। আমরা নিজেরাই নিজেদের স্কচ কিনে আনি, রেখে দিই যে যার টেবিলের ড্রয়ারে।

পারনেলের কথা চিককে বললাম আমি।

'কাজেই আমাদের কাজ হবে মিসেস হ্যামেলের উপর চোখ রাখা, তবে ব্যাপারটা উনি যেন টের না পান... ঠিক?'

তাকালাম পামারের দিকে। মাথা দোলাল সে। চিকের চেহারা দেখে বুঝলাম আমার মত ওরও এই কেসটা পছন্দ হয় নি। কারও বউর উপর নজরদারী খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার।

'মিসেস হ্যামেল দেখতে কেমন?' জানতে চাইলাম আমি।

'বর্ণনা দেয়ার চেয়ে বরং ছবি দেখুন,' ব্রিফকেস খুলে একটা দশবাই ছয় মাপের ফটো আমার হাতে ধরিয়ে দিল পামার।

হেভী জিনিস। এক নজর বুলিয়েই মনে মনে মন্তব্য করলাম।

কালো চুল, হরিণী চোখ, ছোট টিকালো নাক, লোভনীয় অধর। সাদা জামা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে পিনোন্নত পয়োধর। চিককে ছবিটা দিলাম। ও বহু কষ্টে শিস ঠেকাল।

'ওঁর প্রতিদিনকার রুটিন কী, মি. পামার?'

'উনি সকাল ন'টায় ঘুম থেকে ওঠেন, তারপর টেনিস খেলতে যান প্রিয় বান্ধবী পেনি হিগবির সাথে। পেনি মি., হ্যামেলের আইনজীবী আল হিগবির স্ত্রী। মিসেস হ্যামেল সাধারণত কান্ট্রি ক্লাবে লাঞ্চ সেরে নেন, তারপর হয় বোটে চড়ে ঘুরতে যান, মাছ ধরেন কিংবা অন্য কোন

বন্ধুর বাড়িতে যান আড্ডা দিতে। মি. হ্যামেলকে তিনি এসব কথাই বলেছেন', শ্রাগ করল পামার। 'মিসেস হ্যামেলকে সন্দেহ করার কোনও কারণ আমি দেখছি না, তবে মি. হ্যামেল তাঁকে সন্দেহ করেন। মিসেস হ্যামেল বিকেলে কোথায় যান জানতে চাইছেন তিনি।'

'চিঠিগুলো দেখি।'

'এই যে', আবার ব্রিফকেস খুলল পামার, দুটো নীলচে খাম বের করল। খামসহ নিজের একটা বিজনেস কার্ড আমাকে দিয়ে ঘড়ি দেখল। 'আমার একটু কাজ আছে। আর কোনও তথ্যের দরকার হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। মি. হ্যামেলকে বিরক্ত করা যাবে না।' সিধে হলো সে, রওনা দিল দরজার দিকে, তারপর থেমে দাঁড়াল।

'আশা করি বুঝতে পেরেছেন বিষয়টি একান্ত গোপনীয়।'

'অবশ্যই বুঝতে পেরেছি, মি. পামার', আমার ভুবন ভোলানো হাসি উপহার দিলাম। গ্লেন্ডার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম তাকে নিয়ে। 'মিস কেরী আমাদের টপিকগুলো আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন।'

'অবশ্যই,' তার চেহারা অন্ধকার দেখাল। 'আমি জানি গোটা ব্যাপারটাই সময় আর টাকার অপচয়। কিন্তু মি. হ্যামেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। উনি যাতে নিশ্চিন্ত মনে আবার কাজ শুরু করতে পারেন সেদিকটা আমাকেই দেখতে হবে।' সবুজ সানগ্লাসের ভিতর থেকে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল পামার। 'ঘটনাক্রমে যদি মিসেস হ্যামেলের ব্যাপারে কোনও প্রতিকূল রিপোর্ট পান– যদিও আমার ধারণা পাবেন না– আমাকে আগেভাগে জানিয়ে দেবেন। এরমধ্যে প্রচুর টাকার ব্যাপার জড়িত।'

পামারকে নিয়ে গ্লেন্ডার অফিসে ঢুকলাম। ঠিক আমার পছন্দের নারী না হলেও চেহারা খারাপ নয় গ্লেন্ডার। গ্লেন্ডা অবশ্য কাউকে পাত্তা দেয় না।

'মি. পামার', বললাম আমি, পামারকে গ্লেন্ডার ইস্পাত কঠিন হাসির সামনে ঠেলে দিয়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে।

চিক চিঠি পড়ছিল ডেস্কের উপর পা তুলে দিয়ে। আমাকে দেখে বলল, 'দ্যাখো এ চিঠিতে কী লিখেছে। *'আপনি যখন আপনার বস্তাপচা লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, ওই সময় আপনার সেক্সি স্ত্রী ব্যস্ত থাকে ওয়াল্ডো কারমাইকেলের সঙ্গে।'* আরেকটা চিঠি তুলে নিল চিক।

'এতে লিখেছে। *কার মাইকেল বিছানায় আপনার চেয়ে অনেক বেশী পাকা। আর ন্যান্সি তাই চায়। সেক্স তরুণদের জন্য, বুড়োদের জন্য নয়।'* চিঠিটি টেবিলে ফেলে দিল সে। দুটোতেই সাইন করা "আপনার একজন অভক্ত।" আমার বয়স যদি মিঃ হ্যামেলের মত হতো এবং এ ধরনের চিঠি পেতাম, আমার পক্ষেও মেজাজ ঠিক রাখা সম্ভব হতো না।'

চিঠি দুটো পরীক্ষা করে দেখলাম। টাইপ রাইটারে লেখা। খামে চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারলাম দুটোই প্যারাডাইস সিটি থেকে পোস্ট করা। ন্যান্সি হ্যামেলের ছবিটা হাতে নিয়ে দেখলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর তাকালাম ঘড়ির দিকে। একটা পাঁচ বাজে।

'পামারের তথ্য অনুযায়ী মিসেস হ্যামেলের এখন কান্ট্রি ক্লাবে থাকার কথা। আমার ক্ষিদে পেয়েছে। ওখানেই সেরে নেব লাঞ্চ। ন্যান্সি যতক্ষণ বাড়ি না ফেরে থাকব ক্লাবেই। এরমধ্যে তুমি ওয়ালডো কারমাইকেলের পরিচয়টা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো'। বলে উঠে পড়লাম চেয়ার ছেড়ে। পা বাড়ালাম, এলিভেটরের দিকে।

পারনেল ডিটেকটিভ এজেন্সির সকল অপারেটরই কান্ট্রি ক্লাব, ইয়ট ক্লাব, ক্যাসিনোসহ সবগুলো নাইট ক্লাব, যেখানে ধনীরা ঘন ঘন যায়, সেগুলোর সদস্য। প্রতিটি অপারেটরের সঙ্গে থাকে পারনেল ক্রেডিট কার্ড। এ কার্ড দেখালে তারা বিনামূল্যে খাবার, পানীয়সহ সবরকম সুযোগ সুবিধে ভোগ করতে পারে। টাকাটা পারনেলের পকেট থেকে যায়। তবে শকুনি চোখো অ্যাকাউনটেন্ট চার্লস এডওয়ার্ডস লক্ষ্য রাখে অতিরিক্ত কেউ খরচ করছে কিনা। কাজের সময় ছাড়া ব্যক্তিগত কারণে এসব ক্লাবে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের অনুমতি নেই গোয়েন্দাদের।

কান্ট্রি ক্লাবের চোখ ঝলসানো লাউঞ্জে বসে আছি আমি। হাতে টাইম পত্রিকা। পড়ার ভান করছি। চোখ রেস্টুরেন্টের এক্সিট লেখা দরজায়। ন্যান্সি হ্যামেলকে দেখা মাত্র চিনে ফেললাম। ছবির চেয়ে শতগুণ সুন্দরী সে।

ন্যান্সির পরনে সাদা টী শার্ট ও সাদা শর্টস, এমন একখানা ফিগার, মাথা ঘুরে গেল আমার। প্যারাডাইস সিটিতে সুন্দরী কম নেই, কিন্তু এ মেয়ে সবার থেকে আলাদা। সঙ্গে স্বর্ণকেশী এক মহিলা, মোটাসোটা, ন্যান্সির চেয়ে বছর দশেকের বড়। ধারণা করলাম এ পেনি হিগবি।

দু'জনে কী নিয়ে যেন কথা বলতে মগ্ন। শুনতে পেলাম পেনি বলছে, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এই বয়সেও!' সে কী বিশ্বাস করতে পারছে না জানা হলো না, দোরগোড়ায় পৌঁছে পরস্পরকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল। পেনি পা বাড়াল একটা ক্যাডিলাকের দিকে, ন্যান্সি এগিয়ে গেল ধূসর রঙের একটা ফেরারী লক্ষ্য করে।

ফেরারী স্টার্ট দিয়েছে, আমি অফিসের গাড়িতে উঠে বসলাম। কারও পিছু নেয়ার দরকার হলে নিজের মেজারটা কখনও ব্যবহার করি না আমি।

গাড়ি নিয়ে জেটিতে পৌঁছুল ন্যান্সি। নামল। আমিও আমার গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। ঘাটের রাস্তা ধরে হেঁটে চলল সে জাহাজ আর ইয়ট নোঙর করা আছে যেখানে, সেদিকে। ওর পিছনে সেঁটে রইলাম আমি। পঁচাত্তর ফুট লম্বা একটি ইয়টের সামনে এসে থামল ন্যান্সি। এক ছুটে পার হলো গ্যাং প্ল্যাঙ্ক, অদৃশ্য হয়ে গেল নীচে।

আমার এ মুহূর্তে কিছু করার নেই,অপেক্ষা করা ছাড়া। এক বিশালদেহী, মোচঅলা নিগ্রোকে দেখলাম ইয়টের ডেকে। কিছুক্ষণ পর স্টার্ট নিল ইয়ট, জনাকীর্ণ জেটি থেকে বিচ্ছিন্ন করল নিজেকে, তারপর সগর্জনে ছুটল সাগর অভিমুখে। দেখতে দেখতে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল ইয়ট। আমি এগিয়ে গেলাম আল বার্নির দিকে। হেলান দিয়ে আছে নোঙরের রশি বাঁধা একটা খোঁটার গায়ে, হাতে বিয়ারের ক্যান। জাহাজ ঘাটার সমস্ত কিছু বার্নির নখ-দর্পনে। জেটিতে কী ঘটছে না ঘটছে সব দিকে তীক্ষ্ণ নজর তার। তাকে বিয়ার দাও, স্রোতের বেগে কথা বলবে। বিয়ার নেই তো মুখও বন্ধ। 'হাই' বার্নি', ডাকলাম ওকে, 'ড্রিঙ্ক চলবে?'

খালি ক্যানটা সাগর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল বার্নি, ট্রাউজার টেনে তুলল ঢাকের মত প্রকাণ্ড পেটের উপরে। হাসল। 'হাই, মি. অ্যান্ডারসন, বিয়ার হলে মন্দ হয় না।' হাঁটা দিল নেপচুন শুঁড়িখানার দিকে। ওর পিছু পিছু ঢুকলাম অন্ধকার বার-এ। এ সময়ে খালি বার। তবে বারকীপার স্যাম আছে। আমাকে আর বার্নিকে দেখে ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল সে।

'হাই, মি. অ্যান্ডারসন', বলল স্যাম, 'কী খাবেন?'

'ও যে ক'টা বিয়ার খেতে চায় দাও। আর আমার জন্য কোক', বার্নিকে নিয়ে কোণার একটা টেবিল দখল করলাম।

'বেশ, মি. অ্যান্ডারসন', কাঠের বেঞ্চিতে বসল বার্নি। 'আপনার কিছু দরকার?'

একটা বিয়ার আর কোক চলে এল।

'তুমি তো জানোই কাজ ছাড়া এদিকে তেমন আসি না আমি। একটা ইয়ট দেখলাম। গভীর সাগরে চলে গেল। ওটার ব্যাপারে জানো কিছু?'

ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে বিয়ারের গ্লাস খালি করে ফেলল বার্নি, তারপর শব্দ করে টেবিলের উপর রাখল। সাথে সাথে ছুটে এল স্যাম, ভরে দিল গ্লাস।

'ওটা রাস হ্যামেলের বোট', গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল বার্নি।

'লেখক। শুনেছি তাঁর বই নাকি প্রচুর বিক্রি হয়। তবে বই পড়া মানে আমার কাছে বাজে সময় নষ্ট।' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল সে।

'তা তো অবশ্যই। একটা মেয়েকে দেখলাম ইয়টে। লেখকের স্ত্রী?' বার্নি ছোট ছোট চোখে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

'হু। ভালো মেয়ে। আগেরটার চেয়ে ভালো। আগেরটা ছিল খানকি স্বভাবের। এই মেয়েটি খুব ভালো। আমাকে দেখলে হাত নাড়ে, কুশল জিজ্ঞেস করে। ওর মধ্যে কখনও খারাপ কিছু দেখতে পাইনি আমি।' গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিল বার্নি। 'কিন্তু ওর ব্যাপারে আপনার আগ্রহ কেন?'

'বেশী আগ্রহ ওই বিশালদেহীর ব্যাপারে', মিছে বললাম আমি। 'পার্মানেন্ট ক্রু নাকি?'

'জশ জোনস?' মুখ বাঁকাল বার্নি। 'কাল্লুটা লোক খুব খারাপ। জুয়াড়ী। সবসময় টাকার জন্য খাই খাই করে। টাকা পেলে নিজের মাকে বেঁচে দিতেও আপত্তি নেই। অবশ্য ওর মাকে কেউ কিনতেও চাইবে না। কাল্লু হ্যামেলের লোক। গত দু'বছর ধরে তার জন্য কাজ করছে। ক্রু হিসেবে বেশ দক্ষ।'

'মিসেস হ্যামেল কী প্রায়ই বোট নিয়ে সাগরে যান?'

'হপ্তায় চারদিন। শুনেছি উনি বড্ড নিঃসঙ্গ।'

'আর হ্যামেল? কেমন লোক তিনি?'

বিয়ার শেষ করল বার্নি, আবার গ্লাস ভরে দিল স্যাম।

'ভণ্ড ধনী', জবাব দিল বার্নি। 'আর দশটা বড়লোকের মতই। তাঁকে খুব কমই দেখেছি এদিকে। যখন বোটে চড়েন, এমন ভাব করেন যেন গোটা জেটি তাঁর বাপের সম্পত্তি।'

যা জানা দরকার জেনে নিয়েছি। চেয়ারটা ঠেলে সরালাম পিছনে।

'জোনস কী স্থানীয়?' দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ। জেটির পিছনে থাকে।' ভুরু কোঁচকাল বার্নি।

'ও কোনও ঝামেলায় পড়েছে? আগে একবার পুলিশের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল জশ। স্মাগলিং করে বলে সন্দেহ ছিল পুলিশের। তবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের অভাবে ওকে ধরতে পারেনি।'

'ইয়ট জেটিতে ফেরে কখন?' বার্নির প্রশ্নটা ইচ্ছা করে এড়িয়ে গেলাম।

'ছ'টায়, কাঁটায় কাঁটায়।'

'দেখা হবে, আল', স্যামকে বিয়ার আর কোকের দাম চুকিয়ে দিয়ে তপ্ত রোদে বেরিয়ে এলাম। ন্যান্সির ফিরতে এখনও চার ঘণ্টা বাকি। এতক্ষণ বসে থাকার মানে হয় না। তাই ফিরে এলাম অফিসে। গ্লেন্ডাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কর্নেল কী ব্যস্ত?'

'মিনিট কুড়ির জন্য ফ্রী আছেন', জবাব দিল গ্লেন্ডা। 'যেতে পারো।'

ভিতরে ঢুকে দেখলাম মোটা একটা ফাইল পড়ছেন পারনেল।

'একটা সমস্যা হয়েছে, স্যার', ন্যান্সির ইয়ট নিয়ে সাগরে যাওয়ার ঘটনা বললাম তাঁকে। 'ওর পিছু নিতে পারি নি। ইয়ট নিয়ে ঘণ্টা চারেক কোথাও কাটায় সে, দুই নম্বরী করার জন্যে যথেষ্ট সময়। তার ক্রু এক নিগ্রো। টাকা দেখলেই খাই খাই করে, তবে লোকটার কাছে যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার ছিল। টাকার জন্য প্রচুর মিথ্যা কথা বলতে পারে সে, তারপর ন্যান্সিকে জানিয়ে দেবে আমি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি।'

'ওকে এখনই ঘাঁটাতে যেয়ো না', বললেন পারনেল। 'ন্যান্সি যেন না জানে আমরা তার পিছু নিয়েছি। পরের বার সে ইয়ট নিলে তুমি চপার নিয়ে ওকে অনুসরণ করবে। একটা হেলিকপ্টার স্ট্যান্ড-বাই রাখবে। খরচ হবে প্রচুর তবে হ্যামেলের টাকার অভাব নেই।'

প্রয়োজনে তাই করব বলে ফিরে এলাম নিজের অফিসে। চিক বাইরে গেছে। আমি হেলিকপ্টার ট্যাক্সি সার্ভিসে ফোন করে আমার বন্ধু নিক হার্ডিকে চাইলাম।

নিক বলল আগে-ভাগে জানালে ও চপার নিয়ে রেডি থাকবে। হাতে সময় আছে, ফোন করলাম বার্থাকে। ও আমার বর্তমান শয্যা-সঙ্গিনী। ছ'মাস ধরে এক সঙ্গে আছি। টাকা ভালোবোসে মেয়েটা, চটপটে। ওর সাথে কোনও সিরিয়াস সম্পর্ক নেই আমার, বিয়ে হবারও চান্স নেই। ওর সঙ্গ ভালো লাগে আমার। বার্থা একটা ফ্যাশন হাউজে আছে, থাকে সাগরের দিকে মুখ করা হাই-রাইজ একটি স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে।

ফ্যাশন হাউজের একজন বলল বার্থা খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত। আমি আবার পরে ফোন করব বলে বেরিয়ে পড়লাম অফিস থেকে। লবির নিউজ স্টল থেকে এক প্যাকেট সিগারেট আর নিউজ উইক কিনে জেটিতে চলে এলাম। এমন জায়গায় পার্ক করলাম গাড়ি যাতে হ্যামেলের ইয়ট ফিরে এলে দেখতে পাই। অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ঠিক ছ'টার সময় জেটির দিকে ছুটে আসতে দেখলাম ইয়ট। জেটিতে লাগল বোট, ন্যান্সি নেমে এল গ্যাংও প্ল্যাঙ্ক ধরে, জাহাজ ঘাটে উঠে এল।

থেমে দাঁড়াল ন্যান্সি, ডাকল, 'কাল একই সময়ে, জশ', হাত নেড়ে ফেরারীর দিকে পা বাড়াল সে। গাড়িতে উঠে বসতে আমি চালু করে দিলাম ইঞ্জিন। পিছু নিলাম ওর।

গ্লেন্ডা বলেছে হ্যামেল বড়লোকদের নিবাস প্যারাডাইস লার্গোতে থাকেন। ওখানে সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রহরী পাহারা দেয়, সেই সাথে আছে ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রিত ব্যারিয়ার। নিজের পরিচয়পত্র না দেখিয়ে কেউ লার্গোতে ঢুকতে পারে না। ওখানে কমপক্ষে চল্লিশটি দুর্দান্ত বাড়ি এবং ভিলা রয়েছে। কুড়ি ফুট উঁচু ফুলের ঝোপ এবং ডাবল ওকের সারির পিছনে ঢাকা পড়ে আছে বাড়িগুলো। প্রতিটি বাড়ির সামনে একটি গেট।

ন্যান্সির গাড়ি ছুটছে কজওয়ে ধরে, বুঝতে পারলাম বাড়ি ফিরছে। আমি গাড়ি ঘুরিয়ে হাইওয়েতে উঠে গেলাম, অফিসের উদ্দেশে। চিক যথারীতি টেবিলের উপর ঠ্যাং তুলে গ্লাসে স্কচ ঢালছে।

'আমাকেও একটু দিয়ো', বললাম আমি।

'নিজেরটা খাও,' বোতলটা ডেস্কের ড্রয়ারে চালান করে দিল চিক। 'কোনও কাজ হলো?'

'রুটিন', নিজের টেবিলে বসলাম আমি। 'টেনিস খেলল, তারপর ইয়টে চড়ে কোথায় যেন গেল। কর্নেল বলেছেন কাল ওকে চপার নিয়ে পিছু নিতে। মজাই হবে। তোমার খবর কী?'

'ওয়ালডো কারমাইকেল বলে কেউ নেই। অন্ততঃ এখন পর্যন্ত এ নামে কারও অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি।'

বোতলটা সাবার করছি আমি, তলায় সামান্য ড্রিঙ্ক পড়ে আছে। তরল টুকু গলায় ঢেলে খালি বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বাজে কাগজের ঝুড়িতে।

'হোটেলে চেক করেছ?'

'বড় হোটেলগুলো চেক করেছি। কাল ছোটগুলো দেখব। আর্নি আর ওয়ালির সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা বলল এ নামে কাউকে চেনে না। তবে খবর নেবে জানাল।'

আর্নি বলশ প্যারাডাইস সিটি হেরাল্ড-এ গসিপ কলাম লেখে। ওয়ালি সিমন্ডস নগরীর P.R.O। ওয়ালডো কারমাইকেল সম্পর্কে কেউ জানতে পারলে, ওরাই একমাত্র পারবে।

'পামার হয়তো ঠিকই বলেছে', বললাম আমি, 'বদমায়েশী করার জন্য কোনও দুষ্টবুদ্ধির লোক চিঠিগুলো লিখেছে।

'হতে পারে। আমি চিঠিগুলো ল্যাবে পাঠিয়ে দিয়েছি। কোনও তথ্য পেতে পারি।'

রিসিভার তুলে নিয়ে নিক হার্ডিকে ফোন করলাম। কাল বিকেলের জন্য একটা হেলিকপ্টার বুক করে ফেললাম। পৌনে সাতটা বাজে। মার্থার এতক্ষণে বাড়ি ফিরে আসার কথা। ফোন করছি, চিক ওর টেবিল গোছাতে লাগল। চলে যাবে।

বার্থার সাড়া পেয়ে বললাম, 'হাই বেব! হ্যামবার্গার খাবে? আর আমাকে সঙ্গ দেবে?'

'বার্ট নাকি?,

'তাছাড়া আর কে?'

'হ্যামবার্গার ভালোলাগে না আমার। সীগালে চলো। খিদে পেয়েছে।'

'এখন সীগালে যাওয়া যাবে না, হানি। পকেটের অবস্থা ভালো না। পরের মাসে অবশ্যই সীগালে খাওয়াবো।'

'চিককে বলো না ধার দিতে', পরামর্শ দিল বার্থা। জানে মাঝে মাঝে চিকের কাছ থেকে টাকা নিই আমি।

'ক্ষিদেয় মরে যাচ্ছি।'

'ধার চেয়েছি। পঞ্চাশ ডলার ধরিয়ে দিয়েছে।'

'তাহলে লবস্টার অ্যান্ড ক্রাব-এ চলো। পঞ্চাশ ডলারে দু'জনের হয়ে যাবে।'

'আমি আসছি, হানি। তারপর কোথায় যাব ঠিক করব, কেমন?' ফোন ছেড়ে দিলাম আমি।

'তুমি এসব মেয়ের পিছনে টাকা ওড়াও, তাই না?' বলল চিক। 'সীগাল! তোমার আসলে মাথা পরীক্ষা করা উচিত।'

'আরে দূর কে যায় সীগাল-এ?' বললাম আমি। 'আজ রাতে কী করছ?'

মুচকি হাসল চিক।

'ওয়ালির সঙ্গে কাজ আছে। ওকে লোভ দেখিয়েছি গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস দেব, কাজ ও আনন্দ দুটোই মিলবে। সো লং, সাকার।' বেরিয়ে গেল চিক।

আমি আমার রিপোর্ট টাইপ করলাম। তারপর টেবিল গুছিয়ে পা বাড়ালাম এলিভেটরের দিকে।

আমাদের অ্যাকাউনট্যান্ট চার্লস এডোয়ার্ড বেরিয়েছে নিজের ঘর থেকে, দু'জনে হেঁটে চললাম লিফট অভিমুখে। চার্লস বেঁটেখাটো, মধ্য বয়স্ক, কঠিন স্বভাবের মানুষ। চশমার পিছন থেকে আমার দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

'তোমাকেই খুঁজছিলাম, ভায়া', এলিভেটরের কল বাটনে চেপে ধরলাম বুড়ো আঙুল। 'পঞ্চাশটা টাকা ধার দাও না। বেতন থেকে কেটে নিয়ো। খুব দরকার।'

'তুমি সবসময় অ্যাডভান্স চাও', এলিভেটরে ঢুকতে ঢুকতে বলল চার্লস। 'কর্নেল ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করবেন না।'

'তাকে কে বলতে যাচ্ছে? বুড়ী মাকে জিন কিনে দিতে হবে। দেবে না, ভায়া?'

এলিভেটর নামতে শুরু করেছে, ওয়ালেট খুলে পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট বের করল চার্লস।

'তোমার আগামী মাসের বেতন থেকে টাকাটা কাটা যাবে, অ্যান্ডারসন। মনে থাকে যেন।'

'ধন্যবাদ', নোটটা ছিনিয়ে নিলাম আমি। 'দরকার পড়লে আমার কাছ থেকেও নিয়ো।'

খুলে গেল দরজা, আমাকে উদ্দেশ্য করে সংক্ষেপে মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল চার্লস। আমি বেযমেন্ট গ্যারেজে নেমে এলাম। উঠে পড়লাম মেজারে। স্টার্ট দিতে গোঁ গোঁ করে উঠল ইঞ্জিন। রওনা হয়ে গেলাম ব্যস্ত ট্রাফিকের ভিড় ঠেলে।

বার্থা আমাকে পটিয়ে নিয়ে গেল সীগাল-এ। যে কাউকে পটিয়ে ফেলার অসাধারণ ক্ষমতা আছে ওর। আমার ধারণা আজরাইল ওর জান কবচ করতে এলে তাকেও মধুর মধুর কথা বলে কফিন থেকে পালিয়ে আসতে পারবে বার্থা।

একটা টেবিল দখল করে ড্রাই মার্টিনির অর্ডার দিলাম। তারপর তাকালাম বার্থার দিকে।

বার্থার চুল নয় যেন অগ্নিশিখা, বড় বড় সবুজ চোখ, মসৃণ চামড়া আর মেদহীন শরীর যে কোনও পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। বার্থা শুধু টাকা ভালোবাসে আর ভালোবাসে নিজেকে।

'আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ো না তো', বলল বার্থা। 'তোমার চাউনি দেখলে ভয় লাগে। মনে হয় টেবিলের নীচে টেনে গিয়ে রেপ করবে।'

'মন্দ বলোনি।' বললাম আমি। 'এই ভীতুর ডিমগুলোকে দেখিয়ে দিই আমরা কী পারি।'

'চুপ করো। ক্ষিদেয় আমার পেট চোঁ চোঁ করছে।' উদ্বাস্তু শিবির থেকে আসা রিফিউজির মত মেনু দেখছে বার্থা। 'হুমম! কিং প্রন!

অবশ্যই! তারপর সলিড কিছু।' ওয়েটার লুইগিকে আমাদের টেবিলে আসতে দেখে যৌনআবেদনময় হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মার্থার চেহারা। 'একজন ক্ষুধার্ত মহিলাকে তুমি কী খেতে পরামর্শ দেবে, লুইগি?'

'ওর কথায় কান দিয়ো না।' দৃঢ় গলা আমার। আমাদের প্রন আর স্টিক হলেই চলবে।'

আমার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকাল লুইগি, মিষ্টি হেসে ফিরল মার্থার দিকে।

'আমি পরামর্শ দেব, মিস কিংসলে, আমাদের স্পিট চিকেল, লবস্টারের মাংসসহ স্টাফ করা, সার্ভ করা হবে ক্রিম সস ও ডাফলসহ।'

'ইয়েস।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বার্থা।

আমার দিকে ফিরেও তাকাল না লুইগি, প্যাডে অর্ডার লিখে নিয়ে আবার হাসি উপহার দিল বার্থাকে, চলে গেল।

'আমার কাছে মাত্র পঞ্চাশ ডলার আছে', মিথ্যা বললাম আমি। 'বিল যদি বেশি আসে, এবং অবশ্যই আসবে, তোমার কাছ থেকে ধার নিতে হবে।'

'মহিলাদের কাছ থেকে টাকা ধার করতে নেই, বলল বার্থা।' এটা ভদ্রলোকের সাজে না। ক্রেডিট কার্ড দেখাবে। ক্রেডিট কার্ড তো এ জন্যেই।'

'আমার ক্রেডিট কার্ড শুধু কাজের জন্য।'

'তাতে কী হয়েছে? আমরা তো কাজেই এসেছি, নাকি?' প্রন এসে গেল।

খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওয়ালডো কারমাইকেল নামে কাউকে চেনো?'

'তার মানে কাজ', বার্থা হাসল আমার দিকে তাকিয়ে।

'হতে পারে। প্রশ্নের জবাব দাও, হানি। নামটা কখনও শুনেছ?'

মাথা নাড়ল ও।

'এই প্রথম শুনলাম।'

'রাস হ্যামেলের নামও শোনোনি?'

'ঠাট্টা করছ? রাস হ্যামেল! ওর বইয়ের পাগল আমি।' ভুরু কোঁচকাল বার্থা। 'তুমি ওর হয়ে কাজ করছ?'

'তুমি ভদ্রলোক সম্পর্কে কিছু জানো?'

'আ-হ্যাঁ... কিছু কিছু জানি। সম্প্রতি বিয়ে করেছেন। প্যারাডাইস লার্গোতে থাকেন। তাঁর সম্পর্কে এত কৌতূহল কেন?'

'এমনি! তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে কিছু জানো?'

বার্থা আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর বলল, 'তাঁর স্ত্রী? দেখেছি মহিলাকে। মহিলা না বলে মেয়ে বলাই উচিত। বুড়ো হ্যামেলের জন্য বড্ড বেশি যুবতী বউ। তবে আমার মত নয়।' ধূর্ত হাসি ফুটল বার্থার মুখে। 'তুমি যদি ওঁর প্রথম স্ত্রী সম্পর্কে জানতে চাও...' থেমে গেল সে।

'আচ্ছা, প্রথম স্ত্রী সম্পর্কে জানতে চাইছি।'

'গ্লোরিয়া কর্ট', নাক কোঁচকাল বার্থা। 'মহিলা এখন আলফানসো ডিয়াজ নামে এক মেক্সিকোনের সঙ্গে থাকে। জেটির ধারের আলামেডা নামে একটা বার আছে লোকটার।'

আলামেডা বার চিনি আমি। মস্তানরাই বেশি যায় ওখানে। শনিবারের রাতে জেটির অন্য যে কোনও বারের চেয়ে আলেমেডায় মারামারির ঘটনা বেশি ঘটে।

'গ্লোরিয়া ওখানে ন্যাংটো হয়ে নাচে,' তাকাল বার্থা।

'ভাবতে পারো? এ নাকি এক সময় রাস হ্যামেলের বউ ছিল। আমি একটা ছাগলের সঙ্গে বিছানায় যেতে রাজি তবু ওই আলফানসো ডিয়াজের ধারে কাছেও ঘেঁষব না।'

চিকেন এল। দারুণ স্বাদ। খাওয়ার সময় দামের কথা ভুলে গেলাম। বিল যা এলো, ওয়েটার আর দারোয়ানকে বকশিস দেয়ার পর মাত্র ত্রিশ ডলার রইল পকেটে।

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরছি, বার্থা বলল, 'তোমার কথা মাঝে মাঝে আমি ভাবি, বার্ট। তোমার চাকরিটা বদলানো দরকার। অন্য ভালো কোনও চাকরি নেয়া উচিত। অপরাধ জগত সম্পর্কে তোমার যেরকম অভিজ্ঞতা তাতে তুমি

নিশ্চয় পারবে। স্মাগলিং এর লাইনে যাওয়া যায় না? এক লোককে চিনি কিউবা থেকে সিগার চোরাচালান করে টাকার বিছানায় ঘুমায়।'

'তুমি আমাকে জেলে যাওয়ার পথ বাতলে দিচ্ছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল বার্থা।

'ফরগেট ইট। তোমার জায়গায় আমি হলে কী করতাম জানি।'

বেযমেন্ট গ্যারেজে গাড়ি ঢোকালাম আমি। 'কী করতে শুনি?'

'যেসব মাথা পাগলা বড়লোকদের জন্য কাজ করতাম ওদেরকে ছিবড়ে নিয়ে টাকা বানাতাম।' গাড়ি থেকে নেমে পড়ল বার্থা।

'মাথা পাগলা বড়লোক মানে?'

'রাস হ্যামেলের মত লোক।'

এলিভেটরের দিকে হেঁটে চলেছি আমরা। আমি আড়চোখে তাকালাম বার্থার দিকে।' তোমাকে কখন বললাম আমি হ্যামেলের কাজ করছি?'

'ভনিতা রাখো, বার্ট। তুমি বলো নি। তবে আমি বুঝতে পেরেছি। বাদ দাও এসব। তুমি তোমার মাথা খাটাচ্ছো না। এরকম মাথাপাগলা ধনীদের সাথে কাজ করার সুযোগ কম লোকেই পায়। যারা পায় তারা তোমার মত সুযোগ নষ্ট করে না, সদ্ব্যবহার করে। ধনীগুলোকে জায়গামত চেপে ধরতে পারলে টাকা বানানো কোনও ব্যাপারই না। শুধু মস্তিষ্ক খাটালেই হলো। চলো। উপরে যাই। নইলে আমার মুডটা খারাপ হয়ে যাবে।'

ওর পিছন পিছন এলিভেটরে ঢুকলাম আমি। বার্থার কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে মনের মাঝে। বিছানায় ওঠার পরও মনে পড়তে লাগল, তবে মৃণাল বাহু আর নরম পা দিয়ে বার্থা যখন আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, সবকিছু ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিলাম মন থেকে।

সবকিছুর জন্য আলাদা সময় ও জায়গা থাকে।

দুই

প্যারাডাইস সিটির দক্ষিণ-পুবে, উপসাগরের ত্রিশ মাইল দূরে ছোট ছোট বেশ কিছু দ্বীপ আছে, মিশেছে কী ওয়েস্টের সঙ্গে।

নিক হার্ডির হেলিকপ্টারে আমি, ওর পাশে বসে উঁকি মেরে দেখছি ঝলমলে নীল সাগরের বুকে সবুজ বুদ্বুদের মত দ্বীপের সারি।

হ্যামেলের ইয়ট খুঁজে পেতে সমস্যা হয়নি। আমরা জেটির উপর চক্কর দিচ্ছি, দেখলাম ইয়ট সাগরের দিকে ছুটছে। আকাশে আরও হেলিকপ্টার, বড়লোকদেরকে নিয়ে সাইট সিয়িং ট্যুরে যাচ্ছে। ফলে ন্যান্সি কিংবা জোনস সন্দেহ করতে পারবে না আমরা ওদের পিছু নিয়েছি। নিকের ফিল্ড গ্লাস চোখে লাগিয়ে ফ্লাইং ব্রীজে দেখতে পেলাম ন্যান্সিকে। জোনস বোধহয় হুইল হাউজে।

কীজের দিকে আছে ইয়ট। কমে এল গতি, মুখ ঘুরে গেল ইয়টের, কোস্ট-লাইন ধরে ছুটে চলল। মেটকম্ব কীতে পৌঁছে, পাঁচ মাইল পুবে এক সার ছোট দ্বীপের দিকে এগোল।

'ওগুলো কীসের দ্বীপ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'জলদস্যুদের আবাস স্থল', জবাব দিল নিক। ফ্লোরিডার ইতিহাস ওর ঠোঁটস্থ। 'জলদস্যুরা ওসব দ্বীপে লুকিয়ে থাকত, আশপাশ দিয়ে কোনও জলযান গেলে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। ব্ল্যাক বিয়ার্ডের মূল আস্তানা ওখানে কোথাও ছিল শুনেছি। তবে দ্বীপগুলোতে এখন কেউ থাকে না।'

মন্থর হয়ে এল ইয়টের গতি, দুটো দ্বীপের মাঝখানে, ঘন ঝোপঝাড়ের

আড়ালে, চওড়া একটা খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল স্পানিশ ঝাড় আর আঙ্গুর লতার ছাতার নিচে।

ইয়ট কখন চেহারা দেখায় তার জন্য চক্কর দেয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ মনে হলো। ন্যান্সি কিংবা জোশের মনে সন্দেহ জাগতে পারে।

'ঠিক আছে, নিক, ফিরে চলো', বললাম আমি। 'তবে আমরা এখানে এসেছি কাউকে বলো না, কেমন?'

'অবশ্যই।' মাথা ঝাঁকাল নিক। 'কারণ তুমি আমার ক্লায়েন্ট।'

অফিসে ঢুকে রিপোর্ট দিলাম গ্লেন্ডাকে। এক গাদা মিথ্যা কথা বললাম। 'চপারে করে ওর পিছু নিয়েছিলাম। সারাটা বিকেল মাছ ধরে কাটিয়েছে ন্যান্সি। খামোকা সময় নষ্ট। হ্যামেল অযথা সন্দেহ করছেন তাঁর স্ত্রীকে।'

মাথা দোলাল গ্লেন্ডা। 'আমি রিপোর্ট পৌঁছে দেব কর্নেলের কাছে।'

নিজের ঘরে ঢুকলাম। চিক বাইরে। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে স্কচের বোতল বের করলাম। গ্লাসে খানিকটা তরল ঢেলে একটা সিগারেট ধরালাম।

গ্লেন্ডাকে কেন মিথ্যা বলেছি আমি? কারণ বার্থার কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথায়। সিদ্ধান্ত নিলাম আবার যাব ওই দ্বীপে। একা ন্যান্সি হয়তো ওখানে নগ্ন হয়ে সূর্য স্নান করতে গেছে, মাছও ধরতে পারে, ওয়ালডো কারমাইকেলের সঙ্গে মিলিত হওয়াও বিচিত্র নয়। কর্নেলকে আমার রিপোর্ট দিতে হবে। ন্যান্সিকে সন্দেহ করার কারণ আছে বলতে হবে। কিন্তু আমি যদি তা না করি? যদি না বলি ন্যান্সি জলদস্যুর দ্বীপে গিয়েছিল?

আরেকটা ড্রিঙ্ক নিলাম। তারপর ফোন করলাম টনি ল্যামবার্টিকে। ও মাছ ধরার নৌকা ভাড়া দেয়। বার্থা সাগর ভ্রমণ করতে চাইলে মাঝে মাঝে টনির বোট ভাড়া নিয়েছি আমি। সকাল পাঁচটার সময় বোট লাগবে, জানালাম টনিকে। দুপুর পর্যন্ত রাখব নৌকা। পঞ্চাশ ডলারে রফা হয়ে গেল। নগদ কুড়ি ডলার, বাকিটা কাজ হওয়ার পরে।

ফোন রেখেছি, চিক ঢুকল ঘরে।

'কোনও অ্যাকশন?' বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল ও।

'কোনও অ্যাকশন নেই। স্রেফ মাছ ধরেছে মেয়েটা। তোমার খবর কী?'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওয়ালাডো কারমাইকেল নামে কোনও লোকের অস্তিত্ব নেই। পুলিশও এ নামে কাউকে চেনে না। আমি সমস্ত হোটেল আর মোটেল চেক করেছি। এমনকী হাসপাতালগুলোতেও ঢুঁ মেরেছি; নো ওয়ালডো কারমাইকেল।'

চেয়ার ছেড়ে সিধে হলাম।

'চলো, খবরটা কর্নেলকে দিই গিয়ে।'

পারনেল কাজে ব্যস্ত, দশ মিনিট পরে তাঁর ঘরে ঢোকার অনুমতি মিলল। জানালাম সন্দেহজনক কিছুই পাইনি।

'কেউ বদমায়েশি করছে হ্যামেলের সঙ্গে', বললাম আমি।

'যেসব তথ্য জোগাড় করেছি তাতে মনে হয়েছে তার স্ত্রী নিষ্কলঙ্ক। কেউ তার ব্যাপারে একটিও খারাপ কথা বলেনি।'

'আর ওয়ালডো কারমাইকেল নামে এ তল্লাটে কেউ নেই।' জানাল চিক।

নাকে চিমটি কাটতে লাগলেন কর্নেল। গভীরভাবে কিছু চিন্তা করার সময় তিনি এমনটি করেন।

'ব্যাপারটা এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না আমরা।' অবশেষে বললেন তিনি। 'তোমরা মাত্র দু'দিন নজর রেখেছ। অন্তত এ হপ্তাটা কাজ চালিয়ে যাও, বার্ট।' চিকের দিকে ফিরলেন। 'দু'জনকেই এটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে না। তোমার জন্য একটা কাজ এসেছে ওটা করবে।' আমার দিকে ফিরে, 'তুমি মিসেস হ্যামেলের পিছনে লেগে থাকবে। ইয়ট নিয়ে সে কোথাও গেলে, যেতে দেবে। তবে ইয়টে না থাকলেও তার পিছু ছাড়বে না। হপ্তা শেষে যদি কোনও নেগেটিভ রিপোর্ট পাও, আমি পামারের সঙ্গে কথা বলব। ও কী করতে চায় দেখব।' আমাকে চলে যেতে ইশারা করলেন তিনি, চিককে বসার ইঙ্গিত দিলেন।

অফিসে ফিরে এলাম আমি। চিক এ কেসে নেই, এখন আমি ঝাড়া হাত-পা। দ্বীপে যেতে কয়েক ঘণ্টা লাগবে। গোটা সকাল চষে বেড়াব দ্বীপ। কিছু না পেলে বিকেলে ন্যান্সির পিছু নেয়া যাবে।

মনে পড়ল বেতন পেতে এখনও ন'দিন বাকি। পকেটে ত্রিশ ডলারও নেই। বোট ভাড়াতেই চলে যাবে কুড়ি ডলার। কেউ টাকা ধার না দিলে না খেয়ে থাকতে হবে। ধপ করে বসে পড়লাম ডেস্কে। এমন বিপদে পড়িনি কোন দিন। বার্থাকে নিয়ে কেন যে সীগালে খেতে গেলাম। মনে মনে খিস্তি করলাম নিজেকে। তবে খাবারটা জব্বর ছিল। ও কথা ভুলে কার কাছ থেকে টাকা ধার পাওয়া যাবে তা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। কিন্তু কোনও আশার আলো দেখতে পেলাম না। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও এখন আমাকে দেখলে কেটে পড়ে।

বার্থা?

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমার। ওর কাছে কখনও টাকা ধার চাইনি আমি। তবে প্রথমবার বলে একটা কথা আছে। ঘড়িতে পোনে ছ'টা বাজে। বার্থার ছুটি ছটায়। তাড়াতাড়ি গেলে ওকে ধরতে পারব। দ্রুত ছুটলাম আমি।

পার্কিংবেতে বার্থার হোন্ডা পার্ক করা। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলাম চুপচাপ। দশ মিনিট পর এল ও।

'হাই, বেব।' ওর কনুই ধরে বললাম, 'আমাকে দেখে অবাক হয়েছ, না?'

আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল বার্থা। চেহারা দেখে বোঝা যায় মূড ভালো নেই ওর।

'এখানে কী করছ?' জিজ্ঞেস করল বার্থা।

'তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল তাই চলে এলাম। আমার গাড়িতে চলো। কথা আছে।'

'তোমার গাড়িতে যাব না। ড্রিঙ্ক খাওয়ালে রাজি আছি।'

বার্থার শ্যাম্পেন ককটেল ছাড়া অন্য কিছু চলে না, জানি। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম।

'সত্যি কাজ আছে, খুকী। তুমি গত রাতে কী বলেছিলে তা নিয়ে ভাবছি আমি।'

'আমার ড্রিঙ্ক চাই! গত রাতে আমি কী বলেছিলাম?'

গাড়ির দরজা খুলে একরকম ধাক্কা মেরে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম বার্থাকে, আমি স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসে পড়লাম।

'তুমি একটা দারুণ বুদ্ধি দিয়েছ', বললাম আমি। 'নাও, সিগারেট খাও।'

রাগ রাগ চেহারায় সিগারেট নিল বার্থা। ওরটা জ্বালিয়ে দিয়ে তারপর আমার সিগারেটে আগুন ধরালাম।

'আমার মনে পড়ছে না কী বলেছিলাম। কী বলেছি?'

'কোট করছি। তুমি বলেছিলে, মাথা পাগলা বড়লোকদের জন্য কাজ করলে ওদেরকে ছিবড়ে নিয়ে টাকা বানাতাম। মনে পড়ছে?' চোখ সরু হয়ে এল বার্থার।

'হ্যাঁ। বলেছি। তো?'

'আমি ভাবছি। যত ভাবছি তত পরিষ্কার হয়ে উঠছে আইডিয়াটা। আমার মাথায় এমন একটা বুদ্ধি এসেছে যা কাজে লাগাতে পারলে প্রচুর টাকা এসে যাবে হাতে। তবে, সেক্ষেত্রে আমার শয্যা সঙ্গিনীকে অবশ্যই ভুলে যাব না। তবে আইডিয়াটিকে পায়ের উপর খাড়া করতে অল্প কিছু টাকা দরকার। তুমি আমার পার্টনার হবে?' চাউনি তীব্র হয়ে উঠল বার্থার। 'তুমি আমার কাছে টাকা ধার চাইছ?'

'এক অর্থে তাই। দশদিনের জন্য। কুড়ি পার্সেন্ট সুদ দেব। তবে যে কাজে যাব সেটা শুধু আমাদের মধ্যে গোপন থাকবে।'

'তুমি রাস হ্যামেলকে নিয়ে কোনও পরিকল্পনা করেছ?' তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে দেখছে বার্থা।

'আমি আবার কখন এ নামটা উচ্চারণ করলাম? করিনি তো।'

'তুমি ওই লোকের জন্য কাজ করছ। গত রাতে তার ব্যাপারে জানতে চেয়েছ। প্রশ্ন করলে নিজে স্বীকারও করেছ ব্যাপারটা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি।

'তুমি ঠিকই ধরেছ, বেব। লেখকের ধারণা তাঁর স্ত্রী পরকীয়ায় আসক্ত। উনি আমাদেরকে ন্যান্সির উপর নজর রাখার জন্য ভাড়া করেছেন। তবে কথাটা যেন গোপন থাকে, প্লীজ।'

'ওই মেয়েটা?' নাক সিঁটকাল বার্থা। 'ওই মেয়ে পরকীয়া করে আমি বিশ্বাস করি না। সে মাছ ধরা আর টেনিস খেলা ছাড়া কিছু জানে না।'

'হুঁ। তবে ধরো, হ্যামেলের চেয়ে তরুণ কোনও ধনীর সঙ্গে পরিচয় হলো ন্যান্সির। মেয়েটা একা, হ্যামেল সারাদিন নিজের কাজে ব্যস্ত, কাজেই ওই তরুণের সাথে ন্যান্সির একটা পরকীয়া গড়ে উঠতেই পারে। এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে, আবারও ঘটতে পারে।'

শ্রাগ করল বার্থা।

'হতে পারে। তো এর মধ্যে তোমার ভূমিকা কী?'

'আমি তো এ ব্যাপারটা নিয়েই কাজ করছি, বেব। এখন অল্প কিছু টাকা দরকার।'

'কত?'

ব্যাপারটির প্রতি ওর আগ্রহ আছে লক্ষ্য করলাম। পঞ্চাশ চাইতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু অত কম চাওয়া মানে নিজেকে ছোট করা।

'ধরো, তিনশো.....'

'তিনশো!' চেঁচিয়ে উঠল বার্থা। 'তোমার মাথা ঠিক আছে তো?'

'ঠিক আছে। ফরগেট ইট, বেব। আমি অন্য কারও কাছ থেকে জোগাড় করে নেব টাকাটা। লোনই তো, গিফট তো আর না। আমি অনেক মেয়েকে চিনি যারা হাসতে হাসতে কুড়ি পার্সেন্ট সুদে তিনশো ডলার ধার দেবে আমাকে।'

'তুমি একটা মিথ্যাবাদী। আমি ছাড়া আর কেউ তোমাকে পাঁচটা ডলারও ধার দেবে না। ঠিক আছে, বার্ট', ব্যাগ খুলে পার্স বের করল ও। 'দেড়শো ডলার রাখো। দশদিন পরে কুড়ি পার্সেন্ট সুদসহ টাকা ফেরত চাই।'

উঁকি দিলাম ওর পার্সে। সবুজ নোটে ঠাসা। চট করে পার্স বন্ধ করে ফেলল বার্থা। 'বড় অঙ্কের টাকা হাতে এলে আমাকে ভাগ দিচ্ছ তো?'

'অবশ্যই।' টাকাটা পকেটে রেখে দিলাম আমি। নিজেকে আবার বড়লোক মনে হচ্ছে।

'এখন সিজার্সে চলো। তেষ্টা পেয়েছে। ড্রিঙ্ক খাওয়াবে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম। সিজার্সে শ্যাম্পেন ককটেলের দাম দশ ডলার। পরক্ষণে ঝেড়ে ফেললাম দ্বিধা। আমার পকেট এখন ভর্তি। আর টাকা তো খরচ করার জন্যেই। স্টার্ট দিলাম ইঞ্জিন, ছুটলাম সিজার্স অভিমুখে।

সাড়ে ছ'টার কিছু পরে জলদস্যুর দ্বীপ বা পাইরেটস আইল্যান্ডে পৌঁছুলাম আমি। সাড়ে চারটার সময় ঘুম থেকে উঠতে বারোটা বেজে গেছে আমার। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম, তিন কাপ কফি খেয়েছি। তারপরও জাগতে কষ্ট হয়েছে।

ভিয়েতনামে যুদ্ধ করার সময় জঙ্গল ইউনিফর্ম ব্যবহার করতাম। একসেট পোশাক রয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে আছে ক্যামোফ্লেজ ব্লাউজ, ড্রিল টাউজার্স, হান্টিং নাইফ এবং জঙ্গল বুট। সঙ্গে যোগ করেছি ফ্লপি হ্যাট, পোকামাকড় তাড়ানোর ওষুধ এবং স্কচ ও পানি। জেটিতে এসে সারারাত খোলা এরকম একটি ক্যাফে থেকে কিনে নিয়েছি বিফ স্যান্ডউইচ। বোট জেটিতে বাঁধা ছিল।

দ্বীপের কাছাকাছি চলে আসার পর বন্ধ করে দিলাম আউটবোর্ড ইঞ্জিন, পরে নিলাম জঙ্গল ইউনিফর্ম। মুখে আর হাতে পোকা তাড়ানোর ওষুধ

মাখলাম। এখানকার মশাগুলো মানুষখেকো। তারপর এগোলাম চওড়া খাঁড়িটির দিকে যেখানে ন্যান্সির ইয়ট অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছি।

প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছি আমি। স্প্যানিশ মস আর আঙ্গুর লতার একটা সামিয়ানার নীচে নিয়ে এলাম বোট। প্রচণ্ড গরম, যেন টগবগ করে ফুটতে থাকা কোনও গুহায় ঢুকে পড়েছি। ঝাঁক ঝাঁক মশা বিন বিন করছে মাথার চারদিকে, ওষুধের গন্ধে হামলা চালাতে পারছে না।

ছোট একটা লেগুনে ঢুকে পড়লাম বোট নিয়ে। তীর ঘেষে ভাসতে লাগল বোট। একটা এবড়ো থেবড়ো রাস্তা চলে গেছে জঙ্গলের মধ্যে। একটা কাঠের খুঁটিও চোখে পড়ল। ধারণা করলাম ওটার সাথে বেঁধে রাখা হয় ইয়ট। আমি বোট নিয়ে খুঁটি লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম, রশি বাঁধলাম খুঁটির সঙ্গে। তারপর হান্টিং নাইফ হাতে নিয়ে নেমে পড়লাম মাটিতে। সাপ-টাপের গা মাড়িয়ে না বসি, সতর্ক চোখ থাকল জমিনে। প্রায় সিকি মাইল হাঁটলাম। কাঠঠোকরা আর ব্লুজে পাখি আমার সাড়া পেয়ে মাথার উপর উড়তে লাগল ছটফটিয়ে। তীব্র গরমে ঘেমে গোসল হয়ে গেছি। সামনে একটা বাঁক, এদিকে আলোটা পর্যাপ্ত মনে হলো, কিনারে ফাঁকা মত একটা জায়গা আছে।

জাঙ্গল ট্রেনিং-এ দক্ষ আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললাম ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে। মরা একটা গাছের প্রকাণ্ড গুঁড়ির আড়ালে এসে বিরতি দিলাম। উঁকি দিলাম।

ফাঁকা জায়গাটিতে সবুজ ক্যানভাসের একটি তাঁবু। এ ধরনের তাঁবুতে আমিও থেকেছি ভিয়েতনামে যুদ্ধের সময়। চারজন মানুষ অনায়াসে এঁটে যাবে। তাঁবুর মুখে পর্দা ফেলা তাঁবুর পাশে একটি বহনযোগ্য বারবিকিউ এবং দু'খানা ক্যানভাসের ফোল্ডিং চেয়ার।

অবাক লাগল আমার। কারও ভালোবাসাবাসির জায়গা এটা হতে পারে না। ন্যান্সি এখানে পরকীয়া করতে আসে, বিশ্বাস করতে চাইল না মন। তাঁবুর ভেতরটা নিশ্চয় চুল্লির মত উত্তপ্ত। এ মুহূর্তে কেউ বোধহয় ভেতরে নেই। তাহলে পর্দা ফেলা থাকত না। তাঁবুটিকে আরও ভালোভাবে দেখার জন্য বড় একটা ফুলের ঝাড়ের পিছনে চলে এলাম।

মশার ঝাঁক বিনন করেই চলেছে। পাখির ডাক ছাড়া জঙ্গল একদম নীরব। হাতের চেটো দিয়ে ঘাম মুছলাম। হোল্ডঅল খুলে থার্মোফ্লাস্ক বের করলাম। এক ঢোক স্কচ গিললাম। সিগারেটের তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু ধোঁয়া আমার এখানে আসার উদ্দেশ্যটাই বানচাল করে দিতে পারে। অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। দীর্ঘ, যন্ত্রণাদায়ক প্রতীক্ষা। পোনে ন'টার দিকে, ঝিঁঝি ধরে গেছে হাতে হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকতে থাকতে, একটা শব্দ ভেসে এল কানে। সাথে সাথে শুয়ে পড়লাম মাটিতে। পুরুষ মানুষ। শিস বাজাচ্ছে। তারপর মরা পাতার খড়খড় আওয়াজ টের পেলাম। অধৈর্য ভঙ্গিতে আঙ্গুরলতা ঠেলে সরিয়ে আসছে কেউ। যেই আসুক সে একা। সাবধানতা অবলম্বনের চেষ্টা নেই তার মধ্যে।

ঝোপের ফাঁক দিয়ে তাকালাম। ফাঁকা জায়গাটার শেষ প্রান্তে জঙ্গল ঠেলে আসছে লোকটা। উচ্চতা মাঝারি, চওড়া কাঁধ, পেশীবহুল শরীর। পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে বয়স। কালো চুল, লম্বা। তাতে কতদিন চিরুনি পড়েনি কে জানে। ঝাঁকড়া দাড়িতে মুখের বেশীরভাগ ঢেকে আছে। হিপ্পিদের মত চেহারা। পরনে ফুলহাতা গাঢ় সবুজ রঙের স্কার্ট, কালো প্যান্ট, পায়ে মেক্সিকান বুট। একহাতে মাছ ধরার বড়শি, অন্যহাতে ছাল ছাড়ানো এক জোড়া ব্ল্যাক ক্রাপি। বারবিকিউতে আগুন ধরাতে ব্যস্ত সে, আমি শুয়ে রইলাম নিশ্চুপ। কঠিন চেহারার এই লোকটাই কী ওয়াল্ডো কারমাইকেল? হতে পরে আবার নাও হতে পরে। ন্যান্সির পেশী বহুল, ষাঁড়ের মত তাজা একরম লোকের প্রেমে পড়া বিচিত্র নয়।

গ্রিলে ঝুলে আছে মাছ, লোকটা তাঁবুর পর্দা ঠেলে ভিতরে গেল। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এল হাতে টিনের প্লেট, ছুরি ও কাঁটা চামচ নিয়ে। খেতে বসল। খাওয়া শেষ করে এঁটোগুলো মাটি চাপা দিল সে। ঠিক

করলাম এবার অ্যাকশনে নামব। নিঃশব্দে, হামাগুড়ি দিয়ে এগোলাম আমি, লম্বা একটা বৃত্ত নিয়ে রাস্তার সামনে চলে এলাম। তারপর ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগোলাম। ইচ্ছে করে শব্দ করছি, মরা পাতা মুড়মুড় করে ভেঙে যাচ্ছে পায়ের নীচে, রাস্তার কিনারে পৌঁছে, এদিক থেকে ফাঁকা জায়গাটার শুরু, শিস দিতে লাগলাম। চাইছি ও আমার উপস্থিতি টের পাক। লোকটার উপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না ভেবেই এমনটি করা।

ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগোতে দেখি হিপ্পি দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর সামনে। হাতে '২২ রাইফেল, আমার দিকে তাক করা।

থেমে দাঁড়ালাম আমি, বন্ধুত্বপূর্ণ একটা হাসি উপহার দিলাম। 'হাই! মাফ করবেন। আমি আপনাকে চমকে দিতে চাইনি। ভেবেছিলাম আমি ছাড়া এ দ্বীপে আর কেউ নেই।'

রাইফেল নামাল সে, এবার আমার পা লক্ষ্য করে। তবে ওকে আড়ষ্ট ও সতর্ক মনে হলো।

'কে আপনি?' তার গলার স্বর নীচু ও কর্কশ।

'বার্ট অ্যান্ডারসন। আপনার রাইফেল দেখে ভয় লাগছে।' আবার হাসলাম আমি। 'ওটা গুলি ছুঁড়বে নাতো?' দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বেড়ালের মত লাগছে হিপ্পিকে।

'যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। এখানে কী করছেন?'

'ব্ল্যাক বিয়ার্ডের গুহা খুঁজছি।' বললাম আমি। 'জানেন ওটা কোথায়?'

'এ দ্বীপে কোনও গুহা নেই। ভাগুন।'

'আপনি ঠিক জানেন? নেপচুন বার এর এক লোক যে বলল এখানে গুহা আছে।'

'আমি আপনাকে কেটে পড়তে বলেছি।'

'আপনি সন্ন্যাসী জাতীয় কিছু?' এখনও হাসি ধরে রেখেছি মুখে, পা বাড়ালাম সামনে।'

উপরের দিকে উঠল রাইফেল।

'ভাগুন! আর বলব না কিন্তু।' পরিষ্কার হুমকি তার কণ্ঠে।

‘ওহ, কামঅন। আপনি অমন করছেন কেন। আপনি...’

গর্জে উঠল বন্দুক বিকট শব্দে। পায়ের কাছে এক খাবলা মাটি শূন্যে ছিটকে উঠল মরা পাতা নিয়ে। এটা একশর্টের বন্দুক। ঝড়ের বেগে ছুটে গেলাম আমি। লোকটা তখন বন্দুকে আরেকটি কার্তুজ ভরতে ব্যস্ত।

হিপ্পির রিফ্লেক্স সাপের মত। জঙ্গল লড়াইতে ট্রেনিং না থাকলে, আমার কুঁচকি লক্ষ্য করে তার ছোঁড়া লাথিতে জন্মের মত পঙ্গু হয়ে যেতাম। লাথি নয় যেন গদার বাড়ি পড়ল আমার উরুতে, ঝাঁকি খেলাম। রাইফেল ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ বেগে মারল ও। চকিতে মুখ সরিয়ে নিলাম। বাতাস কেটে চলে গেল কুঁদো। আমার মারতে যাচ্ছে, সর্বশক্তি দিয়ে ঘুসি বসিয়ে দিলাম পেটে। পাংচার হয়ে যাওয়া টায়ারের মত হুশ্‌শ্‌ করে ফুসফুসের বাতাস বেরিয়ে এল মুখ থেকে, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে, ঘাড়ের পেছনে দড়াম করে পড়ল আমার কারাতে চপ। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল হিপ্পি মাটিতে। অজ্ঞান।

চট করে ঢুকে পড়লাম তাঁবুতে। উঁকি দিলাম। দুটো বিছানা, আলাদা, কলাপসিবল স্ট্যান্ডের উপর একটি বেসিন এবং একটি ফোল্ডিং টেবিল। টেবিলের এক পাশে মেয়েলী কিছু জিনিসপত্র, হেয়ার ব্রাশ, চিরুনি, টুথব্রাশ, সেন্ট স্প্রে এবং ফেস পাউডার। আরেক পাশে হিপ্পির কিছু জিনিস টুথ ব্রাশ, মগ, সিগারেট ও সস্তা একটি লাইটার।

লোকটার কাছে ফিরে এলাম আমি। নড়াচড়া করছে। মাটি থেকে তুলে নিলাম রাইফেল, তাক করে ধরলাম লোকটার উদ্দেশে। আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরল তার। উঠে বসল। তারপর টেনে তুলল নিজেকে। ঘাড়ের পিছনে হাত বোলাতে বোলাতে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে।

‘আমি ঝগড়া বিবাদ চাইনা’, বললাম আমি। কয়েক কদম এগিয়ে গেলাম। স্লেটরঙা চোখে বিপজ্জনক চাউনি।

‘তুমি এখানে কী করছ?’ ঘেউ করে উঠল সে। ‘ব্ল্যাক বিয়ার্ডের গুহার পচা গল্প ছাড়ো। তুমি কী চাও?’

‘তোমার মত শান্তি এবং নির্জনতা খুঁজছি’, হাসলাম আমি। ‘আবহাওয়া

ঠাণ্ডা থাকলে এ দ্বীপে নির্জনবাস খুবই আরামের। তুমি ভালো জায়গাই বেছে নিয়েছ। এখানে কতদিন থাকবে?'

'আমার যত দিন ইচ্ছা।' ঘোঁত ঘোঁত করল সে। 'এখানে তোমার সুবিধে হবে না। অন্য কোনও দ্বীপে যাও।'

মেয়েলী জিনিসগুলো ভাসছে চোখের সামনে। লোকটার সঙ্গে কোনও মেয়ে আছে , নাকি ন্যান্সির জিনিস ওগুলো?

'ঠিক হ্যায়', বললাম আমি। 'সঙ্গী নিয়ে থাকতে পছন্দ করি আমি, কিন্তু তুমি যখন চাইছ না...' শ্রাগ করলাম। 'সে ক্ষেত্রে অন্য কোথাও থাকার জায়গা খুঁজে নেব।' ঝোঁপের দিকে হাঁটা দিলাম যেখানে লুকিয়ে থেকেছিলাম। তুলে নিলাম হোল্ড অল।

'তুমি এখানে এলে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'তুমি যেভাবে এসেছ', হাত নেড়ে বিদায় জানালাম ওকে, পা বাড়ালাম রাস্তায়।

তিন-চার মিনিট হাঁটার পরেই বুঝতে পারলাম লোকটা পিছু নিয়েছে আমার। দেখতে চাইছে সত্যি যাচ্ছি কিনা। বোটে চড়লাম আমি, খুঁটি থেকে খুলে নিলাম রশি, তারপর চালু করে দিলাম আউটবোর্ড ইঞ্জিন, লম্বা, অন্ধকার টানেল ধরে ছুটে চললাম সাগর অভিমুখে। আমি নিশ্চিন্ত লোকটার নজর রয়েছে আমার উপর। তাই মেইনল্যান্ডের দিকে চললাম, দিগন্ত রেখায় দ্বীপগুলো মিলিয়ে গেলে কোর্স বদলে ছুটলাম মেটকম্ব কী'র দিকে। ছোট জেটিতে নোঙর করলাম বোট। ঢুকলাম জেলেদের বারে। সময় কাটানোর জন্য ড্রিংক নিলাম। নিগ্রো বারকীপারকে টাকা দিতে সে আমার জন্য মাছ ধরার বড়শি নিয়ে এল। আমি ফিরে চললাম আমার বোটে। গভীর সাগরে পৌঁছে জাঙ্গল ইউনিফর্ম বদলে ফেললাম। পরে নিলাম শার্ট এবং স্ল্যাকস। ইউনিফর্ম ঢুকিয়ে রাখলাম হোল্ড অলে। চললাম হিপ্পির দ্বীপের দিকে। খাঁড়ি থেকে সিকি মাইল দূরে একটা দ্বীপে চলে এলাম। বোট রাখলাম পানির উপর ঝুঁকে থাকা, ঘন পাতায় ছাওয়া একটা গাছের নীচে। স্যান্ডউইচ খেতে খেতে ভাবতে লাগলাম।

এই হিপ্পি ব্যাটা দ্বীপে লুকিয়ে থেকে করছেটা কী? তাঁবুতে দেখা মেয়েলী জিনিসগুলো কী ন্যান্সির? তাঁবুটার অনেক দাম। হিপ্পিকে দেখে মনে হয়নি একটা ফুটো পয়সাও আছে ওর কাছে। ন্যান্সি কী লোকটাকে নিয়ে খেলছে?

সময় কাটানোর জন্য মাছ ধরতে লাগলাম। কিন্তু মন নেই এদিকে। ভাবছি কিন্তু কোনও উপসংহারে পৌঁছুতে পারছি না।

আমার আরও তথ্য দরকার।

বেলা তিনটার দিকে দূর থেকে ভেসে এল মোটর বোটের আওয়াজ। বড়শি গুটিয়ে ফেললাম, মাথার উপর ঝুলে ডালপালা ধরে আমার বোটটাকে আড়ালে নিয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে হ্যামেলের ইয়ট চোখে পড়ল। ছুটে আসছে দ্রুত গতিতে। খাঁড়ির দিকে এগোচ্ছে। মন্থর হলো গতি, অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপঝাড়ের মধ্যে।

দ্বিধায় ভুগছি আমি। ন্যান্সি যদি জশকে পাহারায় রেখে যায়? আমাকে দেখতে পেলে সাড়ে সর্বনাশ। অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। বসে বসে মশা তাড়াচ্ছি আর দরদর করে ঘামছি। তারপর কানে ভেসে এল ইয়টের মোটর চালু হওয়ার শব্দ। এক মুহূর্ত পর দেখা গেল ওটাকে, ছুটেছে মেইনল্যান্ডের দিকে।

হিপ্পির সঙ্গে আবার কথা বলব ঠিক করেছি। বলব আমার গ্যাস ফুরিয়ে গেছে, ওর কাছ থেকে কিছু গ্যাস নেয়া যাবে কিনা। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, হিপ্পি ন্যান্সির প্রেমিক হোক বা না হোক, ও-ই লোকটাকে এই দ্বীপে এনেছে এবং সম্ভবত তাঁবু খাটানোর জিনিসপত্র কিনে দিয়েছে।

চালিয়ে দিলাম ইঞ্জিন, বোটের মুখ ঘুরিয়ে দিলাম খাঁড়ির দিকে।

খুঁটিতে রশি বেঁধে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে হেলেদুলে এগোলাম। নিজের উপস্থিতি গোপন করার ইচ্ছে নেই। রাস্তা যেদিকে হঠাৎ করে মোড় নিয়েছে, গেছে ফাঁকা জায়গা বরাবর, সেই মোড় ঘুরতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওখানে কেউ নেই। তাঁবু নেই, ফোল্ডিং চেয়ার নেই, নেই বারবিকিউ। হিপ্পি পাখি উড়ে গেছে ন্যান্সি আর জশ জোনসের সঙ্গে। ওদেরকে নিশ্চয় আমার কথা বলেছে হিপ্পি, তারপর তাঁবু গুটিয়ে কেটে পড়তে কতক্ষণ?

তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি, এই হিপ্পি কোনও ঝামেলায় পড়েছে। সে এ দ্বীপে আছে, একথা আমি কাউকে বলে দিতে পারি, সে ভয়ে কেটে পড়েছে।

তাঁবু খাটানোর জায়গাটিতে সমান হয়ে থাকা ঘাসের উপর একটা জিনিস নজর কাড়ল আমার। সেই সস্তা লাইটারটা যেটা ফোল্ডিং টেবিলে দেখেছিলাম। নিকেলের গায়ে আঙুলের ছাপ থাকতে পারে ভেবে রুমালে জড়িয়ে পকেটে রেখে দিলাম ওটা। চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়েও অন্য কিছু চোখে পড়ল না। দ্রুত ফিরে গেলাম বোটে। সাড়ে ছ'টা বাজে। মেটকম্বকীতে যেতে হবে বড়শি ফেরত দিতে। ন'টার আগে অফিসে পৌঁছুতে পারব না। তবে ভাগ্য ভাল থাকলে আমাদের ল্যাব প্রধান হ্যারী মিডোসকে পেয়েও যেতে পারি।

আউটবোর্ড ইঞ্জিন চালিয়ে দিলাম। ছুটে চললাম মেটকম্বকীর উদ্দেশে।

আমি অফিসে ঢুকছি, গ্লেন্ডা বেরুচ্ছে।

'কর্নেল আছেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'পাঁচ মিনিট আগে চলে গেছেন', ঠাণ্ডা চোখে দেখল ও আমাকে। 'কোনও নতুন খবর?'

'নাহ্। সারাটা বিকেল ছায়ার মত লেগেছিলাম মেয়েটার পিছনে'।

বানিয়ে বললাম আমি। 'সন্দেহজনক কিছু পাইনি। শপিং করেছে, চা খেয়েছে বান্ধবীদের সঙ্গে, তারপর বাড়ি ফিরেছে। দূর! এসব কাজ করতে একটুও ভাল্লাগে না।'

'কিন্তু এটাই তোমার চাকরি।' কাঠখোট্টা গলা গ্রেন্ডার, ঘুরে চলে গেল।

আমি করিডরে পা বাড়ালাম, চলে এলাম ল্যাবে। একটা টুলের উপর বসে মাইক্রোস্কোপে চোখ রেখে কী যেন দেখছে হ্যারী মিডোস।

হ্যারী লম্বা, রোগা, বয়স সত্তর পেরিয়েছে। এক সময় প্যারাডাইস পুলিশ ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছে। অবসর নেয়ার সময় পারনেল ওকে আমাদের ছোট তবে দক্ষ ল্যাবে কাজ করার প্রস্তাব দেন। অবসর নেয়ার পরে কী করবে বুঝতে পারছিল না হ্যারী, লাফিয়ে ওঠে প্রস্তাব পেয়ে।

'হাই, হ্যারী।' দরজা বন্ধ করে বললাম আমি, 'এখনও কাজ করছ?'

হ্যারী চোখ তুলে দেখল আমাকে, মাথা ঝাঁকাল।

'বাড়িতে বসে টিভিতে বস্তাপঁচা প্রোগ্রাম দেখার চেয়ে কাজ করা অনেক ভালো। তোমার জন্য কী করতে পারি?'

রুমালে মোড়ানো লাইটারটা বের করলাম পকেট থেকে।

'এর মধ্যে কারও আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায় কিনা একটু দেখতে হবে।'

'কাল সকালে পাবে। ফিঙ্গার প্রিন্ট ওয়াশিংটনে পাঠাবো?'

'অবশ্যই।' দরজার দিকে পা বাড়ালাম আমি।

নিজের ঘরে ঢুকলাম। চিক নেই। বসে বসে ভাবতে লাগলাম। ন্যান্সি হিপ্পিকে নিয়ে কোথায় গেছে? জেটিতে নিশ্চয় যায় নি। হিপ্পিকে ইয়ট থেকে কেউ নামতে দেখলে সেটা জনাকীর্ণ জেটিতে মুখরোচক একটা খবরে পরিণত হবে। ন্যান্সির জায়গায় আমি হলে হিপ্পিকে রাত তিনটার দিকে ইয়ট থেকে বের করে নিয়ে আসতাম। ওই সময় একটা কুকুরও থাকে না জেটিতে। হিপ্পি লোকজনের চোখে পড়ুক, কোনও অবস্থাতেই তা চাইতাম না। জেটিতে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। হাতে প্রচুর সময়। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে '৩৮ পুলিশ স্পেশালটি বের করে নিলাম। গুলি ভরে রেখে

দিলাম হোলস্টারে। তারপর বেরুলাম অফিস থেকে। এলিভেটরে চেপে নেমে এলাম গ্যারেজে।

হাতে আরও তিনঘণ্টা সময়। বার্থার কাছে যাব কিনা ভাবলাম একবার। পরক্ষণে নাকচ করে দিলাম চিন্তাটা। ও ডিনারের আবদার তুলে খসিয়ে দেবে। পকেটে যা টাকা আছে তা ব্যয়বহুল ডিনারের পিছনে শেষ করতে চাই না।

ওয়াটারফ্রন্টে চলে এলাম। গাড়ি পার্ক করে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়ালাম মাছ আর ফলের দোকানে। তারপর এগোলাম ইয়ট বেসিনের দিকে।

ইয়ট বেসিন প্রকাণ্ড। কমপক্ষে ছয়শো দামী ইয়ট নোঙর করা। হ্যামেলের ইয়ট একটা সেইল বোট আর মোটর ইয়টের মাঝখানে স্যান্ডউইচ হয়ে আছে। গ্যাঙ প্ল্যাঙ্ক নামানো, জশ জোনস ক্যানভাসের চেয়ারে বসে বিপজ্জনক চেহারার একটি ছুরি দিয়ে এক টুকরো কাঠ কাটছে। কমপানিয়ন ওয়ের প্রবেশ পথ আড়াল করে রেখেছে তার বিশাল দেহ। আমার সাথে চোখাচুখি হলো একবার। আমি হেঁটে চলে এলাম ওখান থেকে। জশ নিশ্চয় পাহারা দিচ্ছে হিপ্পিকে। হিপ্পি বোধহয় নীচের ডেকে লুকিয়ে আছে। মাঝ রাতের আগে কিছু ঘটবে না। আমি জেটির শেষ মাথায়, আলমেডা বারের উদ্দেশে পা বাড়ালাম। হ্যামেলের প্রাক্তন স্ত্রী গ্লোরিয়া কর্ট ও তার বয়ফ্রেন্ড আলফানসো দিয়াজকে একনজর দেখব।

বুধবার রাত, তাই বারগুলোয় তেমন ভিড় নেই। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে জেলে আর ঘাট শ্রমিকরা এখানে আসে টাকা ওড়াতে।

রাস্তার পাশে একটা নিউজ স্টল। পেপার ব্যাক আর খবরের কাগজ বিক্রি করা হয়। ডিসপ্লেতে রাস হ্যামেলের অনেকগুলো বই সাজানো। সবগুলোতে ন্যাংটো মেয়ের ছবি।

'লাভ ইজ আ লোনলি থিং' নামে একটা বই কিনলাম আমি। প্রচ্ছদের মেয়েটার বুক জোড়া দেখার মত।

আলমেডা বারের প্রবেশ পথে একটি অ্যান্টি ফ্লাই কার্টেন। ওটা ঠেলে সরিয়ে ভিতরে পা রাখলাম আমি। বড়সড় একটি ঘর। আমার বাঁয়ে ঘোড়ার খুর আকৃতির একটি বার, ডায়াসের উপর এক নিগ্রো করুণ সুর তুলেছে পিয়ানোয়, কতগুলো টেবিল ছড়ানো ছিটানো, খাওয়ার জন্য।

বারে জন বারো লোক। তিন মেক্সিকান ওয়েটার, সাদা অ্যাপ্রন গায়ে, ব্যস্ততার ভান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বার কীপার মোটাসোটা এক মেক্সিকান, আমাকে দেখে তেলতেলে হাসি ফোটাল মুখে। টেকো লোকটার ঠোঁটের উপর প্রকাণ্ড গোঁফ। বারের লোকগুলো কঠোর চেহারার জেলে। কেউ আমার দিকে তাকাল না। আমি দূরের একটি টেবিল দখল করলাম, হ্যামেলের বইটা রাখলাম টেবিলের উপর।

এক ওয়েটার এগিয়ে এল আমার দিকে। তাকাল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে।

'কী আছে?' জানতে চাইলাম আমি।

'আমাদের স্পেশাল, সিনর,। আরোজ কন পোল্লো। দারুণ জিনিস।'

'কী ওটা?'

'বাচ্চা মুরগী, রাইস, লাল মরিচ, অ্যাসপ্যারাগাস টিপস। খুবই স্পেশাল।'

'ঠিক আছে। নিয়ে এসো। সেই সাথে স্কচ।'

লক্ষ্য করলাম পেপারব্যাকের মেয়েটার ছবি দেখছে ছেলেটা।

'দারুন জিনিস, না?' বললাম আমি।

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ছোঁড়া, তারপর চলে

গেল। চেয়ারে জুত হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর তুলে নিলাম বইটা। ব্যাক কভারে লেখা *এই বোমার মত উপন্যাসখানা লিখেছেন আমেরিকান ফিকশনের সেনসেশনাল মাস্টার, বইটি শীঘ্রই চলচ্চিত্রায়িত হতে যাচ্ছে, বিক্রি হয়েছে পঞ্চাশ লাখ কপিরও বেশি।*

মোটকু বারকীপার এসে স্কচ নামিয়ে রাখল টেবিলে। হলুদ দাঁত বের করে বন্ধু সুলভ হাসি উপহার দিয়ে ফিরে গেল বার-এ।

দশ মিনিট পর খাবার এল। খিদে পেয়েছিল বেশ। মুরগিটা রান্নাও হয়েছে ভালো। তবে প্রচুর ঝাল। নাক মুখ দিয়ে যেন ধোঁয়া বেরুতে লাগল। ঝালে 'উস আস' করছি এমন সময় এক মহিলা এসে দাঁড়াল আমার পাশে।

ঘন চুল, গাজর রঙা। কামনার ছুরি খঁচ করে বুকে বেঁধে এমন ফিগার, পরনে চামড়ার সাথে লেগে থাকা সাদা ট্রাউজার আর সবুজ হল্টার, উন্নত বক্ষ জোড়া বাধা মানতে চাইছে না। ধবধবে সাদা দাঁতে হাসল সে আমার দিকে তাকিয়ে।

'উপভোগ করছেন তো?' জিজ্ঞেস করল যুবতী। ধারণা করলাম এ-ই গ্লোরিয়া কর্ট।

আমি আমার সেক্সি হাসি উপহার দিলাম।

'আপনার উপস্থিতির কারণে খাবারটা এখন আরও বেশি উপভোগ্য মনে হচ্ছে।'

হেসে উঠল সে।

'একা? তাহলে আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করতে পারেন।'

ইঙ্গিত করতেই এক ওয়েটার ছুটে এল ফাঁদ থেকে ছাড়া পাওয়া গ্রে হাউন্ডের মত।

'স্কচ।' বলল রমণী। বসল আমার সামনের চেয়ারে। 'আপনাকে নতুন দেখছি। মানুষের মুখ চিনে রাখতে আমার জুড়ি নেই।' যুবতীর বুকের দিকে লোভাতুর চোখে তাকালাম।

'আপনাকে আগে দেখলে মনে থাকত আমার।'

আবার হেসে উঠল সে। 'আপনি আমার প্রাক্তন হাসবেন্ডের বই পড়ছেন লক্ষ্য করেছি।'

চেহারায় নিখাদ বিস্ময় ফুটিয়ে তুললাম আমি। 'রাস হ্যামেল আপনার এক্স হাজবেন্ড?'

'গত বছর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমাদের।'

'আচ্ছা?' প্লেট ঠেলে সরিয়ে রাখলাম একপাশে। 'একজন বেস্ট সেলার লেখকের স্ত্রী হিসেবে কেমন ছিল আপনাদের বিবাহিত জীবন?'

গম্ভীর দেখাল মহিলার চেহারা। 'অন্য লেখকদের কথা জানি না, তবে রাস একটা যন্ত্রণাদায়ক মানুষ। ওর বইতে সেক্স ছাড়া কিছু নেই। এই বইটা পড়েছেন?'

'মাত্র কিনেছি। ওনার কোনও বই এখনও পড়িনি। শুনেছি এ শহরেই থাকেন। ওনার সঙ্গে একবার দেখা করব ভাবছি।'

'আপনি হয়তো ভাবছেন যে এমন জিনিস লিখতে পারে সে বিছানায় না জানি কত খেলুড়ে, তাই না?' আমার দিকে ঝুঁকে এল সে, মাথাটা একদিকে কাত করা।

'আমাকে বোধহয় জাদু করেছিল লোকটা। কিন্তু মেয়ে মানুষকে তৃপ্তি দেয়ার ক্ষমতা ওর নেই।'

'এমন হয়,' বললাম আমি। 'অনেকেই মেয়েদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।'

'ঠিক বলেছেন।'

ওয়েটার এসে টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। কফি আনতে বললাম।

'উনি আবার বিয়ে করেছেন, না?'

'হুঁ। দেখেছি মেয়েটাকে, সুন্দরী। তবে কোনও কোনও সুন্দরীর নির্জীব স্বামী হলেও চলে যায়। কিন্তু আমার চলে না।' যৌনাবেদনময় হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

কফি নিয়ে এল ওয়েটার।

'এখানে আপনার ভালো লাগে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'আপনি বোধহয় স্টেজে শো-টো করেন, না?'

'শুধু শনিবার। ওই সময় ব্যস্ত থাকি আমরা।' চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো সে। 'দেখা হবে।' হাসি মুখে একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ওখানে

তিনজন ট্যুরিস্ট বসে। তারাও আলমেডা বার-এর স্পেশাল চিকেন খাচ্ছে। তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে, ঘরের শেষ প্রান্তে, একটা পর্দার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল মহিলা।

সিগারেট ধরিয়ে কফির কাপে চুমুক দিতে লাগলাম। ছোট্ট একটা তথ্য পেয়েছি রাস হ্যামেল পুরুষত্বহীন। ন্যান্সির চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে। হ্যামেল ওকে তৃপ্তি দিতে অক্ষম, হিপ্পি হয়তো সেই অভাবটা পুরণ করছে।

হ্যামেলের বই পড়তে লাগলাম। শুরুতেই নারী-পুরুষের রমন কাহিনী। হ্যামেল বাস্তবে ইমপোটেন্ট হলেও যৌন মিলনের বর্ণনা দিয়েছেন এমনভাবে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সব। শরীর গরম হয়ে উঠল আমার।

কয়েক অধ্যায় পড়ার পর বিল নিয়ে এল ওয়েটার। বিল শোধ করলাম আমি, বকশিস দিয়ে বেরিয়ে এলাম অন্ধকারে। হাতে এখনও অঢেল সময়। হ্যামেলের নায়িকার প্রতি কোনও আগ্রহ বোধ করছি না। একে বাস্তবে পেলে কাজ হতো, কিন্তু কাগজে বড্ড দূরের বাসিন্দা। একটা আবর্জনার ক্যানে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বইটা। জেটি ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম হ্যামেলের ইয়টের সামনে। এখনও আগের জায়গায় বসে আছে জশ জোনস। ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে হাঁটার গতি অব্যাহত রাখলাম। ট্যুরিস্টরা ফিরে গেছে হোটেলে, জেলেরা দল বেঁধে আড্ডা দিচ্ছে। আল বার্নিকে সেই খুঁটির উপর বসে থাকতে দেখলাম। তবে ওর চোখে পড়তে চাই না। একটা জায়গা খুঁজছি যেখান থেকে হ্যামেলের ইয়টের উপর নিরাপদে নজর রাখা যাবে। মাঝ রাতের এখনও ঘণ্টা দুই বাকি। জড়সড় চাঁদ উঠেছে আকাশে, আলো পড়ে চিক চিক করছে সাগর, গাছ ছায়া ফেলেছে জেটিতে। ছোট একটা কাফে-বার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আজ রাতের মত। ক্লান্ত চেহারার এক ওয়েটার শাটার টেনে নামাল। তারপর ভিতরে গেল দরজা বন্ধ করতে। কাফের দেয়াল ঘেঁষে একটা কাঠের বেঞ্চ। আমি ওখানে গিয়ে বসলাম। মাথার উপর জীর্ণ একটা সামিয়ানা। এখান থেকে শ গজ দূরের হ্যামেলের ইয়টের উপর নজর রাখা যাবে, তবে অন্ধকারের কারণে জশ জোনস দেখতে পাবে না আমাকে।

অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। জীবন তো অপেক্ষার প্রহর দিয়েই গড়া। আর আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষার প্রহর কাটিয়ে দিতে পারি বিরক্ত না হয়েই। দেখলাম জেলেদের আড্ডা ভেঙেছে। কাল ভোরে আবার সাগরে আসবে। এখন বাড়ি ফিরছে।

রাত এগারটার দিকে বার্নি খালি বিয়ারের ক্যানটা ছুঁড়ে ফেলল জেটিতে, টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, হারিয়ে গেল আঁধারে। জেটি এখন প্রায় জনশূন্য।

শুধু ক'জন নাইট গার্ড কয়েকটা বিলাসবহুল ইয়ট পাহারা দিচ্ছে। দল বেঁধে আছে তারা। একটা পুলিশ চলে গেল। দুটো চিকনা বিড়াল হাজির হলো কোত্থেকে। একটা আমার ট্রাউজার শুঁকতে লাগল। দিলাম কষে লাথি। ম্যাও করে ছুটে পালাল ওটা।

হ্যামেলের ইয়টের দিকে নজর ফেরালাম। জশ জোনস চেয়ারে নেই! সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

কয়েক মিনিট পরে তিনটি ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটল ডেকে। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ক্যাঁচ কোঁচ শব্দে আপত্তি জানাল ওরা হেঁটে আসতে। জাহাজ ঘাটায় উঠে এল ওরা। থেমে দাঁড়াল। তাকাল নাইট গার্ডদের দিকে। তিন ছায়ামূর্তির দিকে পিছন ফিরে গল্পে মশগুল তারা। ছায়ামূর্তিগুলো এবার হাঁটা দিল।

ছায়ায় আড়াল নিয়ে ওদের পিছন পিছন চললাম আমি। মাথার উপর জ্বলতে থাকা একটা আলোর নীচে ওরা আসতে দেখতে পেলাম সবচেয়ে লম্বা জনডশে জোনস। কালো চুলের মাঝারী উচ্চতার লোকটা নিশ্চয়ই আমার হিপ্পি। তৃতীয় জন মহিলা। মাথায় স্কার্ফ জড়ানো। সম্ভবত: হিপ্পির দ্বীপ-সঙ্গিনী।

বেশীদূর গেল না ওরা। আর একটা গলিতে মোড় নিল। আমি ছায়ার মত লেগে থাকলাম। জশ জোনস তার সঙ্গীদের ইশারা করে একটা খিলান ঢাকা রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাবধানে একটা খিলানের আড়াল দিয়ে উঁকি মারলাম আমি। একটা দরজা খুলল জশ, ভিতরে ঢুকে গেল সঙ্গীদেরকে নিয়ে। আল বার্নি বলেছিল জেটিতে জশ জোনসের একটা ঘর আছে। এটাই নিশ্চয় সেই বাড়ি।

ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি।

তিন তলার জানালায় জ্বলে উঠল একটি আলো। জানালার কাছে এল জোনস, উঁকি দিয়ে দেখল, তারপর চলে গেল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক ঘণ্টা পর নিভে গেল আলো।

আমি তখনও আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

কিছুই ঘটল না। ভোর হয়ে আসছে, ফিকে হয়ে আসছে ছায়া। অগত্যা বাড়ির পথ ধরলাম আমি।

তিন

বছর পনের আগে পেট লিউনস্কি ছিল ওয়াটার ফ্রন্টের সবচেয়ে চৌকস পুলিশ। বখাটে তরুণ, স্মাগলার, ছিঁচকে মাস্তান সবাই ওকে সমঝে চলত।

একদিন পেট তার প্রিয়তমা স্ত্রী ক্যারিকে একটি ডিশওয়াশার কিনে দেয়। ক্যারি রাঁধুনী ভালো, তবে বাসন-কোসন পরিষ্কার করতে তার বেজায় আপত্তি। এজন্য তার বিয়াল্লিশতম জন্মদিনে পেট ডিশওয়াশারটি উপহার দিয়েছিল। জেটির সবাইকে হাসিখুশি ক্যারি বলে বেড়াত এমন চমৎকার উপহার সে জীবনেও পায়নি। তাকে জেটির সবাই খুব পছন্দ করত।

তিন বছর পরে, পেট ডিউটি থেকে ফিরে এসে দেখে তার স্ত্রী যন্ত্রটির পাশে পড়ে আছে। মৃত। সম্ভবত: মেশিনে কোনও গণ্ডগোলের কারণে বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা যায় ক্যারি। স্ত্রীর মৃত্যু ভয়ানক শোকাহত করে তোলে পেটকে। যে জীবনে ডিউটির সময় মদ ছোঁয়নি, তাকে দেখা গেল আকণ্ঠ মদে ডুবে থাকতে। একদিন জেটির বারে দুই তরুণ ডাকাতির চেষ্টা করলে মাতাল পেট তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে। স্বাভাবিক চেতনা ফিরে আসার পরে কৃতকর্মের জন্য কান্নায় ভেঙে পড়ে পেট। তবে চিফ অব পুলিশ টেরেসের পেটকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা ছাড়া উপায় ছিল না। নগরীর অ্যাডমিনিস্ট্রেশেন অফিসার পেটকে পেনশন দেননি। কিছুদিন জমানো টাকায় চলার পরে, শেষ কপর্দকটি খরচ হয়ে গেলে পেট জেটির আরও দশটা ভবঘুরে মানুষের মত জীবন যাপন শুরু করে দেয়। এখানে সেখানে ছোটখাট চাকরি করে কোনমতে চলছে পেট।

আলবার্নির ঘনিষ্ঠ বন্ধু পেট। তবে সাদা চুলের, লাল চোখের বুড়ো লোকটির খবরাখবর রাখতাম আমি। ওয়াটারফ্রন্টে একটি ব্যর্থ রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে জেটিতে চলে এলাম ওর খোঁজে। আলবার্নি এত ভোরে ওঠে না। ট্যুরিস্টরা জেটিতে আসার সময় তার চেহারা দেখা যায়। পেটকে খুঁজে পেলাম জেটিতেই, একটা উলটানো বাসের উপর বসে মাছ ধরার জাল বুনছে।

'হাই, পেট,' বললাম আমি।

মুখ তুলে চাইল বৃদ্ধ, হাসল আমাকে দেখে। রোদে পোড়া তামাটে মুখ, নীল চোখ জোড়া ছলছলে।

'হাই, বার্ট,' বলল সে, 'এত সকালে তুমি এদিকে?'

'ডিউটিতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে এককাপ কফি খাওয়ার সময় হবে তোমার?'

যত্নের সাথে জাল গুছিয়ে রাখল পেট, সিধে হলো।

'অবশ্যই। আমার কোনও তাড়া নেই। কফি? খুব চলবে।'

নেপচুন বার-এর দিকে পা বাড়ালাম। টেনে টেনে হাঁটছে পেট। অসুস্থ হাতির মত মন্থর গতি।

আমাকে আর পেটকে একটা টেবিল দখল করতে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্যামের চেহারা।

'মর্নিং, মিঃ অ্যান্ডারসন,' নোংরা একটা ত্যানা দিয়ে টেবিল মুছতে মুছতে বলল স্যাম, 'কী খাবেন?'

'দু'কাপ কফি, এক বোতল স্কচ, একটা গ্লাস ও পানি', বললাম আমি।

'এখুনি আনছি, মি. অ্যান্ডারসন', এক ছুটে চলে গেল স্যাম।

'পেট, তোমার জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করেছি', গলার স্বর নামালাম আমি। 'কুড়ি ডলার পাবে।'

'কী কাজ, বার্ট?' চকচক করে উঠল বুড়োর চোখ।

স্যাম কফির জগ, স্কচ, মগ ও গ্লাস নামিয়ে রাখল টেবিলে। ও চলে যাওয়ার পর বললাম, 'আগে খেয়ে নাও। তারপর বলছি।'

পেট কাঁপা হাতে স্কচ ঢালল গ্লাসে। ওকে পুরোটা তরল গলাধঃকরণ

করার সময় দিলাম আমি। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'জশ জোনস সম্পর্কে কিছু জানো?'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছল পেট, লম্বা, ধীর একটা শ্বাস ফেলল। 'জশ জোনস? জেটির এমন কেউ নেই যাকে আমি চিনি না। ওই লোকটা ভালো না। বড়লোক লেখক মিঃ হ্যামেলের সঙ্গে কাজ করে। ও ওর মাকেও বেচে...।'

'জানি সে কথা,' বাধা দিলাম আমি। 'বার্টি বলেছে। আমি এই জোনস সম্পর্কে তথ্য চাই। ও কী করছে জানতে চাই। ওর ঘরে দু'জন লোক আছে। আমি জানতে চাই ওরা কখন কোথায় যায়। একজন মহিলা, অপরজন পুরুষ। কাজটা করতে পারবে?'

স্কচের বোতল থেকে এবার সরাসরি গলায় মদ ঢালল পেট। তারপর কফির কাপে হাত বাড়াল। কফি শেষ করে বলল, 'কোনও সমস্যা নেই, বার্ট। আমার পরিচিত কয়েকটা ছোড়া আছে। ওরা জোনস এবং তার সঙ্গীদের পিছনে আঠা হয়ে লেগে থাকবে।

'তাহলে কাজ শুরু করে দাও।' কফির কাপে চুমুক দিলাম আমি। 'তবে ওরা যেন কোনভাবেই ব্যাপারটা টের না পায়। লোকটা মাঝারী উচ্চতার, কালো চুল, কালো দাড়ি। মহিলার চেহারা দেখতে পাইনি। তবে দু'জনে এক সঙ্গে থাকে।'

'এ কাজের জন্য মাত্র কুড়ি ডলার?'

বারে তাকালাম। স্যাম আমাদের দিকে পিছন ফেরা। একটা কুড়ি ডলারের নোট গুঁজে দিলাম পেটের হাতে।

'আরও পাবে', বিজনেস কার্ড বের করলাম। 'মহিলা এবং পুরুষটি কোথাও গেলে সাথে সাথে আমাকে জানাবে, ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল পেট। পেটে মাল গেছে ওর। ও এখন পুরোদস্তুর পুলিশ।

'আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারো, বার্ট।'

'স্কচের বোতলটি নিয়ে যাও।' বললাম আমি।

কালো, পোকায় ধরা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল খুশিতে। 'ওকে, বার্ট। নো প্রবলেম।'

ওকে ছেড়ে দিলাম, স্কচ আর কফির দাম চুকিয়ে বেরিয়ে এলাম উজ্জ্বল সূর্যের নীচে। পা বাড়ালাম পার্ক করে রাখা মেজারের দিকে। চলে এলাম প্যারাডাইস লাগোতে। বব ডিলানের ক্যাসেট চালিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম ন্যান্সি হ্যামেলের জন্য।

অফিসে ফিরে দেখি চিক বার্লি স্কচ ধ্বংস করছে আর বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। বার্থার ধার দেয়া টাকা দিয়ে কাটি সার্কের একটা বোতল কিনে এনেছি। ওটার ছিপি খুলছি, চিক জিজ্ঞেস করল, 'কার ঘাড় ভাঙলে?'

ডেস্কে বসে গলায় খানিকটা মদ ঢাললাম। ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম দাঁত বের করে। 'আমার এক বন্ধুর। তোমার কী খবর?'

বিস্ফোরিত হলো চিক। 'দূর দূর এটা কোনও কাজ হলো! মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে রাবিশ চাকরিটা ছেড়ে দিই। প্যারাডাইস সেলফ-সার্ভিসের স্টোরে ঝামেলা। ওদের এক কর্মচারী মাল চুরি করেছে। স্টোরে ঢুকে লোকটাকে কষে ধমক লাগাতেই স্বীকার করে বসল সব। বোঝো, কাজের ঢং। আর তুমি?'

'নাথিং। টাকা আর সময়ের শ্রাদ্ধ হচ্ছে।'

'ন্যান্সির পিছু নিয়ে ক্লাবে গেছি আমি, [illegible] হিগবির সাথে টেনিস খেলেছে সে, লাঞ্চ করেছে চিংড়ি সালাদ দিয়ে, তারপর গেছে জেটিতে। তবে আজ ইয়টে ওঠেনি। হাঁটাহাঁটি করে সময় কাটিয়েছে। তারপর কিছু ঝিনুক আর গলদা চিংড়ি কিনে বাড়ির পথ ধরেছে। দেখলে মনে হবে একাকী এক মহিলা, যার করার মত কোনও কাজ নেই। কিন্তু আসল ব্যাপারটা আমি জানি, জোনসের বাসায় আজ যায়নি ন্যান্সি। জেটি কিংবা ইয়ট কোথাও জোনসের টিকিটিও দেখিনি।'

একটু পর বেরিয়ে গেল চিক। আমি বার্থার কাছে যাব ঠিক করলাম।

এখনও শখানেক ডলার আছে ওয়ালেটে। ফোনের দিকে হাত বাড়িয়েছি, ঝনঝন শব্দে বেজে উঠে চমকে দিল আমাকে।

'বার্ট অ্যান্ডারসন বলছি পারনেল এজেন্সি থেকে,' বললাম আমি।

'লু কোল্ডওয়েল। তোমার সঙ্গে দেখা করা দরকার। খুবই আর্জেন্ট। আমি তোমার অফিসে যাব নাকি তুমি আমার এখানে আসবে?'

ভিতরে ভিতরে সতর্ক হয়ে উঠলাম। লু কোল্ডওয়েল এফ বি আই'র ফিল্ড এজেন্ট। শহরে একটা অফিস আছে ওর, কিন্তু সেখানে খুব কমই দেখা যায় ওকে। প্যারাডাইস সিটি নিয়ে এফ বি আই'র আগ্রহ কম। লু'র মূল কাজের জায়গা মিয়ামি।

'আমার ডেট আছে, লু,' বললাম আমি। 'কাল সকালে?'

'উপায় নেই। বললামই তো খুব জরুরী।'

'ব্যাপারটা কী?'

'তোমার লাইটারের আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে। যেটা হ্যারী মিডোস ওয়াশিংটন পাঠিয়েছে। ওখানে তো রীতিমত তুলকালাম শুরু হয়ে গেছে। তুমি আসছ নাকি আমি যাব?'

সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্তও দেরী করলাম না। লু এলে ওকে দেখে ফেলবে গ্লেন্ডা। জানতে চাইবে এফ বি আই'র লোক এখানে কেন।

'আমার জন্যে অপেক্ষা করো, লু। দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।' ছেড়ে দিলাম ফোন।

এবার নিজেকে বললাম আমি, খেলতে হবে খুব সাবধানে। আমার হিপ্পির পরিচয় জানা গেছে। ওয়াশিংটনে তুলকালাম পড়ে যাওয়া মানে বিরাট ব্যাপার। কানের কাছে আবার বাজল বার্থার কথাগুলো, *মাথা পাগলা বড়লোকদের জন্য কাজ করলে ওদেরকে ছিবড়ে নিয়ে টাকা বানাতাম।*

লু কোল্ডওয়েল তার ছোট অফিস ঘরে অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। ও লম্বা, বয়স চল্লিশের কোঠায়, ধূসর চুল, শক্ত চোয়াল। একসময় ওর সঙ্গে গলফ খেলতাম। আমি নিজের কাজের সুবিধার্থে পুলিশ ও এফ বি আই'র সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলি।

হ্যান্ডশেক করতে করতে বললাম, 'তুমি আমার একটা ডেট ভন্ডুল করেছ, লু। তবে বিনোদনের চেয়ে কাজ বেশি।' আমাকে চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করে ডেস্কের পিছনে বসল ও।

'এই সিগারেট লাইটার... কোথায় পেয়েছ এটা? আঙ্গুলের ছাপ নিতে বলেছ কেন?' ডেস্কের উপর কনুইয়ে ভর দিয়ে হাতের চেটোতে থুতনি চেপে আছে লু। ওর আচরণ এখন বন্ধুসুলভ নয়।

এখানে আসার আগে ঠিক করে ফেলেছি আমার গল্প। ওকে অবশ্যই পাইরেটস আইল্যান্ড কিংবা ন্যান্সির ব্যাপারে বলা যাবে না।

'এর মধ্যে জরুরী বিষয়টা কী?'

'কাম অন, বার্ট!' ধমকে উঠল লু। কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারলাম ও সিরিয়াস মূডে আছে। 'লাইটারটা কোথায় পেয়েছ?'

'কয়েকদিন আগে। রাতে জেটির ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম...'

'কেন?'

'জেরা করছ মনে হচ্ছে?'

'রাতে জেটির ধারে কী করছিলে?'

'কাজ শেষ করে ওখানে ঘুরতে গেছিলাম আমি। জেটির লোকজনকে চিনি।'

'কী ধরনের কাজ?'

'চাকরি। বিস্তারিত জানতে চাইলে কর্নেলকে জিজ্ঞেস কোরো। সে তোমাকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দেবে।'

'ব্যাপারটা সিরিয়াস, বার্ট,' গলার স্বর নরম করল লু। 'তো তুমি জেটিতে ঘুরতে গিয়েছিলে... কয়টার সময়?'

'দশটার দিকে। আল বার্নির সঙ্গে ঘুরছিলাম। ওকে বিয়ার কিনে দিই। তারপর কমার্শিয়াল হারবারের দিকে এগোই। জাহাজ দেখলাম কিছুক্ষণ,

আরেকটা বিয়ারের তেষ্টা পেয়ে গেল। বার এর দিকে পা বাড়াব, এমন সময় অন্ধকার ফুঁড়ে বেরুল লোকটা। আমি সিগারেট ধরানোর জন্য লাইটার চাইলাম তার কাছে। সে সিগারেট ধরিয়ে দিল তোমার এই লাইটার দিয়ে।'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও!' বলে একটা প্যাড টেনে নিল লু। হাতে পেন্সিল নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ওই লোক দেখতে কেমন?'

'উচ্চতা মাঝারী, শক্তপোক্ত গড়ন, মুখ ভর্তি দাড়ি, কালো, ঘন লম্বা চুল। পরনে ছিল জিন্স আর টী শার্ট।'

বর্ণনা লিখে নিল ও। তারপর ড্রয়ার খুলে একটা ফোল্ডার বের করল। ভিতর থেকে একটা ছবি বের করে ঠেলে দিল আমার দিকে।

'এই লোকটাই কী?'

ছবির উপর চোখ বুলালাম। পঁচিশ বছরের ক্লিন-শেভড এক যুবক, ছোট করে ছাঁটা ঘন কালো চুল, রোগা চেহারা, ছোট ছোট ভয়ংকর একজোড়া চোখ। চোখ দেখেই চিনে ফেললাম। এই আমার হিপ্পি।

'হতে পারে,' চেহারায় অনিশ্চিতভাবে ফুটিয়ে বললাম, 'অল্প আলো ছিল, লোকটার কালো দাড়ি, লম্বা চুল তবে... আমি নিশ্চিত নই এই সে কীনা।'

লু ছবিটি নিয়ে ফাউন্টেন পেন দিয়ে দাড়ি একে দিল গালে, লম্বা করল চুল। তারপর ছবিটি ঠেলে দিল আমার দিকে।

কোনও সন্দেহ নেই এ-ই আমার হিপ্পি।

'এখনও নিশ্চিত নই, তবে মনে হচ্ছে এই সেই লোক।'

জোরে শ্বাস টানল কোল্ডওয়েল। 'চালিয়ে যাও।'

'আমি ভাবছিলাম লোকটা কে', বলে চললাম আমি। 'জেটির সবাই আমার চেনা। কিন্তু এ লোককে আগে কখনও দেখিনি। লোকটাকে অস্থির লাগছিল, বারবার চারপাশে তাকাচ্ছিল যেন ওর উপর কেউ নজর রাখছে। বাহামায় কোনও বোট যাচ্ছে কিনা জানতে চাইল। বললাম জানি না। আলবার্নি বলতে পারবে। ওকে নেপচুন শুঁড়িখানায় পাওয়া যাবে। তবে ওকে বিয়ার না খাওয়ালে মুখ খুলবে না। বিড়বিড় করে কী যেন বলল সে। পা

বাড়াল শুঁড়িখানার দিকে। তারপর থেমে দাঁড়াল, যেন বদলে ফেলেছে সিদ্ধান্ত। এরপর আর তাকে দেখিনি আমি। তবে ও যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে পড়ে ছিল লাইটারটা। ফুটো পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল হয়তো। আমার সন্দেহপ্রবণ মন বলছিল লোকটা সুবিধের নয়। তাই লাইটারটা হ্যারীকে দিই আমি। বলি ফিঙ্গারপ্রিন্ট চেক করতে। বাকিটা তুমি জানো।'

মাথা দোলাল লু। 'লোকটা একা ছিল?'

'আমি তো একাই দেখেছি। ওর সঙ্গে কারও থাকার কথা ছিল?'

'বউ সঙ্গে থাকার কথা। বার্ট, আমার জরুরী একটা কাজ আছে। তারপর জেটিতে যাব আমি।'

'আমার সঙ্গে যেতে পারো। আমার গাড়ি বাইরে। লোকটা বোটে চড়ে কেটে না পড়লে কাছেপিঠে থাকতে পারে। দেখলে হয়তো চিনতে পারব।' মাথা দোলাল লু। ডায়াল করতে লাগল।

'আমি গাড়িতে আছি।' বলে চলে এলাম।

মেজারে উঠে পড়লাম। দ্রুত চলছে মস্তিষ্ক। *বউ সঙ্গে থাকার কথা।* তাঁবুতে দুটো বিছানা আর মেয়েলি জিনিস-পত্রের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না?

পাঁচ মিনিট পর এল লু। জেটির দিকে চললাম আমি।

'এ লোকটা কে লু? একে নিয়ে এত উত্তেজনার কারণ কী?' জানতে চাইলাম আমি।

'এর নাম আলডো পোফেরি; এক ইটালিয়ান টেররিস্ট। তার বিরুদ্ধে তিন খুন ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুই খুনের অভিযোগে পুলিশ খুঁজছে ওদেরকে। ইটালিয়ান পুলিশ বলছে রেড ব্রিগেডের সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক ওরা।'

'এ লোক এখানে কী করছে?'

'ইটালি তার জন্য খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এখানে এসেছে পার্টির জন্য চাঁদা তুলতে। পোফেরি আর তার স্ত্রী মিলে তিনটি ব্যাংক ডাকাতি করেছে মিলানে। পুলিশ ওর ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছে। তাদের ধারণা মাস খানেক আগে নিউইয়র্ক পৌঁচেছে পোফেরি। আমরা খোঁজাখুঁজি

করেছি, পাইনি কিছুই। তোমার ফিঙ্গার প্রিন্ট আমাদের জন্য প্রথম আশার আলো।'

জেটির সামনে দাঁড় করালাম গাড়ি। নেমে পড়লাম। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল ডিটেকটিভ টম লেপস্কি ও ডিটেকটিভ ম্যাক্স জ্যাকবি। কোল্ডওয়েল ওদেরকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল কীভাবে পোফেরির সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা হয়ে যায় আমার এবং লাইটারে আঙুলের ছাপ পরীক্ষার কথা মাথায় আসে।

'ভালো কাজ দেখিয়েছ, বার্ট,' মুচকি হাসল লেপস্কি। ওর মত চতুর গোয়েন্দা ডিটেকটিভ ফোর্সে দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি।

লু ওকে আর জ্যাকবিকে পোফেরির ছবি দেখাল। দাড়িঅলা, লম্বা চুলের ছবি।

'বার্ট একে দেখেছে, কথাও বলেছে। তোমার সঙ্গে ও কাজ করুক, টম, কী বলো? আমি আর ম্যাক্স একসঙ্গে থাকি। লোকটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কাজেই সাবধান।'

'হুঁ', লেপস্কি তাকাল আমার দিকে। 'অস্ত্র আছে?'

'সব সময়ই থাকে।'

'গোলাগুলি হলে আমাকে কাভার দিও', বলল লেপস্কি। 'চলো যাই।'

কোল্ডওয়েল আর ম্যাক্স ইয়ট বেসিনের উপর নজর রাখবে, লেপস্কি আমাকে নিয়ে কমার্শিয়াল হারবারের দিকে এগোল।

'আল বার্নির সঙ্গে কথা বলব,' বলল লেপস্কি। 'বুড়ো এখানকার এমন কিছু নেই যা জানে না।'

আল বার্নিকে দেখলাম একটা খুঁটির উপর বসে আছে, হাতে বিয়ারের খালি ক্যান। অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে লেপস্কিকে দেখল সে।

'হাই, আল', বার্নির সামনে এসে বলল লেপস্কি।

'ইভনিং, মিঃ লেপস্কি', বার্নির ছোট চোখজোড়া আমার দিকে ঘুরল, তারপর ফিরল লেপস্কির দিকে।

'আমরা এক লোককে খুঁজছি,' পোফেরির বর্ণনা দিল লেপস্কি।

'দেখেছ একে?'

ভুল পথে এগোচ্ছে লেপস্কি। বার্নির কাছ থেকে তথ্য পেতে হলে আগে ওকে নিয়ে নেপচুন শুঁড়িখানায় ঢুকতে হবে এবং কিনে দিতে হবে বিয়ার।

বার্নি খালি বিয়ারের ক্যানটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জেটিতে। কিন্তু ইঙ্গিতটা ধরতে পারল না লেপস্কি।

'কাউকে দেখেছ আশপাশে?' পুলিশি গলায় পুনরাবৃত্তি করল সে।

'দেখেছি বলে মনে পড়ছে না', উদাস কণ্ঠ বার্নির। 'এখানকার পাঙ্কগুলোর সবার চেহারা একই রকম।'

'তবে এই পাঙ্কটা খুনী', খ্যাঁক করে উঠল লেপস্কি।

ভুরু কপালে তুলল বার্নি। 'তাই নাকি?' নেমে পড়ল খুঁটি থেকে। 'আমার তেষ্টা পেয়েছে।'

'কখন তোমার তেষ্টা পায় না, বুড়ো?' ঘোত ঘোঁত করে উঠল লেপস্কি। 'ওকে দেখেছ নাকি দেখনি?'

'মনে পড়ছে না, মি. লেপস্কি', দৃঢ় গলায় বলল বার্নি, পা বাড়াল নেপচুনের দিকে।

লেপস্কি জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

ইয়ট বেসিনের দিকে চেয়ে আছি আমি। দেখতে পাচ্ছি লু আর জ্যাকবি কথা বলছে জেলেদের সঙ্গে। জশ জোনসকেও দেখা যাচ্ছে, বসে রয়েছে হ্যামেলের ইয়টের ডেকে। বার্নি চলে যাওয়ার পর চট করে সিধে হলো জোনস, এক লাফে নেমে পড়ল ইয়ট থেকে, দ্রুত মিশে গেল জনতার ভিড়ে।

'পেট লিউনস্কির সঙ্গে কথা বলব', বলল লেপস্কি। 'পোফেরিকে ও দেখতে না পেলে আর কারও দেখার সম্ভাবনা নেই।

পেট লিউনস্কি!

আমার হার্টের একটা বিট লাফিয়ে উঠল। ও মাতাল হলেও জানি মনে

প্রাণে এখনও পুলিশই রয়ে গেছে। প্যারাডাইস সিটি পুলিশের কাজে লাগে এমন কোনও তথ্য তার জানা থাকলে অবশ্যই সে বলে দেবে। আমি যে জশ জোনস আর তার দুই সঙ্গীর খোঁজ করছি, কথা বলার ঝোঁকে তাও ফাঁস করে দিতে পারে। তাহলে ফেঁসে যাব আমি। পেটকে হিপ্পির বর্ণনা দিয়েছি। আর আমার হিপ্পি অবশ্যই আলডো পোফেরি, তখন লেপস্কি আমার বিরুদ্ধে তথ্য গোপন করার অভিযোগ আনবে।

'পেট একটা মাতাল, টম,' বললাম আমি। 'ওর সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করার মানে হয় না।'

'হোক মাতাল, তবে সে একজন প্রাক্তন-পুলিশ। ওটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট।'

এডি নামে জেটির এক বুড়োর কাছ থেকে পেট লিউনস্কির ঠিকানা জোগাড় করল লেপস্কি। শুনল পেট নিয়মিত জেটিতে এলেও আজ আসেনি। আমাকে নিয়ে পেটের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল পেলস্কি।

ক্রাব ইয়ার্ড, ২৬ নম্বর বাড়িতে থাকে পেট। অত্যন্ত ঘিঞ্জি এলাকা। সরু গলি, দু'পাশে উঁচুউঁচু জীর্ণ ভবন। পচা মাছ, বাসি তেল, প্রস্রাব আর পচা সব্জির গন্ধে বমি এসে গেল আমার।

সরু গলির শেষ মাথায় খুঁজে পাওয়া গেল ২৬ নম্বর বাড়ি। আমার মনে হচ্ছিল কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে। কিন্তু চারপাশে চোখ বুলিয়েও কাউকে চোখে পড়ল না। ২৬ নম্বর বাড়ির দরজায় উঁকি দিল লেপস্কি। 'কি বিশ্রী গন্ধ!'

ওর কাঁধের উপর দিয়ে তাকালাম আমি। আবছা আলো জ্বলছে লবিতে, সামনে সিঁড়ি। ডানদিকে একটা প্যাসেজ, সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা।

'এখানে ও কোথায় থাকে?' বিড়বিড় করল লেপস্কি। পা বাড়াল, পকেট থেকে একটা ফ্লাশলাইট বের করে আলো জ্বালল। ফেলল প্যাসেজে।

প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা দরজা। ভেজানো।

'এখানে খুঁজে দেখি,' বলল লেপস্কি। এক কদম এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেঝেতে টর্চলাইটের আলো পড়েছে। দরজার নীচ থেকে রক্তের লাল একটা ফিতে গড়াচ্ছে। বিদ্যুৎগতিতে একটা অস্ত্র চলে এল লেপস্কির হাতে, বন্ধ করে দিল ফ্ল্যাশলাইট। 'আমাকে কাভার দাও।' বিড় বিড় করল সে। আমি এক হাঁটুর উপর ভর করে বসে পড়লাম, হাতে পুলিশ স্পেশাল।

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে লেপস্কি, এক লাথিতে খুলে ফেলল, পর মুহূর্তে দেয়ালে পিঠ ঠেকাল।

কিছুই ঘটল না। অস্ত্র বাগিয়ে ধরে খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিল ভিতরে।

দরজার কাছে, প্যাসেজে আলো আসছে পর্যাপ্ত পরিমাণে।

'হেল!' চেঁচিয়ে উঠল লেপস্কি, ঢুকে গেল ঘরে। 'যেখানে আছো সেখানেই থাকো।'

আমি পা বাড়ালাম ঘরের ভিতরে কী ঘটছে দেখার জন্য। মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে বছর চৌদ্দর একটি ইন্ডিয়ান কিশোর। পরনে সাদা ট্রাউজার আর চপ্পল। টীশার্ট রক্তে মাখামাখি, রক্তাক্ত মুখখানাও। চোখের স্থির দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারলাম মারা গেছে ছেলেটি।

'এদিকে দ্যাখো,' অন্ধকার কোণায় টর্চের আলো ফেলল লেপস্কি। হাতে স্কচের খালি বোতল নিয়ে দেয়ালে কুঁজো হয়ে বসা পেট লিউনস্কি। সারা মুখে রক্ত। মোটা নাকের উপরে একটা গর্ত সৃষ্টি করেছে বুলেট।

'হেডকোয়ার্টারে ফোন করো,' গর্জে উঠল লেপস্কি।' আমি থাকছি এখানে।'

পুরাতন ভবন ছেড়ে ফোনের দোকানের খোঁজে বেরিয়েছি, উপলব্ধি করলাম স্বস্তি হচ্ছে আমার এই কারণে যে পেট লিউনস্কি আর কিছু বলতে পারবে না লেপস্কিকে।

রাত দশটার পরে ফিরে এলাম নিজের বাড়িতে। আলো জ্বালালাম, বন্ধ করে দিলাম দরজা। লাউঞ্জিং চেয়ারে বসলাম, বীফ স্যান্ডউইচ কিনে নিয়ে এসেছি। কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে না। ভাবছি।

পেট বলেছিল ওর খোঁজে কয়েকটি ছেলে আছে যারা জোনসের উপর লক্ষ্য রাখবে। মাথায় গুলি খাওয়া ইন্ডিয়ান ছেলেটি নিশ্চয় তাদের একজন। জোনস হয়তো ছেলেটির পিছু নিয়ে পেটের বাড়িতে গেছে। তারপর দু'জনকেই গুলি করে মেরেছে। এই হত্যাকাণ্ড এটাই প্রমাণ করে জোনস পোফেরির চেয়ে কম বিপজ্জনক নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো পোফেরির সঙ্গে ন্যান্সি হ্যামেলের সম্পর্ক হলো কীভাবে? কোনও সন্দেহ নেই সে পোফেরিকে সাহায্য করছে।

হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে আরেকটা ধরালাম। আবোল-তাবোল চিন্তায় কেটে গেল আরও আধঘণ্টা। হঠাৎ বেজে উঠল কলিংবেল। দরজা খুলে দেখি লু কোল্ডওয়েল।

'দেখলাম তোমার ঘরে আলো জ্বলছে,' ভিতরে ঢুকল লু। 'এই হত্যাকাণ্ড... এর কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছ?'

'না। ড্রিঙ্ক চলবে?'

'কেন নয়!' আমার লিভিংরুমে ঢুকে পড়ল লু, সোফায় বসে টানটান করে সামনে মেলে দিল পা। 'ওই পোফেরি ব্যাটাকে কেউ দেখেনি। কাল নাসাউ থেকে অবশ্য খবর পাব।'

'আমার ধারণা ও ওখানেই গেছে,' বললাম আমি। লুকে বলেছিলাম পোফেরি নাসাউ যাওয়ার জাহাজের কথা জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে জেটিতে দাঁড়িয়ে।

'লাশ দুটো আমি দেখেছি, বার্ট।' বলল লু।

'পেশাদার হত্যাকাণ্ড। দুটো গুলি: দু'জন মৃত। পোফেরি এভাবে মানুষ মারে।'

'পেটকে অন্য কেউও তো মারতে পারে,' বললাম আমি। 'প্রতিহিংসার বশে। পুলিশে থাকাকালীন অনেকের রাগ ছিল ওর উপর। এতদিন পরে সুযোগ পেয়ে ঝেড়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু ছেলেটাকে মারবে কেন?'

শ্রাগ করলাম আমি। 'স্বাক্ষী রাখতে চায়নি হয়তো।'

হাই তুলল লু। 'যাকগে, এটা লেপস্কির ব্যাপার। আমার সমস্যা পোফেরিকে নিয়ে।'

ওর কাছ থেকে তথ্য জানা দরকার আমার। জিজ্ঞেস করলাম, 'পোফেরির স্ত্রী সম্পর্কে কী জানো তুমি?'

'ওর স্ত্রী? হ্যাঁ, তার ব্যাপারেও আগ্রহ আছে আমার। পোফেরিকে বিয়ে করার আগে ওর নাম ছিল লুসিয়া ল্যামব্রেটি। তবে ইটালিয়ান পুলিশ জানিয়েছে এটা ছদ্মনাম। বছর দেড়েক আগে হঠাৎ করে আবির্ভাব ঘটে তার। পোফেরির সঙ্গে যোগ দেয়। পোফেরির সঙ্গে মিলে ব্যাংকে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। পুলিশ পোফেরিকে ধরতে না পারলেও লুসিয়াকে গ্রেফতার করে। কেউ লুসিয়ার সেলে বন্দুক পাচার করে দিয়েছিল। সে দুই গার্ডকে হত্যা করে পালিয়ে যায়।' ঘড়ির দিকে তাকাল লু।

'আমার কাজ আছে। গেলাম।' চলে গেল সে।

আমার হাতে কোনও কাজ নেই। বীফ স্যান্ডউইচটা খেয়ে নিলাম। পেট লিউনস্কির কথা মনে পড়ছে। লোকটাকে পছন্দ করতাম আমি। তাই খারাপ লাগছে মন। একটা ড্রিঙ্ক নিলাম। শেষ করে ঢুকলাম বেডরুমে। বিছানাটা খালি খালি লাগছে। বার্থাকে ফোন করলে ও হয়তো চলে আসবে। আবার ফিরে এলাম লিভিংরুমে। ফোনের দিকে হাত বাড়িয়েছি, বেজে উঠল কলিংবেল।

এখন মাঝ রাত। এত রাতে কে এল? সদর দরজার গেইট খুলে ইঞ্চি কয়েক কবাট ফাঁক করে তাকালাম। 'কে?'

‘আমি পেটের লোক।’ নরম গলায় জবাব এল। উচ্চারণ শুনে মনে হলো ইন্ডিয়ান।

দরজা খুলে দিলাম। বছর তেরোর রোগা-পাতলা একটি ছেলে আমাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

বন্ধ করে দিলাম দরজা। ওকে লিভিংরুমে যেতে ইঙ্গিত করলাম। ছেলেটা হাঁপাচ্ছে। মুখে ঘাম।

‘তোমার নাম কী, খোকা?’ একটা চেয়ারে বসলাম আমি। চারপাশে চোখ বুলাতে বুলাতে নীচের ঠোঁট চিবাচ্ছে ছেলেটা, তারপর কালো চোখ জোড়া স্থির হলো আমার উপর।

‘জোয়ি। আমি পেটের হয়ে কাজ করি।’

‘পেটের কী হয়েছে জানো তো?’

মাথা দোলাল ছেলেটা ঢোক গিলল, শক্ত হয়ে এল মুঠো।

‘বসো।’ বললাম আমি।

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল সে, তারপর চেয়ারে বসল আমার দিকে ফিরে।

‘তুমি এখানে কেন এসেছ, জোয়ি?’

‘টম আমার ভাই।’

‘টম কী...?’

আবার ঢোক গিলল সে, মাথা ঝাঁকাল।

‘জোয়ি, আমি দুঃখিত। খুবই দুঃখিত।’

চেহারা শক্ত হয়ে গেল জোয়ির, চোখ সরু।

‘এখন আর দুঃখিত হয়ে লাভ নেই,’ করুণ স্বর তার।

‘কিন্তু তুমি এখানে কেন এসেছ বললে না?’

জিভ বের করে ঠোঁট চাটল জোয়ি। ‘আপনি পেটকে কুড়ি ডলার দিয়েছিলেন জশ জোনসের উপর নজর রাখার জন্য, তাই না?’

অস্বস্তি লাগতে শুরু করল আমার।

‘তো?’

'পেট আমাকে আর টমকে বলেছিল জোনসের উপর নজর রাখার জন্য। বলেছিল কোনও তথ্য জোগাড় করতে পারলে আপনি আরও টাকা দেবেন।'

'তুমি জানো ওদেরকে কে গুলি করেছে?'

'ওদের তিনজনের একজন। ঠিক কোনজন জানি না। তবে ওরা দু'জন এ মুহূর্তে কোথায় আছে জানি। টম পেটকে সে খবরটাই দিতে যাচ্ছিল। তখন সে খুন হয়ে যায়।'

ঘামতে শুরু করলাম আমি।

'পুলিশকে তুমি একথা বলেছ, জোয়ি?'

'আমার বাবার যে দশা করেছে ওরা, তারপর থেকে আমি দু'চক্ষে পুলিশ দেখতে পারি না।' কালো চোখ জোড়া ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল জোয়ির।

'তোমার বাবার কী করেছে ওরা?'

'পুলিশের কারণে আমার বাবা দশ বছর ধরে জেলের ঘানি টানছে।'

স্বস্তি বোধ করছি আমি এখন।

'তো? ওরা দু'জন এ মুহূর্তে কোথায়, জোয়ি?'

অনেকক্ষণ আমাকে পরখ করল জোয়ি, তারপর বলল, 'ওরা এখন আলমেডা বারে।'

লাফিয়ে উঠলাম আমি। 'অসম্ভব!'

'আজ সকাল পাঁচটায় জোনস আর ওই দু'জন জেটি ছেড়ে আলমেডা বারে ঢুকেছে,' বলল জোয়ি। 'জোনসের বাড়ির খিড়কির দরজা ব্যবহার করেছে ওরা। পরে জোনস ফিরে এসেছে নিজের আস্তানায়। আমার আরেক ভাই, জিম্বো, এখন ওখানে। নজর রাখছে ওদের উপর।

'তোমার আরও ভাই আছে নাকি, জোয়ি?'

'হ্যাঁ। সেও পেটের হয়ে কাজ করত।'

'নজর রাখতে থাকো,' জোয়িকে কুড়ি ডলারের একটা নোট ধরিয়ে দিলাম আমি। 'পরে আরও পাবে। ওরা কোথায় যায় জানতে চাই আমি। তবে সাবধানে কাজ কোরো।' উঠে দাঁড়াল জোয়ি, প্যান্টের হিপ পকেটে নোটটা ঢুকিয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে।

'দাঁড়াও, জোয়ি। তোমাকে কোথায় পাব আমি?'

'লবস্টার কোর্টে। এটা ক্রাব কোর্টের পাশে, ২ নম্বর বাসা। উপর তলা। আমি আমার ভাইকে নিয়ে ওখানে থাকি...'

'আর তোমাদের মা?'

'বাবাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় আত্মহত্যা করেছে মা।'

নির্লিপ্ত গলা জোয়ির। 'এখন আমি আর জোম্বিই শুধু আছি।'

'সাবধানে থেকো।'

জোয়ি চলে গেল। লাউঞ্জের চেয়ারে বসলাম আমি। পোফেরি তার বউকে নিয়ে পাইরেটস আইল্যান্ডে আত্মগোপন করে ছিল। ন্যান্সি তাদেরকে শহরে নিয়ে আসে। পরে ওরা আলমেডা বারে গিয়ে ওঠে। হয়তো জোনসের বাড়ির চেয়ে লুকিয়ে থাকার জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ওই বার। জোনস গ্লোরিয়ার কাছে গেছে কারণ হ্যামেলের প্রাক্তন স্ত্রী হিসেবে গ্লোরিয়ার সঙ্গে তার সুসম্পর্ক। এ পযর্ন্ত যুক্তি মেলে। কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই মেলাতে পারছি না– ন্যান্সির মত ভালো মেয়ে কেন দু'জন বিপজ্জনক সন্ত্রাসীকে সাহায্য করবে। এদের সঙ্গে কী তার রোমে পরিচয় হয়েছিল? হতে পারে। ওদের কাছে কী কোনও কারণে ধরা খেয়ে আছে ন্যান্সি?

অধৈর্য ভঙ্গিতে সিগারেটটার ঘাড় ভাঙলাম অ্যাসট্রেতে। কিন্তু আমার এখন কী করা উচিত? পুলিশের কাছে যেতে পারি। বলতে পারি পোফেরি তার স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় লুকিয়ে আছে। কিন্তু এতে ঝামেলা বাড়বে বই কমবে না। লেপস্কি জিজ্ঞেস করবে আমি কী করে জানলাম ওরা আলমেডা বারে। মিথ্যা বলেও লাভ হবে না।

হঠাৎ বুদ্ধিটা এল মাথায়। ন্যান্সি হ্যামেলের সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়? ওকে বলব পোফেরির সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা জেনে ফেলেছি আমি। ন্যান্সি ওদেরকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তাও আমার অজানা নয়। ও যদি আমাকে কিছু টাকা দেয়, মুখ বুজে থাকব আমি। তবে সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার ন্যান্সির।

কিন্তু এটা কী ব্ল্যাকমেইলের পর্যায়ে পড়ে?

বিজনেস এগ্রিমেন্ট বলা যায় এটাকে, স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করালাম আমি। ব্ল্যাকমেইল নয়।

চার

পরদিন সকালে, ন'টার দিকে গ্লেন্ডার অফিসে গেলাম। চিঠিপত্র বাছাইয়ে ব্যস্ত সে।

'হাই,' ওর ডেস্কের উপর হাত রেখে ঝুঁকলাম।

'ব্যস্ত মৌমাছিটি আজ কেমন আছে?'

মুখ না তুলেই বলল গ্লেন্ডা, 'কী চাও তুমি? তোমার এখন কাজে থাকার কথা।'

'কাজ থেকে মুক্তি নেই, সুন্দরী। রাস হ্যামেলের চিঠিগুলো দরকার আমার। চিঠি কে লিখেছে বুঝতে পারব বোধ হয়। হ্যারী একটা ক্লু দিয়েছে।'

'নিজেই নিয়ে নাও,' একটা ফাইলিং কেবিনেটের দিকে হাত নেড়ে দেখাল সে।

'খুব ব্যস্ত বুঝি?' কেবিনেট খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলাম। কোনও জবাব এল না। চিঠি দুটো পকেটে পুরে বেরিয়ে এলাম অফিস থেকে।

এলিভেটরে চেপে নেমে এলাম গ্যারেজে। থেজার হাঁকিয়ে চলে গেলাম কান্ট্রি ক্লাবে। গাড়ি পার্ক করে, নিউজ উইক-এর একটা কপি নিয়ে জুৎ হয়ে বসলাম লাউঞ্জিং চেয়ারে। অপেক্ষা করব।

খুব ভোরে উঠেছি আজ, দুটো রিপোর্ট তৈরি করেছি, সেই সাথে কার্বন কপিও। ন্যান্সি হ্যামেলের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি এখন প্রস্তুত। ওকে ঠিকমত চালাতে পারলে কোনও সমস্যাই হবে না। আর আমি তা পারব বলেই বিশ্বাস করি।

সাড়ে দশটায় লাউঞ্জে ঢুকল ন্যান্সি, হাতে টেনিস র‍্যাকেট, পরনে খেলার পোশাক। ক্লাবের বৃদ্ধ পোর্টারের দিকে এগিয়ে গেল সে। তাকে দেখে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল লোকটা।

'মিসেস হিগবি এখনও আসেননি, জনসন?' জিজ্ঞেস করল ন্যান্সি। মেয়েটার খুব কাছে বলে ওর কথা শুনতে পাচ্ছি।

'উনি কোর্টে আছেন, মিসেস হ্যামেল।'

হাসল ন্যান্সি, মাথা ঝাঁকিয়ে এগোল লবি ধরে, টেনিস কোর্টের দিকে। আমি তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটার নিতম্বের দুলুনি চমৎকার।

মিনিট পনের লাউঞ্জে বসে থাকার পর টেরেসে চলে এলাম আমি। পেনি হিগবির সাথে টেনিস খেলছে ন্যান্সি। লাঞ্চের সময় ওর সঙ্গে কথা বলব ঠিক করলাম। চলে এলাম সুইমিংপুলে। পোশাক বদলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম পানিতে। সুইমিংপুল মোটা, স্লিম আর সেক্সি পাখিতে ভর্তি।

ঘণ্টাখানেক পরে পুল ছেড়ে উঠে পড়লাম। পোশাক পরে ফিরে এলাম টেনিস কোর্টে। ন্যান্সি আর পেনি এখনও খেলছে। সূর্য-ছাতার নিচে একটা চেয়ার দখল করলাম আমি। স্কচ আর কোকের অর্ডার দিলাম। ওয়েটার ড্রিঙ্ক দিয়ে গেল।

গ্লাস ঠোঁটে ছুঁইয়েছি, ভেসে এল একটা কণ্ঠ। 'মিঃ অ্যান্ডারসন, না?' মুখ তুলে চাইলাম। মেল পামার, হ্যামেলের এজেন্ট। অফ হোয়াইট ট্রপিকাল সুট পরনে, দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে।

'আরে, মি. পামার', চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। 'ড্রিংক চলবে?' লোকটাকে দেখে হাসি উপহার দিলেও দেখে মোটেই খুশি হতে পারি নি।

পামার একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। এক ওয়েটার ছুটে এল তার কাছে। পিঙ্ক জিনের অর্ডার দিল সে। তারপর তাকাল আমার দিকে।

'আপনি কাজ করছেন দেখছি', টেনিস কোর্টের দিকে দৃষ্টি ফেরাল সে, তারপর ঘুরল আমার দিকে।

'নীরস কাজ,' মন্তব্য করলাম আমি।

পামারের ড্রিংক টেবিলে রেখে গেল ওয়েটার। গ্লাসে একটা চুমুক দিল সে, মখমলের রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে হাসল।

'নীরস কাজ? এটা অবশ্য সুসংবাদ। রিপোর্ট করার মত কিছু পেয়েছেন?'

'সাবজেক্টকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, স্যার। গত চার দিন ধরে ওঁর উপর লক্ষ্য রাখছি আমি। রিপোর্ট করার মত এখনও কিছু পাইনি।'

হাসিটা চওড়া হলো মুখে, 'আমি যা ভেবেছি। মিঃ হ্যামেলকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম তিনি বেহুদা টাকা নষ্ট করছেন। কিন্তু তাঁকে বোঝায় কার সাধ্য!'

'ওয়ালডো কারমাইকেলের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছি, মিঃ পামার। এ নামে কেউ নেই।' জানালাম তাকে।

মাথা দোলাল পামার। 'শুনে অবাক হচ্ছি না। ফালতু একটা জিনিস নিয়ে কাজ করছি আমরা। মি. হ্যামেলকে বারবার এ কথা বলেছি। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি না।'

'হপ্তা শেষে আমি মিসেস হ্যামেলের কার্যকলাপের পূর্ণ বিবরণ নিয়ে রিপোর্ট লিখব। রিপোর্টে থাকবে তিনি নিষ্কলঙ্ক তবে একঘেয়ে জীবন-যাপন করছেন। এ রিপোর্ট স্ত্রীর প্রতি মিঃ হ্যামেলের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে না পারলে আর কিছুই পারবে ন।'

'চমৎকার।' ড্রিংক শেষ করল পামার, উঠে দাঁড়াল। 'আমাকে এখনই ছুটতে হচ্ছে। হপ্তার শেষেই আপনার রিপোর্ট তাহলে পেয়ে যাচ্ছি?'

'সে ব্যাপারে ভরসা করতে পারেন, স্যার,' আমিও সিধে হলাম,

হ্যান্ডশেক করলাম। 'আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি কোনও রকম দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

প্রায় লাফাতে লাফাতে টেরেস পার হয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল মেল পামার। আমি চোখ ফেরালাম টেনিস কোর্টে। খেলা শেষ। ন্যান্সি আর পেনি স্যুয়েটার পরছে। কথা বলতে বলতে এগিয়ে এল ওরা আমার দিকে।

'ড্রিংক নেবে, পেনি?' আমার কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ন্যান্সি।

'সময় নাই রে, ভাই। আজও দেরী হয়ে গেল। কাল দেখা হচ্ছে তো?

'হ্যাঁ।'

ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে চলে গেল পেনি। ন্যান্সি দূরের একটা একটা টেবিলে বসল। এক ওয়েটার তার কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে চলে গেল বার-এ। কথা বলার মোক্ষম সময়। ওয়েটার টম কলিন্সের একটা বোতল এনে রাখল টেবিলে। সে বিদায় হওয়ার পর আমি পা বাড়ালাম ন্যান্সির টেবিলে। হাসলাম বিনীত ভঙ্গিতে।

'মিসেস হ্যামেল, আমি বার্ট অ্যান্ডারসন। আমি এইমাত্র কথা বলছিলাম আপনার স্বামীর এজেন্ট মেল পামারের সঙ্গে।' চেয়ারে হেলান দিল ন্যান্সি, খুঁটিয়ে দেখছে আমাকে। শীতল, কালো চোখ জোড়ায় কৌতূহল ও বিস্ময়ের মিশ্রণ।

'আপনি মিঃ পামারকে চেনেন?'

'জ্বী', তৈরি হাসি আমার মুখে। আপনি খুব ভালো টেনিস খেলেন, মিসেস হ্যামেল। আপনার খেলা দেখছিলাম।'

'আপনি খেলেন?'

'খেলি, তবে আপনার মত অতটা ভালো পারি না। আপনার ব্যাকহ্যান্ডের মারগুলো সত্যি চমৎকার।'

চাউনিতে সামান্য পরিবর্তন ঘটল, আমার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে সে। বসতে বলবে না কাজেই চেয়ার টেনে নিজেই বসে পড়লাম।

ওর পাশে আমাকে বসতে দেখে অবাক হলো ন্যান্সি, সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আড়ষ্ট দেখাল তাকে, পর মুহূর্তে আবার রিল্যাক্স মূড। তবে চোখ

জোড়া আগের মতই ঠাণ্ডা এবং আন্তরিকতা শূন্য। 'আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই, মিসেস হ্যামেল', অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বললাম আমি। 'আমি একটা ঝামেলার মধ্যে আছি।'

আবার আড়ষ্ট হয়ে গেল ন্যান্সি।' আমি দুঃখিত মি:.... মি:....'

'বার্ট অ্যান্ডারসন।'

'মিঃ অ্যান্ডারসন, আমি আপনাকে চিনি না এবং আপনি কী ঝামেলার মধ্যে আছেন তাও জানতে চাই না। বুঝতে পারছি না কেন আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলার কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

হাসিটা মুখে ধরে রেখে বললাম, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মিসেস হ্যামেল। তবে আপনার ভিতরে যদি কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে না পারি তাহলে এক্ষুনি চলে যাব। আপনি কী দয়া করে একটু শুনবেন?'

'আপনি এক্ষুণি না চলে গেলে আমি ওয়েটার ডাকব।' গলার স্বর চড়ে গেল তার। ভাব দেখে মনে হলো সত্যিই মেয়েটা তা করবে। কাজেই সরাসরি কাজের প্রসঙ্গে চলে যাওয়া ভালো। আমি আমার বিজনেস কার্ডটা টেবিলে রাখলাম যাতে পড়তে পারে ন্যান্সি।

'আপনার স্বামী আমাকে ভাড়া করেছেন আপনার উপর নজর রাখার জন্য, মিসেস হ্যামেল!'

সাথে সাথে রক্ত সরে গেল ন্যান্সির মুখ থেকে, কুঁকড়ে গেল। অনেকক্ষণ স্থির হয়ে রইল সে, তাকিয়ে আছে আমার কার্ডের দিকে। অল্প অল্প কাঁপছে।

আমি ওকে সুস্থির হওয়ার সময় দিলাম। উঠে এলাম ওখান থেকে। ঘুরে বেড়াচ্ছি উদ্দেশ্যহীনভাবে। সুইমিংপুলে এক স্বর্ণকেশীর দিকে চোখ আটকে গেল। লম্বা সুঠাম পা, বড় বড়, উঁচু বুক। ওয়ালেট সবুজ নোটে ভরা থাকলে এ ধরনের জিনিস নিয়ে বিছানায় যেতে পছন্দ করি আমি। মেয়েটার দিকে শুধু আমি নই, তাকিয়ে আছে অনেকেই। বিশেষ করে মোটা চর্বিঅলা বুড়োগুলো গিলছে হাঁটার সময় স্বর্ণকেশীর ভরাট বুক আর পাছার ঢেউ।

মেয়েটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার পরে ফিরে এলাম ন্যান্সির কাছে। সে এখনও নিশ্চল বসে আছে, ফাঁকা চাউনি আমার বিজনেস কার্ডের দিকে।

'পরিস্থিতি বোঝার জন্য', নরম ও নীচু গলায় বললাম আমি, 'আপনি এই চিঠি দুটো পড়তে পারেন। আপনার স্বামীর নামে এসেছে। এ চিঠির কারণেই তিনি আমাকে ভাড়া করেছেন আপনার উপর নজর রাখার জন্য।'

মুখ তুলে চাইল সে। সাদা পর্দায় যেন দু'জোড়া গর্ত। ওয়ালেট থেকে চিঠি দুটো বের করে টেবিলে রাখলাম আমি। কাঁপা হাতে কাগজের টুকরো দুটো তুলে নিল সে। একটা সিগারেট ধরালাম। অপেক্ষা করছি। পৃথিবীর সমস্ত সময় এখন আমার হাতে। এসব কাজে তাড়াহুড়ো করতে নেই।

ন্যান্সি চিঠি পড়ে টেবিলে রাখল। বলল, 'আমার স্বামী এ চিঠি লিখেছে। সে বর্তমানে যে বইটি লিখছে তার নায়কের নাম ওয়ালডো কারমাইকেল।'

হাঁ হয়ে গেলাম আমি। অনেকক্ষণ ন্যান্সির মত নিশ্চল বসে রইলাম চেয়ারে। তারপর বললাম, 'মিসেস হ্যামেল.... আপনি নিশ্চয় ভুল করছেন।'

'কোনও ভুল করিনি। আমার স্বামী এ ধরনের নীল কাগজে লেখে। তার টাইপিং-এর ধরন চিনি আমি। সেই লিখেছে এসব চিঠি।'

'কিন্তু কেন?'

সরাসরি তাকাল সে আমার দিকে। 'গোয়েন্দা ভাড়া করার একটা মওকা খুঁজছিল।'

আমার মাথা বন বন করে ঘুরছে। গোয়েন্দা ভাড়া করার মওকা খুঁজছিল.... ভালো কথা। কিন্তু নিজের বউর উপর নজরদারী কেন?

চিঠি দুটো তুলে নিলাম, ভাঁজ করে চালান করে দিলাম ওয়ালেটের পকেটে। ন্যান্সি আমাকে দেখছে। আমি চেহারা অভিব্যক্তিশূন্য করে রাখলাম।

'তবে কিছু জটিলতা আছে, মিসেস হ্যামেল', বললাম অবশেষে।

'আগেই বলেছি ঝামেলায় আছি আমি। ঝামেলা না বলে উভয় সঙ্কট বলাই ভালো। আপনাকে গত চারদিন ধরে অনুসরণ করে চলেছি আমি। এ হপ্তার শেষে আপনার ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে একটা রিপোর্ট দেয়ার

কথা।' এখনও সটান আমার দিকে চেয়ে আছে ন্যান্সি, যদিও খুবই আড়ষ্ট বোঝা যায়।

'জটিলতা কীসের?' কর্কশ কণ্ঠ ন্যান্সির।' 'আপনার রিপোর্ট পাঠিয়ে দিন। ওর মধ্যে এমন কিছু থাকবে না যা আমার স্বামীকে আপসেট করে তুলতে পারে।' চেয়ার ছাড়ার ভঙ্গি করল সে।

'যাবেন না, মিসেস হ্যামেল', বললাম আমি। 'দিন দুই আগে একটা চপার নিয়ে আপনার ইয়টের পিছু নিয়েছিলাম আমি। আপনাকে পাইরেটস আইল্যান্ডে যেতে দেখেছি।' চোখ বন্ধ করল ন্যান্সি, মুষ্ঠিবদ্ধ হলো হাত।

'কাজেই দেখতেই পাচ্ছেন, মিসেস হ্যামেল, কী রকম উভয় সংকটে পড়েছি আমি', তাকে লক্ষ্য করতে করতে বলে চললাম আমি। 'ওই দ্বীপে আলডো পোফেরি নামে এক খুনীর সাথে দেখা হয়ে যায় আমার যাকে পুলিশ খুঁজছে। আপনি এবং আপনার ক্রুম্যান জোনস মিলে পোফেরি ও তার স্ত্রীকে দ্বীপ থেকে নিয়ে এসেছেন। ওরা এ মুহূর্তে কোথায় লুকিয়ে আছে তাও আমি জানি। এসব ঘটনা যদি রিপোর্টে থাকে, আপনার স্বামী কী তা পড়ে আপসেট হবেন না?'

পাথর হয়ে বসে আছে ন্যান্সি, দৃষ্টি মুঠো করা হাতের দিকে।

অনেকক্ষণ এভাবে বসে রইল সে। আমি ওকে বন্দুকের ব্যারেলের সামনে নিয়ে এসেছি। তবে এ মুহূর্তে চাপ দেয়া ঠিক হবে না। ও কী সিদ্ধান্ত নেয় দেখা যাক।

অবশেষে মুখ খুলল ন্যান্সি, 'আপনি এ রিপোর্ট পাঠাবেন?'

'সমস্যাটা তো এখানেই, মিসেস হ্যামেল। এজন্যেই পড়ে গেছি উভয় সংকটে। আমার দিক থেকে ব্যাপারটা চিন্তা করুন একবার', বন্ধুসুলভ হাসি উপহার দিলাম আমি। 'মি. হ্যামেল আমাকে ভাড়া করুন বা নাই করুন, তিনি আমি যে এজেন্সিতে কাজ করি সেটা ভাড়া করেছেন। এজেন্সির কুড়িজন গোয়েন্দার একজন আমি। বেতন যা পাই তা দিয়ে পেট চলে না। এজেন্সির কাছে মি: হ্যামেল ক্লায়েন্ট হলেও তিনি আমার মক্কেল নন। সত্যি বলতে কী, মিসেস হ্যামেল, যে সব স্বামী-স্ত্রীদেরকে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে আমি পছন্দ করি না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পেট চালানোর

জন্য, এজেন্সির নির্দেশ আমাকে মেনে চলতে হয়।' বিরতি দিলাম আমি চেহারায় করুণ ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য। 'কাজেই বুঝতেই পারছেন উভয় সংকটটা কোথায়।'

অন্য দিকে তাকাল সে। 'বুঝতে পারছি। বলে যান।'

'আমার কাছে দুটো রিপোর্ট আছে, মিসেস হ্যামেল। যে কোনও একটা মিঃ হ্যামেলকে দিতে পারি আমি। প্রথমটা তাকে সন্তুষ্ট করবে।'

আমি ওয়ালেট থেকে দুটো রিপোর্ট বের করলাম। প্রথমটা তাকে দিলাম। এতে চারদিনের ঘটনা লেখা আছে, বলা হয়েছে মিসেস হ্যামেল নিস্পাপ জীবন-যাপন করছেন। রিপোর্ট পড়া শেষ করল ন্যান্সি।

'দ্বিতীয়টা?'

দ্বিতীয় রিপোর্টও তাকে দিলাম। এতে বিস্তারিত লিখেছি পাইরেটস আইল্যান্ড, আলডো পোফেরির পরিচয়, জশ জোনস আলমেডা বার ইত্যাদি কোন কিছুই বাদ পড়েনি।

এ লেখাটি পড়ার সময় ন্যান্সির চেহারা শুকনো ও সাদা দেখাল। রিপোর্ট টেবিলে রাখার সময় কেঁপে গেল হাত।

'আমি এখন কী করব, মিসেস হ্যামেল?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন দ্বিতীয় রিপোর্টটিই মি: হ্যামেলকে দেয়া উচিত। না দিলে চাকরিটা হারাব আর সে ঝুঁকি আমি নিতে পারব না। তবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আগেই বলেছি সন্দেহ প্রবণ স্বামীদেরকে আমি পছন্দ করি না। কিন্তু... উভয় সংকট এড়ানোর উপায়ও দেখছি না।'

আবার পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে ন্যান্সি। স্থির চোখ হাতের উপর। আমি অপেক্ষা করলাম। কিন্তু সে কিছু বলছে না দেখে আমাকেই মুখ খুলতে হলো।

'অবশ্য আপনি যদি নিজের স্বার্থ দেখার জন্য আমাকে ভাড়া করতেন মিসেস হ্যামেল, তাহলে এই উভয়-সংকটের হাত থেকে রক্ষা পেতাম। তাহলে আর মিঃ হ্যামেলের জন্য কাজ করতে হতো না আমাকে, আপনার

জন্য কাজ করতাম। সেক্ষেত্রে প্রথম রিপোর্টটি পাঠিয়ে দিতাম কোনও ঝামেলা ছাড়াই... যদি আপনার হয়ে কাজ করতাম।'

নড়ে উঠল ন্যান্সি, চোখ সরাল হাত থেকে, তবে তাকাল না আমার দিকে। 'বুঝলাম', বলল সে। 'আপনি আমার জন্য কাজ করবেন?'

'আনন্দের সাথে, মিসেস হ্যামেল', বললাম আমি।

'কী কাজ করবেন?' এবার সরাসরি আমার দিকে তাকাল সে। ঠাণ্ডা, শীতল চাউনি।

'মিঃ হ্যামেলকে প্রথম রিপোর্টটা পাঠিয়ে দেব', বললাম আমি।

'এজন্য কত দিতে হবে?' জানতে চাইল ন্যান্সি।

এবার আসল প্রসঙ্গ।

'এটা ব্যবসায়িক লেনদেন, মিসেস হ্যামেল। হ্যাঁ, এজন্য তো আমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতেই হবে। কারণ পেট তো চালাতে হবে। যদি কখনও ফাঁস হয়ে যায় আমি ফলস্ রিপোর্ট দিয়েছি, ঝামেলায় পড়ে যাব।' হাসি ফোটালাম মুখে। 'আমার সম্বল বলতে একটা লাইসেন্স। ওটা হারালে জান শেষ আমার। কোনও এজেন্সি আর আমাকে চাকরি দেবে না। কাজেই... আপনার সঙ্গে কাজ করা মানে বিরাট একটা ঝুঁকির মধ্যে যাওয়া।'

'আপনাকে কত দিতে হবে?' ন্যান্সির গলার স্বর নীচু, চোখ সরু।

'আমার স্বামী বড়লোক হলেও আমার ব্যক্তিগত টাকা-পয়সার পরিমাণ খুবই কম।'

হাসিটা মুখ থেকে মুছে ফেললাম, কটমট করে তাকালাম মেয়েটার দিকে।

'মিসেস হ্যামেল, পাঁচটা খুনের দায়ে অভিযুক্ত দুই ইটালিয়ান সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দিয়ে আপনি যথেষ্ট বিপদের মধ্যে আছেন। কেন কাজটা করেছেন সেটা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। আপনাকে এ জন্য গ্রেপ্তার করতে পারে পুলিশ। আর আপনাকে সাহায্য করছি বলে আমার হাতেও পড়বে হাতকড়া। আপনাকে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছি আমি। আমাকে এক লাখ ডলার দিতে হবে।'

ঝট্ করে পিছন দিকে হেলে গেল ন্যান্সি, যেন আঘাত করেছি ওকে।

'এক লাখ ডলার!' কেঁপে গেল গলা। 'এত টাকা কোথায় পাবো?'

'কোথায় পাবেন সেটা আপনার বিষয়, মিসেস হ্যামেল,' গম্ভীর গলা আমার। 'রাস হ্যামেলের মত কোটিপতি লেখকের বউ'র পক্ষে এক লাখ ডলার জোগাড় করা সম্ভব নয় এ আমি বিশ্বাস করি না। আপনার হাতে সময়ও বেশি নেই। শনিবার সকালে মি. পামারের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেব আমি। রিপোর্ট নেগেটিভ হবে না পজেটিভ, নির্ভর করছে আপনার উপর। শুক্রবার এই সময়ে এখানে দেখা করবেন আমার সঙ্গে। টাকা সহ। যদি না আসেন, মি. পামার দ্বিতীয় রিপোর্টটি পেয়ে যাবেন শনিবার সকালে।' সোজা হয়ে দাঁড়ালাম আমি। তারপর ন্যান্সির দিকে ঝুঁকে বললাম, 'একটা কথা, মিসেস হ্যামেল। পোফেরির কাছে যাবেন না। সে খুনি। তবে তাকে আমি ডরাই না। এসব পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ট্রেনিং আমার আছে। দ্বিতীয় রিপোর্টের একটা কপি দিয়ে রেখেছি আমার অ্যাটর্নির কাছে। আমার কিছু হলে পুলিশের হাতে চলে যাবে ওটা। আমি নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি, দশ বছরের জেলের ঘানি টানার কাছে এক লাখ ডলার কিছুই নয়।'

কটমটে চাউনি স্বাভাবিক হয়ে এল। মিষ্টি হাসি উপহার দিলাম ন্যান্সিকে। মোমের পুতুলের মত নিষ্প্রাণ চোখে তাকিয়ে আছে সে আমার দিকে।

চলে এলাম ওখান থেকে। জানি টাকাটা ন্যান্সি যেভাবেই হোক জোগাড় করবেই।

এক লাখ ডলার!

উহ্!

পরদিন দুপুরে লবস্টার কোর্টে চলে এলাম। ২ নম্বর বাড়িটি খুঁজে পেতে তেমন কষ্ট হলো না। নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম উপরে।

বিল্ডিংটার গা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। রেইলিং মনে হয় খসে পড়বে। সিঁড়ির ধাপগুলোতে পা রাখা মাত্র কেঁপে উঠছে থরথর করে। ফুল ভল্যুমে কেউ টিভি ছেড়েছে। বিকট শব্দ। এক মহিলা কাউকে অশ্লীল গালাগাল দিচ্ছে, একটা বাচ্চা প্যাঁআঁ ধরেছে, ঘেউ ঘেউ শব্দে ডাকছে কুকুর। টপ ফ্লোরে উঠে এলাম। ছাদের কারণে সরু চিলেকোঠায় পরিণত হয়েছে টপ ফ্লোর। সামনে দরজা। এমন গরম, ডিম ভাজা যাবে। দরদরিয়ে ঘাম পড়ছে গাল বেয়ে। দরজায় টোকা দিলাম। কোনও সাড়া নেই। আবার টোকা মারলাম। আরেকটু জোরে। খুলে গেল কবাট।

জোয়ি। আমাকে দেখে হাসল।

'হাই! জোয়ি!' বললাম আমি। 'গরমে সেদ্ধ হয়ে গেলাম।'

এক পাশে সরে দাঁড়াল জোয়ি, আমি ভিতরে ঢুকলাম। ছোট ঘর। তিনটে বিছানা, একটি টেবিল, তিনখানা চেয়ার আর ভাঙা একটি রেডিও। মাথার উপরে স্কাই-লাইট খোলা, কিন্তু ঘরের ভিতরটা যেন জ্বলন্ত উনুন।

'আমার জন্য কোনও খবর আছে, জোয়ি?' একটা চেয়ারে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলাম।

'জিম্বো লক্ষ্য রাখছে, মি. অ্যান্ডারসন। ওরা এখনও ওখানে আছে।'

'শিওর?'

মাথা দোলাল সে। 'হ্যাঁ, আছে।'

'ওরা কোথাও সটকে পড়তে পারে,' ঘামে ভেজা ওয়ালেট থেকে দশ ডলারের একটা নোট বের করে ওকে দিলাম। 'খেয়াল রাখবে, জোয়ি। ওরা সরে পড়লে জানতে চাই কোথায় গেছে।' মাথা ঝাঁকিয়ে নোটটা পকেটে ভরল জোয়ি। 'ঠিক আছে, মি. অ্যান্ডারসন। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি ওখানে। জিম্বোকে বলব।'

'সাবধানে থেকো, জোয়ি।'

মুখ থেকে মুছে গেল হাসি, হিংস্র চাউনি ফুটল চোখে। 'থাকবো, মি. অ্যান্ডারসন। ওরা টমিকে খুন করেছে, তবে আমাকে কিংবা জিম্বোকে মারতে পারবে না।'

জোয়িকে ছেড়ে ওসান প্রোমেনেডে চলে এলাম লাঞ্চ করতে। এখানে

ভালো সী ফুড পাওয়া যায়। ভিয়েতনামিজ মালিক চেনে আমাকে। সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে বসিয়ে দিল কোণার টেবিলে। অল্প ক'জন ট্যুরিস্ট আছে। ভিড় শুরু হবে পরে। সেদিনের স্পেশাল খাবারের অর্ডার দিয়ে সিগারেট ধরালাম।

এক লাখ ডলার!

ভাবতে শুরু করলাম টাকাটা হাতে পেলে কী করব। ন্যান্সি যেভাবেই হোক জোগাড় করবে এ টাকা। ছুটি পাওনা আছে আমার। সব সময় স্বপ্ন দেখেছি হাতে প্রচুর টাকা এলে ইয়ট ভাড়া করে বাহামা আর অন্যান্য দ্বীপ ঘুরে বেড়াব। বার্থাকে নিয়ে যাব সঙ্গে।

স্পেশাল খাবার খেতে খেতে হঠাৎ একটা অশুভ চিন্তা মনে এল। ন্যান্সি যদি টাকা না দেয়, তাহলে? খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল আমার, প্লেট ঠেলে সরিয়ে রাখলাম।

ন্যান্সি টাকা না দিলেও ওর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারছি না। পুলিশের ভয়ও দেখাতে পারব না। ন্যান্সি পুলিশকে বলে দিতে পারে ওর কাছ থেকে এক লাখ ডলার জোর জবরদস্তি করে আদায় করতে চেয়েছি আমি। আর পুলিশ ব্ল্যাকমেলারদের ধরার জন্য সবসময় মুখিয়ে আছে। আমি স্বপক্ষে সাফাই গাইবার আগেই ওরা আমাকে একচোট ধোলাই দিয়ে নেবে। ওদের প্রথম প্রশ্ন থাকবে পোফেরির আস্তানা চেনা সত্ত্বেও পুলিশকে কেন জানাইনি। আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না।

ঘামতে শুরু করলাম।

নিজেকে জোর করে বোঝালাম এক লাখ ডলার পেতে হলে শরীরের একটু আধটু ঘাম ঝরাতেই হবে। আশা করি ন্যান্সি বুঝতে পারবে আমার মতই সেও ঝামেলায় আছে। তবে যদি বুঝতে না পারে, আমাকে ব্লাফ দেয়ার চেষ্টা করে, কর্নেলের হাতে নেগেটিভ রিপোর্টটা তুলে দেব। বড়লোকদের চুষে ছিবড়ে বানানোর স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। ভাড়া করা ইয়ট, বার্থা, শ্যাম্পেনের বোতল সব চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। তবু আশা ছাড়লাম না। শুক্রবার ভাগ্য আমাকে সহায়তা করতেও পারে। ন্যান্সি হয়তো টাকা নিয়ে আসবে আমার জন্য।

রাস হ্যামেলের চিঠিগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলাম এবার। মনে পড়ল ন্যান্সির কথা: আমার স্বামী এ চিঠি লিখেছে। সে বর্তমানে যে বইটি লিখছে তার নায়কের নাম ওয়ালডো কারমাইকেল। এমন জোর দিয়ে কথাগুলো বলেছে ন্যান্সি, অবিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু একজন ধনী, বিখ্যাত লেখক এমন কাজ করতে যাবেন কেন?

ন্যান্সি বলেছিল, হ্যামেলের একজন শখের গোয়েন্দা ভাড়া করা দরকার ছিল।

সম্ভবতঃ এ কথার মধ্যেই আছে প্রশ্নের জবাব। লেখকরা কীভাবে প্লট তৈরি করেন জানি না আমি, তবে এমনও হতে পারে হ্যামেলের নতুন বইয়ের একটা অংশে আছে এই বাজে চিঠিগুলো নিয়ে কোনও ঘটনা। জনপ্রিয় একজন লেখক হয়ে নিজে গোয়েন্দা সংস্থার কাছে যেতে দ্বিধাবোধ করেছেন, তবে চিঠিগুলো লিখে তাঁর এজেন্ট মেল পামারকে দিয়ে পাঠিয়েছেন। বস্তুনিষ্ঠ উপাদান পাবার জন্য এ প্রচেষ্টা আমার কাছে হাস্যকর মনে হলেও খেয়ালী হ্যামেলের কাছে এটিই বোধহয় স্বাভাবিক ছিল। তবে কাজটা করতে গিয়ে তিনি বিষাক্ত কীট ভর্তি একটা কৌটা খুলে দিয়েছেন।

জীবনে প্রথমবারের মত পারনেল এজেন্সিতে কোনও কাজ নেই আমার। কান্ট্রি ক্লাবে গিয়ে ন্যান্সির উপর নজর রাখার মানে হয় না। সে যা খুশী করুক এখন আর তা আমার দেখার বিষয় নয়। পুরো বিকেলটা পড়ে আছে, তারপর অফিসে একবার ঢুঁ দিলেই হলো। বলব নজর রেখেছি ন্যান্সির উপর তবে রিপোর্ট করার মত কিছু ঘটেনি।

বিকেলটা কীভাবে কাটাব ভাবছি, মনে পড়ল লোভনীয় এ শহরের চারদিকে পারনেলের আরও উনিশজন অপারেটর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সবাই কাজে ব্যস্ত। মজা করতে গিয়ে ওদের চোখে পড়তে চাই না। আমি এবং চিক পারনেলের সেরা অপারেটর জুটি হলেও অন্যান্য অপারেটররা

আমাদেরকে তেমন পছন্দ করে না। ওরা একজন আরেকজনের পিছে লেগেই আছে।

মজা করার চিন্তা বাদ দিয়ে বিরস বদনে কান্ট্রি ক্লাবেই ছুটতে হলো। চারপাশে চোখ বুলালাম। ন্যান্সির পাত্তা নেই। টেরেসে পারনেলের এক অপারেটর, ল্যারী ফ্লেজারকে বসে থাকতে দেখলাম। আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না ব্যাটা। আমার দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকাল সে, যেন চেনে না। তারপর চোখ ঘুরিয়ে নিল। বুঝলাম কথা বলতে চায় না। আমি সুইমিং পুলের দিকে পা বাড়ালাম। ল্যারী বোধহয় পরস্ত্রীর উপর নজর রাখার ডিউটি পেয়েছে।

সুইমিংপুলেও ন্যান্সি নেই। ফিরে এলাম গাড়িতে। যাক, ল্যারীকে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে কাজ করছিলাম আমি।

জেটিতে চলে এলাম। হ্যামেলের ইয়ট যেখানে নোঙর করা থাকে চলে এলাম সেদিকে। ইয়টের চিহ্ন নেই।

আল বার্নিকে চোখে পড়ল। যথারীতি বসে আছে খুঁটির উপর। এগিয়ে গেলাম ওর দিকে।

'বিয়ার খাওয়ার জন্য সময়টা কী খুব বেশি আগে হয়ে যাচ্ছে, আল?' হাঙর মার্কা হাসি দিল সে। 'সময় কবেই বা খুব আগে ছিল, মি. অ্যান্ডারসন?'

নেপচুন বারের দিকে এগোলাম আমরা। স্যাম দুটো বিয়ার দিয়ে গেল। 'মিসেস হ্যামেল বোট নিয়ে কোথাও গেছেন, আল?' জিজ্ঞেস করলাম চেয়ারে বসার পর।

এক চুমুকে নিজের গ্লাস খালি করে ফেলল বার্নি, তাকাল আমার দিকে। দ্রুত ছুটে এল গ্লাস ভরে দেয়ার জন্য।

'ঘণ্টা খানেক আগে গেছেন,' জবাব দিল বার্নি।

'জোনসের সাথে?'

মাথা দোলাল ও।

'আর কেউ সঙ্গে ছিল?'

ডানে বামে মাথা নাড়াল, হাতের গ্লাসটা সযত্নে নামিয়ে রাখল টেবিলে।

‘পেটের ব্যাপারে লেপস্কিকে কিছু বলেছ?’ প্রশ্ন করলাম আমি।

ঘেউ করে উঠল বার্নি। ‘ওই লোকটার নামও উচ্চারণ করবেন না আমার সামনে।’

‘পেট খুন হলো কেন ধারণা করতে পারো?’

‘মি. অ্যান্ডারসন, কিছু পরামর্শ দিতে পারি। পেটকে পছন্দ করতাম আমি। যদিও ও খুব মদ খেত।’ চেহারায় নিষ্পাপ ভাব ফুটিয়ে তুলল বার্নি। ‘তবে সমস্যা হলো ও অন্য লোকের ব্যাপারে নাক গলাতে গিয়েছিল।’

‘কার ব্যাপারে, আল?’

গলার স্বর নীচু হলো বার্নির, ‘পেট আলফোনসো ডিয়াজের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। আর দিয়াজ খুবই খারাপ লোক।’

‘কি নিয়ে আগ্রহ?’

বার্নির চেহারা ভাবশূন্য দেখাল। ‘আমি জানি না।’

বার্নিকে হাড়ে হাড়ে চিনি আমি। বিয়ার খাওয়ালে তথ্য মেলে আর পেটে খাবার গেলে ভাণ্ডার খুলে দেয় সে।

‘তোমার বোধহয় খিদে পেয়েছে, আল,’ বললাম আমি। ‘হামবার্গার চলবে?’

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বার্নির। ‘ইয়াহ্। হামবার্গার হলে দারুণ হয়।’ স্যামকে ইঙ্গিত দিল।

কিছুক্ষণ পর হ্যামবার্গারের পাহাড় সাজিয়ে নিয়ে এল স্যাম একটা প্লেটে। প্লেটটা বার্নির সামনে রেখে হাতে ছুরি ধরিয়ে দিল।

প্রথম বার্গারটা শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি, তারপর বললাম, ‘দিয়াজের ব্যাপারে আমিও আগ্রহী। ওর সম্পর্কে কী জানো?’

‘ওই লোকের কাছ থেকে দূরে থাকুন, মি. অ্যান্ডারসন। আপনি আমার একজন ভালো বন্ধু। আপনার কিছু হোক চাই না আমি। কাজেই ওর ধারে কাছেও ঘেঁষবেন না।’

‘কেন?’

‘বললামই তো, মি. অ্যান্ডারসন, ডিয়াজের কাছ থেকে দূরে থাকবেন।’

এ ব্যাপারে বার্নি আর কিছু বলবে না বুঝতে পারলাম।

'জশ জোনস,' বললাম আমি। 'ওর সম্পর্কে কিছু বলো।'

'ওর কাছ থেকেও দূরে থাকবেন, মি. অ্যান্ডারসন। এ-ও ভালো লোক নয়।' তবে এর ব্যাপারে একটা তথ্য দিই।' গলার স্বর নামাল বার্নি। 'মি. হ্যামেলের প্রথম স্ত্রী, গ্লোরিয়া কর্টের সঙ্গে এই জোনসের একটা সম্পর্ক ছিল। পরে সে ডিয়াজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তবে শুনতে পাই জোনসের সাথে গ্লোরিয়া এখনও সম্পর্ক রেখে চলেছে।

'ন্যান্সি হ্যামেলেরও কী জোনসের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে?'

ভুরু কোঁচকাল বার্নি। 'না, স্যার। ওই মেয়েটি ভালো। কোনও সম্পর্ক থাকলে জানতাম। কারণ আমি মাটিতে কান পেতে রাখি।'

ঘড়ি দেখলাম। প্রায় ছ'টা বাজে।

'আমি উঠি, আল। দেখা হবে।'

'ঠিক আছে, মি. অ্যান্ডারসন। খাবারের জন্য ধন্যবাদ।' মোটা একটা হাত রাখল আমার জামার আস্তিনে। 'যা বললাম মনে রাখবেন, ডিয়াজ এবং জোনসের ধারে কাছেও যাবেন না।'

জেটিতে বেরিয়ে এলাম। হ্যামেলের ইয়ট আসছে। ন্যান্সি বোতে দাঁড়িয়ে, জোনস স্টিয়ারিং হাতে, ভিতরে। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম আমি, লম্বা পা ফেলে এগোলাম আমার মেজারের দিকে। চাই না ন্যান্সি দেখে ফেলুক আমাকে।

অফিসে পৌঁছে উঁকি দিলাম গ্লোরিয়ার ঘরে।

'কর্নেল তোমাকে দেখা করতে বলেছেন', বলল মেয়েটা। 'ভিতরে যাও।'

'কোনও সমস্যা?' জানতে চাইলাম আমি।

'জানি না। গিয়ে দেখো।'

পারনেলের দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকে পড়লাম। উনি একটা ফোল্ডারের পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছেন।

'হ্যামেল কেস,' বললেন পারনেল। 'নতুন কিছু পেলে?'

'না, স্যার। মি. পামারকে বলেছি রিপোর্ট করার মত কিছু নেই। তিনি আমার কাজের ফুল রিপোর্ট চাইছেন। মি. হ্যামেলকে বলবেন তদন্ত বন্ধ করে দিতে।'

'তুমি শিওর মিসেস হ্যামেল অস্বাভাবিক আচরণ করছেন না কিংবা পর পুরুষের সঙ্গে মিশছেন না?' পারনেলের ইস্পাত নীল চোখ জোড়ার দৃষ্টি যেন খুলি ভেদ করে গেল।

'আমি তাঁকে এ পর্যন্ত অস্বাভাবিক আচরণ করতে কিংবা অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি।'

'ঠিক আছে,' বললেন পারনেল। 'তোমার রিপোর্ট আমাকে দিয়ে যেয়ো। আমি পামারকে পৌঁছে দেব। গ্লোরিয়া বলল তুমি নাকি ছুটি চেয়েছ।'

'জ্বী, স্যার।

'ঠিক আছে। কাল থেকে তোমার ছুটি। হ্যাভ আ গুড টাইম।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার।

নিজের কামরায় ফিরে এলাম। ন্যান্সিকে দেখানো প্রথম রিপোর্টটি কপি করলাম, দ্বিতীয় রিপোর্টটি ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলে দিলাম।

গ্লোরিয়াকে প্রথম রিপোর্টটা দিয়ে বললাম, 'এখন থেকে আমার ছুটি শুরু হচ্ছে, বেবী। তুমি যদি একবার বলো, 'সময় সুন্দর কাটুক তোমার', আনন্দে কেঁদে ফেলবো।'

'ছুটির পরে দেখা হবে,' বলে আমার রিপোর্ট পড়তে শুরু করে দিল গ্লেন্ডা।

এডোয়ার্ডের ঘরে ঢুকলাম। মাসের বেতন সেই সাথে ছুটি কাটানোর টাকা তুললাম। আবার ধনী হয়ে গেছি আমি!

অফিসে ঢুকে দেখি আমার জন্য অপেক্ষা করছে চিক। আমাকে দেখেই হাত বাড়িয়ে দিল। ওর পঞ্চাশ ডলারের দেনা শোধ করে দিলাম।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?' টাকাটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে জিজ্ঞেস করল চিক।

'কোথাও যাওয়ার মত অঢেল টাকা নেই আমার। সুন্দরী পাখিগুলোকে নিয়ে একটু রিল্যাক্স করব আর কি।'

চিক দরজার দিকে পা বাড়াল, দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। 'ভুলে গেছিলাম। এফ বি আই থেকে একটা প্যাকেট এসেছে তোমার নামে ঘণ্টা কয়েক আগে।' পকেট থেকে একটা মুখ বন্ধ খাম বের করে আমাকে দিল। তারপর চলে গেল।

খামটা উল্টেপাল্টে দেখলাম, বিস্মিত হয়েছি। তারপর খুলে ফেললাম। ভিতর থেকে ছোট একটি চিরকুট আর এক মহিলার ছবি বেরুলো। চিঠিতে লেখা: *তোমাকে বলেছিলাম আলডো পোফেরির বউ লুসিয়া পোফেরির ছবি পাঠাবো। এর কোনও খোঁজ পেলে জানিও। লু।*

ছবিটির দিকে তাকালাম। এক স্বর্ণকেশী। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে, আমার দিকে কঠিন, ভীতিকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল আমার ভিতরে। মহিলা স্বর্ণকেশী না হলে বাজি ধরে বলতে পারতাম এ ন্যান্সি হ্যামেল। কাঁপা হাতে একটা ফেল্ট পেন তুলে নিলাম, চুলে এঁকে দিলাম কালো রঙ। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ছবির দিকে।

এখন আমার কোনও সন্দেহ নেই।

এই মহিলা, যার বিরুদ্ধে দুটো খুনের অভিযোগ রয়েছে এবং যে ভয়ানক বিপজ্জনক এক সন্ত্রাসীর বউ, এ আসলে ন্যান্সি হ্যামেল।

পাঁচ

দ্য প্যারাডাইস সিটি হেরাল্ড-এর মর্গের দায়িত্বে আছে নাইট ক্লার্ক ফ্যানি ব্যাটলি। বড় ঘরটিতে আমাকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল। এ ঘরের ফোলিওতে সার বাঁধা পুরানো সংখ্যার খবরের কাগজ, স্টীল কেবিনেটে রয়েছে পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে ছাপা হওয়া সমস্ত ছবি।

পারনেল অপারেটররা প্রায়ই মর্গের সুবিধা গ্রহণ করে, ফ্যানি আমাদের সবাইকে চেনে। কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েটি খুব ভালো, নিজের কাজটাও বোঝে ভালো আর সাহায্য চাইতে গেলে কখনও না করে না।

'হাই, বার্ট! তুমি এ সময়েও নিশ্চয়ই কাজ করছ না?' আন্তরিক হাসি দিল ফ্যানি।

'হাই, ফ্যান,' আমি ওর ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালাম। 'কাল ছুটিতে যাচ্ছি। ছোট একটা কাজ এখনও ঝুলে আছে ঘাড়ের উপর। তোমার সাহায্য দরকার।'

'কী রকম সাহায্য?'

'লেখক রাস হ্যামেল কাকে, কবে, কোথায় বিয়ে করেছেন জানতে চাই।'

'নো প্রোবলেম। বোসো।' একটা টেবিল দেখাল ও। 'আমি কাগজপত্র নিয়ে আসছি।'

ফ্যানির এ জিনিসটা খুব ভালো লাগে আমার। কখনও অবান্তর প্রশ্ন করে না।

চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। কিছুক্ষণ পর একটা খবরের কাগজ নিয়ে এল ফ্যানি। রাখল টেবিলের উপর।

'দম্পতির ছবি আছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

স্টীল কেবিনেট থেকে একটা খাম বের করল ফ্যানি, রাখল ডেস্কে। 'এই-ই আছে, বার্ট।'

'ফাইন, ফ্যান। ধন্যবাদ।'

নিজের টেবিলে ফিরে গেল ফ্যানি, কার্ড বাছাইয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ছবিগুলো দেখলাম আমি। রাস হ্যামেলের চুল ধূসর, চৌকো মুখ, পেশীবহুল শরীর, সুদর্শন, চাউনিতে বড়লোকি তাচ্ছিল্য ও বেপরোয়া ভাব। ন্যান্সির চোখে গাঢ় গগলস সানগ্লাস, মুখের অনেকটা ঢেকে রেখেছে। রাস্তায় ন্যান্সিকে যারা দেখেছে তারা এ ছবি দেখে চিনতে পারবে না মেয়েটাকে।

বিয়ের খবর পড়লাম। হ্যামেলের সঙ্গে ন্যান্সির পরিচয় রোমে। প্রথম দর্শনেই প্রেম। পরিচয়ের দু'মাসের মাথায় বিয়ে। হ্যামেল বলছেন ন্যান্সি খুব লাজুক, তাই বিয়ের ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চায় না। হ্যামেলও তাকে বিরক্ত করেন নি।

তারিখ চেক করলাম। আট মাস আগে হ্যামেলের সাথে পরিচয় ন্যান্সির। কোল্ডওয়েল বলেছিল ন্যান্সি পোফেরির সঙ্গে আঠার মাস আগে যোগ দেয়। তার মানে পোফেরির স্ত্রী থাকাকালীন হ্যামেলকে বিয়ে করেছে ন্যান্সি! জেল থেকে পালিয়ে ইটালি ত্যাগ করার জন্যই কী সে হ্যামেলকে বিয়ে করেছিল? এটাই হতে পারে, রাস হ্যামেলের বউ চিহ্নিত সন্ত্রাসী, এমন সন্দেহ ভুলেও করবে না কেউ।

আর কোনও তথ্যের দরকার নেই আমার। সন্তুষ্ট চিত্তে ফোলিও ফিরিয়ে দিলাম ফ্যানিকে। ওকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলাম।

মেজারে বসে ঠিক করে ফেললাম পরবর্তী করণীয়। কাল দুপুরে কান্ট্রি ক্লাবে ন্যান্সির সঙ্গে আমার দেখা হবে। এবার ওকে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করতে পারব। কারণ আমি জানি ও লুসিয়া পোফেরি।

বাড়ি ফিরে ধীরে সুস্থে এ নিয়ে আরও চিন্তা করা যাবে ভেবে স্টার্ট দিলাম গাড়ি। রাস্তায় একটা স্যান্ডউইচ বার থেকে এক বাক্স স্যান্ডউইচ কিনলাম। বাসার কাছাকাছি এসেছি, চোখে পড়ল রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছোটখাট একটি মানুষ প্রাণপণে হাত নাড়ছে আমাকে উদ্দেশ্য করে।

ব্রেক পেডালে প্রায় দাঁড়িয়ে গেলাম, ক্রিইইচ শব্দ করে থেমে গেল মেজার।

জোয়ি দৌড়ে এল জানালার কাছে।

'বাড়ি যাবেন না, মি. অ্যান্ডারসন,' জরুরী গলায় বলল সে। 'ওরা আপনার জন্য ওঁৎ পেতে আছে।'

'কী হয়েছে, জোয়ি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ডিয়াজ আর জোনস', হাঁপাচ্ছে ছেলেটা। 'ওদের পিছু নিয়েছিলাম আমি। ওরা আপনার বাসায় গেছে। আপনার বাসায় একটা টর্চ জ্বলতে-নিভতে দেখেছি। ওরা এখনও আছে ওখানে।'

শির শির করে উঠল মেরুদণ্ডের কাছটায়। ন্যান্সি তাহলে লোক লেলিয়ে দিয়েছে! ডিয়াজের কাছে গিয়ে বলেছে আমি ওর হাত মুচড়ে দিয়েছি। আল বার্নির সাবধান বাণী মনে পড়ে গেল ঃ ডিয়াজ আর জোনসের কাছ থেকে দূরে থাকবেন। ঠাণ্ডা ঘাম ফুটল কপালে। পেট ডিয়াজের ব্যাপারে নাক গলিয়ে ছিল বলে নিষ্ঠুর ভাবে তাকে বিদায় নিতে হয়েছে পৃথিবী থেকে। ন্যান্সিকে আমার আইনজীবীর কথা বলেও লাভ হয়নি দেখছি। ডিয়াজ হয়তো ভেবেছে ব্লাফ দিয়েছি। হ্যাঁ, ব্লাফ দিয়েছিলাম বটে। তবে এবার সত্যিই কাজটা করব। ন্যান্সির ব্যাপারে সমস্ত স্টেটমেন্ট লিখে উকিলের কাছে দেব। ডিয়াজকে স্টেটমেন্ট তো দেখাবোই সেই সাথে উকিলের রশিদও থাকবে। একমাত্র এভাবেই ডিয়াজের দাঁত ভাঙা যাবে।

সিদ্ধান্ত নিলাম অফিসে যাব। স্টেটমেন্ট টাইপ করব। এ মুহূর্তে বাসায় ফেরা সমীচীন হবে না।

'ঠিক আছে, জোয়ি,' বললাম আমি। 'তুমি ফিরে যাও। নজর রাখতে থাকো। ওরা চলে গেলে ফোন কোরো।'

আমি ওকে আমার বিজনেস কার্ড দিলাম। সেই সাথে কুড়ি ডলারের

নোট আর দুটো স্যান্ডউইচ। খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল জোয়ির। ঝট্ করে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

এজেন্সির নাইটগার্ড জ্যাকসন এত রাতে আমাকে অফিসে ফিরতে দেখে একটু অবাকই হলো। 'কিছু ফেলে গেলেন কী, মি. অ্যান্ডারসন?' গেট খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল।

'ডেস্ক গোছাতে এসেছি,' জবাব দিলাম আমি। 'কাল ছুটিতে যাচ্ছি।'

দু'ঘণ্টা লাগল স্টেটমেন্ট রেডি করতে। তিনটে কপি করেছি। আলাদা খামে ভরলাম সব ক'টা। প্রতিটি খামের উপর লেখা রইলঃ আমার মৃত্যু হলে কিংবা আমি নিখোঁজ হয়ে গেলে এটি পুলিশ চিফ টেরেলকে দিতে হবে।'

একটা বড় খামে ঢোকালাম আমার স্টেটমেন্টের প্রধান কপি, সেই সাথে পোফেরি আর ন্যান্সির ছবি। ঠিকানায় লিখলাম হাওয়ার্ড শেলবির নাম, চতুর এক আইনজীবী, ঠেকায়-বেঠেকায় এজেন্সির কাজ করে দেয়। আমার একজন ভালো বন্ধু। তাকে চিঠি লিখলাম একটা। বললাম বিপজ্জনক একটা দলের বিরুদ্ধে কাজ করছি, ওদের সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করছি। আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে যেন খামটি না খোলে। আমাকে হুমকি দেয়া হয়েছে, তাই ব্যাপারটা ওকে জানাচ্ছি। শেষে লিখলাম সে যদি শোনে আমি মারা গেছি কিংবা নিখোঁজ হয়েছি, খামটা যেন পুলিশ চিফ টেরেলের হাতে তুলে দেয়। ও আমার চিঠি পেয়েছে এই মর্মে যেন কাল দুপুরের মধ্যে আমাকে অবশ্যই রশিদ পাঠিয়ে দেয়।

শেলবির অফিস ট্রুম্যান বিল্ডিং-এর পাঁচ তলায়। আমি চিঠিটি ওর মেল বক্সে রেখে ফিরে এলাম নিজের কামরায়। নাইটগার্ড উদাস চোখে দেখল সবই কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না।

টেবিলে বসে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলাম আমি। যাক, এখন আমি প্রায় নিরাপদ। দ্বিতীয় খামটা লুকিয়ে রাখলাম রবার্টসন'স ল ইনডেক্স-এর ভিতরে, বইটা রেখে দিলাম মদের বোতল রাখার ড্রয়ারে। বোতলে এখনও খানিকটা স্কচ আছে দেখে ঢেলে নিলাম গ্লাসে। তৃতীয় খাম আশ্রয় পেল আমার ওয়ালেটে।

মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ভাবতে লাগলাম ন্যান্সির কথা। কাল দুপুরে কান্ট্রি ক্লাবে হাজির থাকবে কী মেয়েটা? ডিয়াজের কাছে গেছে সে সাহায্য চাইতে। ডিয়াজ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। বন্দুক হাতে?

ড্রিংক শেষ করেছি, এমন সময় ঝনঝন শব্দে বাজল ফোন। জোয়ি। বলল, 'ওরা পাঁচ মিনিট আগে চলে গেছে, মি. অ্যান্ডারসন। আলমেডায় গেছে।'

'ধন্যবাদ, জোয়ি। এখন ঘুমাতে যাও। জিম্বো কেমন আছে?'

'আলমেডায় নজর রাখছে সে, মি. অ্যান্ডারসন।'

'নজর রাখতে থাকো, জোয়ি। কোনও খবর পেলেই বাসায় ফোন করবে।'

'জ্বী, মি. অ্যান্ডারসন।' ফোন রেখে দিল সে।

এখন ঘুমানো দরকার। নাইট গার্ডকে শুভরাত্রি বলে গ্যারেজে গেলাম। গাড়ি নিয়ে ধরলাম বাড়ির পথ।

ঘরের কোনও কিছু ওলোটপালোট করা হয়নি। কার্পেটের উপর সিগারেটের ছাই পড়ে না থাকলে বুঝতেই পারতাম না ডিয়াজ আর জোনস এখানে এসেছিল।

কাল! সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আগামীকাল কী করতে হবে। নিজের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস রয়েছে আমার। সদর দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলাম। ঢুকলাম বাথরুমে।

শাওয়ারের পানি যেন সবুজ নোটের ঝিরঝির শব্দ তুলে পরতে লাগল গায়ের উপর : বিভোর হয়ে থাকলাম আমি।

কলিংবেলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ির দিকে তাকালাম। সাড়ে দশটা বাজে। দরজার সামনে গিয়ে হাঁক ছাড়লাম, কে? 'মি. শেলবির চিঠি,' ভেসে এল একটি নারী কণ্ঠ।

দরজা খুললাম। শেলবির ক্লার্ক। কোন কোন মেয়ে আছে সব সময় ভয়ে থাকে তাকে বুঝি কেউ ধর্ষণ করে ফেলল। এ সেই টাইপের মেয়ে। ভয়ে ভয়ে আমার হাতে একটি খাম তুলে দিয়েই ছুটে পালাল।

খাম খুলে বের করলাম শেলবির চিঠি

প্রিয় বার্ট অ্যান্ডারসন,

তোমার চিঠি পেয়েছি। খামটি নিরাপদে থাকবে আমার কাছে। তোমার নির্দেশ মোতাবেক কাজ করা হবে।

ইতি

হাওয়ার্ড শেলবি

শিস দিতে দিতে চিঠিটি টেবিলে রাখলাম। তারপর কিচেনে ঢুকে কফি বানালাম। নিশ্চিন্ত বোধ করছি।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ দাড়ি কামিয়ে, গোসল সেরে, দামী ক্রীম ও ব্লু স্ট্রাইপের সুট পরে নিলাম। দরজায় তালা মেরে বেরিয়ে পড়লাম মেজার নিয়ে।

সটান চলে এলাম কান্ট্রি ক্লাবে। গাড়ি পার্ক করে সুপ্রশস্ত লবিতে হেঁটে এলাম। ১১.৫৫ বাজে। পোর্টারিকে জিজ্ঞেস করলাম মিসেস হ্যামেল এসেছেন কিনা।

'না, সার। এখনও আসেন নি,' জবাব দিল সে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে, প্রবেশ পথটা পরিষ্কার দেখা যায়, এমন জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লাম। সাড়ে বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরেও ন্যান্সির চেহারা দেখতে না পেয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম লাঞ্চ করতে। সময় নিয়ে খেলাম। তারপর ঘুরে এলাম টেনিস কোর্ট, ৩ নং সুইমিং পুল। ন্যান্সির পাত্তা নেই।

কাজেই এখন অপারেশন B-তে নেমে পড়তে হয়।

গাড়ি নিয়ে চলে এলাম জেটিতে, পার্ক করলাম আলমেডা বার-এর কাছে। গাড়ি থেকে নেমে পা বাড়ালাম আলমেডার দিকে। পুঁতির পর্দা একপাশে ঠেলে সরিয়ে ঢুকে পড়লাম বড় ঘরটিতে।

জেটির অনেক লোক আজ বার-এ। প্রচুর ট্যুরিস্ট দখল করেছে নানা টেবিল। মেক্সিকান ওয়েটাররা পরিবেশনে ব্যস্ত।

বারের দিকে আমাকে এগুতে দেখে মোটকা বারকীপার তেলতেলে হাসি দিল।

'মি. ডিয়াজ,' বললাম আমি। 'কোথায় পাব তাঁকে?'

বারকীপারের ছোট ছোট চোখ জোড়া বিস্ফারিত হলো। 'আপনি মি. ডিয়াজের কাছে এসেছেন?'

'তুমি কালা নাকি?' হাসলাম আমি।

'মি. ডিয়াজ ব্যস্ত।'

'আমিও। জলদি করো, মোটু। বলো বার্ট অ্যান্ডারসন এসেছে।'

ইতস্তত করল সে, তারপর ফোন তুলে নরম গলায় কী যেন বলে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

'ওদিকে যান।' ঘরের শেষ প্রান্তের একটা দরজা দেখাল বারকীপার।

দরজার দিকে পা বাড়ালাম, খুললাম কপাট, ঢুকে পড়লাম অফিসের মত সুসজ্জিত একটি ঘরে আমার সামনে একটি ডেস্ক, ডানে ও বামে

ফাইলিং কেবিনেট, ডেস্কের উপর দুটো টেলিফোন, ছোট আরেকটি ডেস্ক দখল করেছে একটি টাইপ রাইটার।

বড় ডেস্কের পিছনে বসে রয়েছে হালকা-পাতলা গড়নের মধ্যবয়স্ক এক লোক। আমার দিকে বিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। ঘন, তেল মাখানো কালো চুল শার্টের কলার ঢেকে দিয়েছে। ঠোঁটের উপর কালো গোঁফের ডগা দু'দিকের গাল ছুঁয়েছে। লোকটার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম আল বার্নি কেন এর কাছ থেকে আমাকে দূরে সরে থাকতে বলেছিল। অত্যন্ত বিপজ্জনক এ লোক।

'মি. ডিয়াজ?' দরজা বন্ধ করে কপাটে হেলান দিলাম আমি। মাথা দোলাল সে, দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে।

'আপনি লুসিয়া পোফেরির হয়ে কাজ করছেন?' তাকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ভাবলেশহীন মুখে জবাব এল, 'আপনি রং নাম্বারে ফোন করেছেন।'

'তাহলে হয়তো ন্যান্সি হ্যামেলের হয়ে কাজ করছেন?'

'হয়তো।'

'আজ কান্ট্রি ক্লাবে আমার সঙ্গে তার দেখা করার কথা। কিন্তু আসেনি সে।'

শ্রাগ করল সে, চেহারায় বিরক্তি।

'আজ বেশ কিছু টাকা আমাকে দেয়ার কথা ছিল তার,' বললাম আমি। 'কিন্তু পাইনি।'

আরও বিরক্ত দেখাল লোকটাকে।

বুঝতে পারলাম কথা বের করতে সময় লাগবে। একটা চেয়ার টেনে বসলাম ডিয়াজের সামনে। স্টেটমেন্টের একটা কপি বের করে ছুঁড়ে দিলাম টেবিলে।

খামের উপরের লেখাটা পড়ল সে। তারপর শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, 'আপনার কী মরার শখ হয়েছে?'

'পেট লিউনস্কির শখ হয়েছিল। না, আমার এ মুহূর্তে মারা যাওয়ার ইচ্ছে নেই।'

ভুরু তুলল সে। 'এ নিয়ে বাজি ধরার দরকার নেই।'

'খামের ভিতরের লেখাটা পড়ুন আগে। আপনার জন্যই এটা লেখা হয়েছে। পড়ার পরে পচা থ্রিলার ছবির ভিলেনের মত কথা বলার অভ্যাসটা বদলে যাবে।'

ভীষণভাবে জ্বলে উঠল ডিয়াজের চোখ, তবে চেহারা অভিব্যক্তিশূন্যই থাকল। পাতলা ফলার ছুরি দিয়ে খামের মুখ কাটল সে, বের করল টাইপ করা কাগজগুলো।

সিগারেট জ্বালিয়ে লোকটাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। পাঁচ পৃষ্ঠার পুরো স্টেটমেন্ট পড়ল সে। কিন্তু চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। পড়া শেষ করে কাগজগুলো নামিয়ে রাখল টেবিলে। তাকাল আমার দিকে।

'এটাও দেখুন,' হাওয়ার্ড শেলবির চিঠিটি দিলাম তাকে।

চিঠিতে এক নজর বুলিয়ে ওটা স্টেটমেন্টের উপর রেখে দিল ডিয়াজ।

'ব্ল্যাকমেইলের গন্ধ পাচ্ছি,' মন্তব্য করল সে। 'পনের বছরের জন্যে শ্রীঘরে থাকতে হবে আপনাকে।'

'তা হতে পারে। তবে লুসিয়া এবং তার স্বামীর কুড়ি বছরের জেল হয়ে যেতে পারে আর বিপজ্জনক অপরাধীদের আশ্রয় দেয়ার অপরাধে পাঁচ বছরের জন্য আপনি যাবেন শ্বশুর বাড়ি।'

একটা বাক্সের দিকে হাত বাড়াল ডিয়াজ, বের করল একটি হাভানা সিগার। গোড়ার দিকটা দাঁতে কামড়ে কেটে ফেলল, থুথু ফেলল, তারপর সাবধানে আগুন ধরাল।

'আপনি আসলে কী জন্য এসেছেন, মি. অ্যান্ডারসন?'

'ন্যান্সি তো আপনাকে বলেছেই।' বললাম আমি।

আমার দিকে সিগারেটের ধোঁয়া ছুঁড়ল ডিয়াজ। 'এক লাখ ডলারের কথা বলেছে। আমি বলেছি ব্যাপারটা ভুয়া।'

'ভুয়া না সত্যি প্রমাণ চাইলে দেখিয়ে দিতে পারি। এক লাখ ডলার নয়তো বাঁশি বাজিয়ে দেব আমি।'

ডেস্কের ড্রয়ার খুলল ডিয়াজ, ১০০ ডলারের পাঁচটা বান্ডিল ঠেলে দিল আমার দিকে।

‘এখানে পঞ্চাশ হাজার ডলার আছে, মি. অ্যান্ডারসন। নিয়ে কেটে পড়ুন।’

টাকার বান্ডিলগুলোর দিকে স্থির দৃষ্টি আমার। এতগুলো টাকা এক সঙ্গে জীবনেও দেখি নি। এ লোকের সঙ্গে দর কষাকষি করে লাভ হবে না বুঝতে পেরে টাকাগুলো খামের মধ্যে ভরে ফেললাম।

‘এদিকে আপনার টিকিটিও যেন আর না দেখি, মি. অ্যান্ডারসন’, নরম তবে ভীতিকর গলা ডিয়াজের। ‘ব্লাকমেলাররা লোভী হয়। তবে এটাই ফাইনাল পেমেন্ট। ঠিক আছে?’

‘আচ্ছা।’ বলে চেয়ার ছেড়ে সিধে হলাম।

‘একটা কথা, মি. অ্যান্ডারসন। আবার যদি চাপ দেয়ার চেষ্টা করেন, আপনার পরিণতি খুবই ভয়ঙ্কর হবে। আমি নিজে আপনাকে মারব। তবে মৃত্যুটা হবে যন্ত্রণাময়, ধীরে। বোঝা গেছে?’

চোখাচুখি হলো ডিয়াজের সঙ্গে। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা বরফ জল নামল। সাপে ভয় পাই আমি। আর ডিয়াজ একটা সাপ।

‘আমার সঙ্গে লাগতে আসবেন না,’ বললাম আমি। ‘আমিও আপনাদের ছায়া মাড়াব না।’ টাকা ভর্তি খামটা ঢুকিয়ে ফেললাম পকেটে। পা বাড়ালাম দরজার দিকে। তারপর থেমে দাঁড়ালাম। তাকালাম ডিয়াজের দিকে। ‘পেট আর ছেলেটাকে কে খুন করেছে? আপনি?’

বেজায় বিরক্ত হয়েছে এমন ভাবে চাইল লোকটা আমার দিকে। ‘তা দিয়ে আপনার দরকার কী?’ ব্যস্ত হয়ে পড়ল আমার স্টেটমেন্ট একটা খামে ঢোকাতে।

বার থেকে বেরিয়ে এলাম আমি তপ্ত রোদে। টাকাটার আগে একটা নিরাপদ ব্যবস্থা করা দরকার। সোজা ব্যাংকে গিয়ে নিজের অ্যাকাউন্টে জমা দিলাম। বাড়ির পথ ধরেছি, মনে পড়ল জোয়ির কথা। ফিরে এলাম

জেটিতে। গাড়ি পার্ক করে দ্রুত হাঁটা দিলাম লবস্টার কোর্ট-এর উদ্দেশে। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর দরজা খুলে দিল জোয়ি। ঘুম ঘুম চোখ।

'তোমার ঘুম ভাঙালাম নাকি, জোয়ি?' ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলাম।

'ঠিক আছে, মি. অ্যান্ডারসন।'

'জিম্বো এখনও কাজ করছে?'

'জ্বী, মি. অ্যান্ডারসন।'

'কাজ শেষ, জোয়ি। ওকে ডেকে পাঠাও। ওদের উপর আর নজর রাখতে হবে না।' ওয়ালেট থেকে পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট বের করে দিলাম ওকে। 'ঠিক আছে?'

চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ধন্যবাদ, মি. অ্যান্ডারসন। আর রিপোর্ট দিতে হবে না?'

'না। হবে না। ভুলে যাও, জোয়ি।'

অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল ছেলেটা। 'আমি ভুলতে পারব না, মি. অ্যান্ডারসন। ওরা টমকে খুন করেছে।'

'জানি আমি। তবু ভুলে যাও ওদের কথা। ওরা বিপজ্জনক লোক। ওদের ধারে-কাছেও যাবে না। ঠিক আছে?'

আবার হাসল জোয়ি। 'আপনি আপনার কাজ করুন, মি. অ্যান্ডারসন। আমি আর জোম্বি আমাদেরটা করব।'

'না। দাঁড়াও। ওদেরকে ঘাঁটিয়ো না। তোমরা একা ওই দলের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। ওদের হাত খুব লম্বা।'

অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল জোয়ি, মাথা ঝাঁকাল।

'আপনি যা বলেন, মি. অ্যান্ডারসন।'

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে!' ওর কাঁধ চাপড়ে দিলাম। একেক লাফে তিন সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলাম নীচে।

বাড়ির ফেরার পথে পঞ্চাশ হাজার ডলারের নোটগুলো ভাসতে লাগল চোখে। বিশ্বাসই হচ্ছে না ডিয়াজের মতো সাপ এত সহজে ফণা নামিয়েছে।

এখন একটু মৌজমাস্তি করা দরকার। বার্থাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব শহর ছেড়ে। ঘড়ি দেখলাম। সাতটা বাজে। বার্থার এতক্ষণে বাড়ি ফেরার কথা।

এলিভেটরে চেপে নিজের ফ্লোরে চলে এলাম। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেছি, বাজতে শুরু করল ফোন। চট করে দরজা বন্ধ করলাম। নিশ্চয় বার্থা! মুচকি হাসলাম। ও দুশো মাইল দূর থেকে টাকার গন্ধ পায়।

ছোঁ মেরে তুলে নিলাম রিসিভার। 'হাই, বেব।'

ঠাণ্ডা, ঘনঘনে একটা নারী কণ্ঠ ভেসে এল, 'মি. বার্ট অ্যান্ডারসন বলছেন।'

'হ্যাঁ। কে বলছেন?'

'একটু ধরুন। মি. মেল পামার আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

মেল পামারের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না বলার আগেই ক্লিক করে একটা শব্দ হলো, শোনা গেল বুড়োর গলা।

'আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে যোগাযোগের চেষ্টা করছি, মি. অ্যান্ডারসন,' নালিশের মত শোনাল পামারের কণ্ঠ।

'এ মুহূর্তে আমি ছুটিতে আছি, মি. পামার', ফুরফুরে ভঙ্গিতে বললাম।

'জরুরী কোনও বিষয় হলে অফিসে যোগাযোগ করুন।'

'মি. অ্যান্ডারসন, মি. হ্যামেলকে আমি রিপোর্ট দিয়েছি। উনি খুশি হয়েছেন। এখন ব্যক্তিগতভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

চোখ মিটমিট করলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'বিষয়টা কী?'

দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল ও প্রান্ত থেকে। 'মি. অ্যান্ডারসন, মি. হ্যামেলের খেয়াল বা অনুরোধের সব কিছু যদি আগেই জানতে পারতাম তাহলে আমার ঝামেলা অনেক কমে যেত। আমি শুধু জানি কাল সকাল দশটায় উনি তাঁর বাড়িতে আপনাকে দেখতে চেয়েছেন।'

'বলে দিন আমি ছুটিতে আছি,' লোকটাকে ভোগানোর জন্য কথাটা বললাম।

'মি. অ্যান্ডারসন, প্লীজ! মি. হ্যামেল আপনাকে আশা করছেন?'

'তাতে আমার কী লাভ?'

'মানে?'

'আমার ছুটি ভেস্তে যাবে, আবার কাজ করতে হবে আমাকে। বেহুদা কাজ করতে রাজি নই আমি।'

গুঙিয়ে উঠল লোকটা। 'মিস কেরীর সাথে দেখা করব?'

'না। একশো ডলারের একটা পার্সোনাল চেক দেবেন আমাকে। তাহলে আর সমসা হবে না।'

'ঠিক আছে। মি. হ্যামেলকে তাহলে বলি আপনি আসছেন?'

'বলুন,' বলে লাইন কেটে দিলাম।

উহ্, আজ চারিদিকে শুধু সবুজ নোটের ছড়াছড়ি। এ মুহূর্তে আমার বার্থাকে চাই। টাকার গরমে শরীরও গরম হয়ে উঠেছে। আমি দ্রুত বার্থার নাম্বারে ডায়াল করতে লাগলাম।

পরদিন। সকাল দশটা। বসে আছি আমি রাস হ্যামেলের প্রাসাদোপম বাড়ির বিরাট ও অভিজাত লিভিংরুমে। এখানে প্রচুর সিকিউরিটির মাঝ দিয়ে আসতে হয়েছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া লার্গো সিটিতে কারও প্রবেশাধিকার নেই।

আমাকে অত্যন্ত দামী একটি সোফায় বসিয়ে দিয়ে গেছে মি. হ্যামেলের কৃষ্ণাঙ্গ বাটলার। কোটিপতি লেখককে আমার আগমন সংবাদ দিতে গেছে। একটু পর এসে বলল, 'চলুন। মি. হ্যামেল অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য।'

রাস হ্যামেলের ঘরের সামনে নিয়ে এল সে আমাকে। বিনীত গলায় বলল, 'মি. অ্যান্ডারসন, স্যার।'

ভিতর থেকে ভেসে এল জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'আসুন, মি. অ্যান্ডারসন।'

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বড় ঘরটিতে ঢুকলাম আমি। আভিজাত্য ঠিকরে পড়ছে ঘর থেকে। এক নজর বুলিয়েই বোঝা যায় টাকা থাকলে মানুষ কত সুন্দর ভাবেই না ঘর সাজাতে পারে।

মি. হ্যামেল ছবির মতই, চৌকো মুখ, পেশীবহুল শরীর, রোদে পোড়া চামড়া, সুদর্শন। বড় একটি ডেস্কের পিছনে বসে ছিলেন তিনি। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, বাড়িয়ে দিলেন হাত।

'আপনি এসেছেন, খুশি হয়েছি, মি. অ্যান্ডারসন। শুনলাম ছুটিতে আছেন।'

আমি মাথা ঝাঁকালাম। একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'বসুন। কী খাবেন? কফি? ড্রিংক? সিগার?'

'এ মুহূর্তে কিছুই খাব না, স্যার। ধন্যবাদ।' চেয়ারে বসলাম আমি।

'আপনার রিপোর্ট পড়লাম,' ডেস্কের উপর রাখা রিপোর্টে টোকা দিলেন তিনি। 'বাজি ধরে বলতে পারি আপনার কোন ধারণাই নেই কেন আমার স্ত্রীর উপর নজর রাখার জন্য আপনাকে ভাড়া করেছি।'

সোজা তাঁর চোখে চোখ রাখলাম। 'ব্যাপারটা খুব সোজা, মি. হ্যামেল। আপনার বর্তমান বইয়ের জন্য কিছু বস্তুনিষ্ঠ উপাদান দরকার ছিল। তাই নিজেই আজেবাজে চিঠি লিখে আপনার এজেন্টকে নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেরকে ভাড়া করার জন্য। দেখতে চেয়েছেন বাস্তবে গোয়েন্দারা কীভাবে কাজ করে।'

মুখ হাঁ হয়ে গেল হ্যামেলের, তারপর ফেটে পড়লেন অট্টহাসিতে। আর তক্ষুণি মানুষটিকে পছন্দ হয়ে গেল আমার।

'ঠিক ধরেছেন। কিন্তু বুঝলেন কী করে?'

'আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ, মি. হ্যামেল। আপনার কাজ যেমন হিট বই লেখা, আমারও কাজ সাফল্যের সাথে ডিউটি পালন করা। আর এসব ক্ষেত্রে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিতে খুব বেশি সমস্যা হয় না।'

'আসলেই আমার দরকার ছিল গোয়েন্দা এজেন্সি কীভাবে কাজ করে তা দেখা,' মুচকি হাসলেন তিনি। 'আপনার রিপোর্ট আমার খুব কাজে লাগবে। আমার সঙ্গে একটু গল্প করার সময় হবে কী আপনার? আপনার সম্পর্কে জানতে চাইছি। আমি আপনাকে নিয়ে লিখব আমার বইতে।'

'আমার আপত্তি নেই।'

'তবে খামোখা আপনার সময় নষ্ট করব না, মি. অ্যান্ডারসন। এ জন্য সম্মানী পাবেন আপনি।'

'ঠিক আছে, স্যার। কী জানতে চান, বলুন?'

আধ ঘণ্টা গল্প করলাম আমরা। বলা উচিত বেশীর ভাগ কথা আমিই বললাম, উনি একের পর এক প্রশ্ন করে গেলেন। এজেন্সি সম্পর্কে জানতে চাইলেন, জিজ্ঞেস করলেন অপারেটরদের কীভাবে ট্রেনিং দেয়া হয়, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড, সব বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন।

অবশেষে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'ধন্যবাদ, মি. অ্যান্ডারসন। যা যা দরকার সমস্ত তথ্যই আপনি আমাকে দিয়েছেন। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, মি. অ্যান্ডারসন। এ রিপোর্ট না পেলে বুঝতে পারতাম না আমি যখন কাজে ব্যস্ত থাকি ওই সময় কতটা একঘেয়ে জীবনযাপন করে আমার স্ত্রী। এখন থেকে এদিকে নজর দেব।'

আমি কিছু বললাম না। মনে মনে ভাবলাম, আপনি যদি জানতেন আপনার একাকী স্ত্রীটি কী ভয়ঙ্কর একটা সাপ তাহলে মুখে আত্মবিশ্বাসের হাসিটি আর থাকত না।

'সময় দেয়ার জন্য আবারও ধন্যবাদ', একটা খাম ধরিয়ে দিলেন হ্যামেল আমাকে, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। 'এটা আপনার ফী।'

'থ্যাংক ইউ, মি. হ্যামেল,' বললাম আমি। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন তিনি আমাকে।

হ্যামেলের কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্য দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে অপেক্ষার ভঙ্গিতে।

'আবার দেখা হবে,' বলে হ্যান্ডশেক করলেন হ্যামেল আমার সঙ্গে। ফিরে গেলেন নিজের ঘরে।

গাড়িতে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। ভাবছি হ্যামেল কবে আবিষ্কার করবেন তার বউ একজন খুনী। হয়তো কোনদিনই জানতে পারবেন না। না জানলেই ভালো। লোকটিকে আমার ভালো লেগেছে। তাঁকে আরও পছন্দ করে ফেললাম খাম খোলার পরে। ওখানে ৫০০ ডলারের একটা নোট শুয়ে আছে চুপচাপ!

ছয়

কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তবে যতক্ষণ স্থায়ী থাকে, মনে হয় যেন বর্ণালী স্বপ্ন দেখছি। তবে আমার স্বপ্নটা যেন একটু দ্রুতই ফুরিয়ে গেল। বার্থাকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম ছুটি কাটাতে। বার্থা কুড়ি হাজার ডলার দিয়ে বিলাস বহুল একটি ইয়ট ভাড়া করেছিল। আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি কামান দ্বীপপুঞ্জ, বারমুডা, বাহামা ও মার্টিনিক। সাঁতার কেটেছি, খেয়েছি সবচেয়ে দামী খাবার, প্রতিদিন চার বোতল শ্যাম্পেন সাবাড় করেছি, সেই সাথে রাম তো ছিলই। রাম খেয়ে বার্থা এত সেক্সি হয়ে উঠেছিল, ওর চাহিদা পূরণ করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলাম আমি।

আজ সন্ধ্যায় ফিরে যাব প্যারাডাইস সিটিতে। কিন্তু বাটলার বিল নিয়ে আসার পরে মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। ৪৫,০০০ ডলার বিল হয়েছে। হিসেব-নিকেশ করতে বসলাম। আমার হাতে মাত্র দু'হাজার তিনশো ডলার আছে। অথচ চার হপ্তা আগেও পঞ্চাশ হাজার ডলারের মালিক ছিলাম আমি।

আমাকে শুকনো মুখে ডেকে বসে থাকতে দেখে বার্থা জানতে চাইল কী হয়েছে। বললাম ওকে। জানালাম প্যারাডাইস সিটিতে পৌঁছার পরে আবার দেনার জন্য হাত বাড়াতে হবে। বার্থা জানে পঞ্চাশ হাজার ডলার কীভাবে জোগাড় করেছি আমি। আজ সে প্রসঙ্গ তুলল নতুন করে। বলল,

'তুমি ভুল লোকের কাছে গিয়েছিলে, বার্ট। ন্যান্সির কাছে যাওয়া উচিত হয়নি তোমার।'

'তাহলে কার কাছে যাওয়া উচিত ছিল আমার?' কটমট করে তাকালাম ওর দিকে।

'বড় মাছ ধরা উচিত ছিল তোমার।' বলল ও। 'রাস হ্যামেল। 'প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে দাগা খেয়েছেন তিনি। আরেক তরুণীকে বিয়ে করেছেন। ভাবছেন এ পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক। ভেবে দেখো, কেউ যদি তাকে গিয়ে বলে তার বর্তমান স্ত্রীকে দুটি খুনের দায়ে খুঁজছে পুলিশ, তাঁর প্রতিক্রিয়া কী হবে?'

'তুমিই বলো কী হবে?' সামনের দিকে ঝুঁকে এলাম।

'রাস হ্যামেল বিশ্ববিখ্যাত লেখক। এই স্ক্যান্ডাল প্রেসের কাছে গেলে অ্যাটম বোমার মত বিস্ফোরিত হবে। হ্যামেল নিশ্চয়ই চাইবেন না ব্যাপারটা কেউ জানুক। ভাববেন অতীতে যা ঘটেছে। তিনি বিশ্বাস করবেন তাঁর স্ত্রী তাঁকে আগের মতই ভালোবাসে। স্ত্রীকে ইটালিয়ান জেলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে কোন কিছু– আবার বলছি– যে কোন কিছু করবেন তিনি।'

'পোফেরিকে ন্যান্সি বিয়ে করেছে জানার পরেও?'

'তুমি কী করে জানো মেয়েটার সঙ্গে পোফেরির বিয়ে হয়েছে? ইটালিয়ান পুলিশই শুধু কথাটা বলছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু বিয়ে না করলে তারা এ কথা বলতেই বা যাবে কেন?'

বিরক্তি ফুটল বার্থার চেহারায়। 'তুমি আসল পয়েন্ট থেকে সরে যাচ্ছ। পোফেরিকে সে বিয়ে করেছে না করেনি তা নয়, হ্যামেল পুরো ব্যাপারটাই গোপন রাখতে চাইবেন।'

বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম আমি। হ্যামেলের মত মানুষ কোনদিনই চাইবেন না লোকে জানুক তিনি একটা খুনীকে বিয়ে করেছেন। বাজি ধরে বলতে পারি।

'আর শোনো, বার্ট, এ মাছটাকে বড়শি থেকে ছুটে যেতে দিয়ো না। ডিয়াজের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলারের বেশি আদায় করতে পারোনি। হ্যামেলের কাছ থেকে কমপক্ষে এক মিলিয়ন ডলার আদায় করে নেবে।'

চমকে উঠলাম আমি। 'এক মিলিয়ন! তোমার মাথা ঠিক আছে তো?'

'আমার মাথা ঠিকই আছে। ওই লোকটা টাকার বিছানায় ঘুমায়। তাঁর মত মানুষের কাছে এক মিলিয়ন ডলার কী... মুরগির খাবার।

'দাঁড়াও! দাঁড়াও! হ্যামেল আমার দাবি মেনে নাও নিতে পারেন। পুলিশ ডাকতে পারেন। তখন আমার দশা কী হবে?'

'তখন তাঁর দশাই বা কী হবে? ন্যান্সির দশা কী হবে?' বলল বার্থা। 'ওঁকে তুমি নাগালের মধ্যে পেয়ে গেছ, বার্ট। মনে রেখো, এরকম সুযোগ বারবার আসে না।'

বাড়ি ফিরে প্রথমেই হাওয়ার্ড শেলবিকে ফোন করলাম। বললাম ছুটি শেষ করে কাজে যোগ দিচ্ছি। খামটা যেন ওর কাছেই থাকে। প্রতি হপ্তায় ওকে একবার ফোন করব।

চার হপ্তা প্যারাডাইস সিটিতে ছিলাম না। এখানকার খবরাখবর কিছুই জানি না। পোফেরি কী ধরা পড়েছে? লু কী বের করে ফেলেছে ন্যান্সির আসল পরিচয়? খবর পাওয়ার সেরা জায়গা প্যারাডাইস সিটি হেরাল্ড-এর মর্গে চলে এলাম। আমাকে দেখে হাসিমুখে জানতে চাইল ফ্যানি, 'ছুটি কেমন কাটল?'

'এত দ্রুত কেটে গেছে টেরই পাইনি,' বললাম আমি। 'তোমার কী খবর?'

'আগামী মাসে জর্জিয়া যাচ্ছি আমি', দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফ্যানি। 'ডিউটি ভিজিট।'

'এখানকার কী অবস্থা? নতুন কিছু ঘটেছে?'

'তেমন কিছু ঘটেনি, দু'একটা চুরি-চামারির ঘটনা ঘটেছে।' স্বস্তি অনুভব করলাম। পোফেরি ধরা পড়লে ফ্যানি অবশ্যই জানত।

'ও হ্যাঁ, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে গত পরশু রাতে,' বলল ফ্যানি।

'পেনি হিগবি।'

শক্ত হয়ে গেল শরীর। 'অ্যাটর্নির বউ?'

'হ্যাঁ। মাতাল এক ড্রাইভারের কাণ্ড। নিজের গাড়ির দিকে এগোচ্ছিল পেনি। এমন সময় কোত্থেকে উদয় হয় এই গাড়িটা। সোজা চাপা দেয়

পেনিকে। দু'জন লোক দেখেছে। গাড়িটা নাকি পাগলের মত ছুটে গিয়েছিল।'

শিরদাঁড়ায় শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো। 'আহত হয়েছে পেনি?'

'হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যায় সে।'

'জেসাস!' মুখের ভিতরটা শুকনো লাগল। 'ড্রাইভারকে ধরতে পারেনি ওরা?'

'ওরা?' নাক সিঁটকাল ফ্যানি, 'প্রত্যক্ষদর্শীদের একজনও গাড়ির নাম্বার পর্যন্ত টুকে রাখতে পারে নি। একজন বলছে নীল রঙের গাড়ি, অন্যজনের মতে সবুজ।'

ন্যান্সি হ্যামেলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, ভাবলাম আমি। এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে কোনও রহস্য লুকিয়ে নেই তো?

'আমরা দুর্ঘটনাটা নিয়ে পত্রিকায় লিখেছি,' বলে চলল ফ্যানি। 'তুমি দেখবে?'

'নাহ্,' ঘড়ি দেখলাম। 'উঠব এখন। সোমবার থেকে অফিস।'

'আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, ফ্যানি বলল, 'একটি ইন্ডিয়ান ছেলেও মারা গেছে। জেটিতে।' ধক্ করে উঠল বুক। 'কোন্ ইন্ডিয়ান ছেলে?'

'জেটির! পুলিশ বলছে পা পিছলে পড়ে গিয়ে খুলি ফেটেছে তার।'

'তার নাম কী, ফ্যান?'

কার্ড ইনডেক্স সেকশনে গেল ফ্যানি, একটু পরে এসে বলল, 'জিম্বো অসকোলা। লবস্টার কোর্টে থাকত।'

'কবে ঘটেছে এ ঘটনা?'

'কাল রাতে।'

'ধন্যবাদ, ফ্যান,' বলে চলে এলাম আমি, উঠলাম গাড়িতে।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে পেনি হিগবি ও জিম্বোর মৃত্যুর সাথে ন্যান্সি ও পোফেরি জড়িত। এমনকি হতে পারে, গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবলাম, পেনি হিগবি কোন কারণে সন্দেহ করে বসেছিল ন্যান্সিকে। ন্যান্সির পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে পোফেরি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে পেনিকে।

জোয়িকে সাবধান করে দিয়েছিলাম ডিয়াজের পা না মাড়াতে। কিন্তু আমার কথা শোনেনি ও। জিম্বো নিশ্চয় খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল ডিয়াজের। টমির মত তাকেও প্রাণের বিনিময়ে গুণতে হয়েছে মাশুল।

জোয়ি কোথায়?

ওর সঙ্গে কথা বলার জরুরী তাগিদ অনুভব করলাম। চলে এলাম জেটিতে, মেজার পার্ক করে দ্রুত পা চালিয়ে চললাম লবস্টার কোর্টে। কতগুলো বাচ্চা ফুটবল খেলছিল, ওদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি, খেলা থামিয়ে আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল।

জোয়ির বিল্ডিং-এর দিকে এগোচ্ছি, ডাক দিল একজন, 'অ্যাই, মিস্টার।'

থেমে দাঁড়ালাম। বছর নয়েক, গায়ে কাদা আর ধুলো মাখা একটি ইন্ডিয়ান ছেলে দৌড়ে এলো।

'জোয়িকে খুঁজে লাভ হবে না, মিস্টার।'

রুমাল বের করে ঘামে ভেজা মুখ মুছলাম। 'মানে?'

'ও এখানে আর থাকে না। চলে গেছে কাল রাতে।'

'কোথায় গেছে?'

'জানি না, মিস্টার।'

একটা ডলার বের করলাম পকেট থেকে। পুনরাবৃত্তি করলাম প্রশ্নটা, 'কোথায় গেছে?'

লোভাতুর চোখে নোটটা দেখছে ছেলেটা। 'আপনি মিস্টার অ্যান্ডারসন, মিস্টার?'

'হ্যাঁ।'

'ও কোথায় গেছে আমাকে বলেনি, মিস্টার। তবে আপনাকে বলতে বলেছে ওই লোকটা এখনও ওখানে আছে।'

'তুমি সত্যি জানো না ও কোথায় গেছে? আমি ওর বন্ধু। ওর সঙ্গে দেখা করা দরকার।' আরেকটা ডলার বের করলাম।

'আমি জানি না। বাসে চড়ে চলে গেছে। সঙ্গে সুটকেস ছিল।'

'কোথাকার বাস?'

'কী ওয়েস্টের বাস।'

'ঠিক আছে,' ছেলেটাকে নোট দুটি দিলাম। 'শোনো, ওর সঙ্গে যদি দেখা হয়, আমাকে ফোন করতে বোলো।'

বাচ্চাটা দাঁত বের করে হাসল। 'অবশ্যই মিস্টার।'

অ্যাপার্টমেন্টে ফেরার পথে বদলে ফেললাম সিদ্ধান্ত। আজ রাতটা অন্তত একা থাকতে পারব না। দুশ্চিন্তা হচ্ছে খুব। মাথাটা হালকা করা দরকার। আর এজন্য বার্থার সঙ্গ একান্ত প্রয়োজনীয়। গাড়ি ঘোরালাম। চললাম বার্থার বাড়িতে।

গ্লেন্ডা কেরীর টেবিলে চিঠির স্তূপ। আমাকে ঠাণ্ডা চোখ মেলে দেখল।

'হাই, ডিলিশাস,' বললাম আমি। 'চলে এসেছি আমি। কাজের জন্য প্রস্তুত। আছে কোন কাজ?'

'আছে। আজ দুপুর থেকে সলি হার্শেনহেইমারের বাড়িতে ডিউটি তোমার।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। 'ঠাট্টা করছ?'

'ওরা তোমাকে চেয়েছে। জানি না কেন। চিককে দায়িত্বটা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা তোমাকে চায়।'

'আমাকেই তো চাইবে। কারণ আমি শিক্ষিত ও সুদর্শন। ঠিক আছে, যথা সময়ে পৌঁছে যাব বুড়োর বাড়িতে।'

সলি হার্শেনহেইমার এক কোটিপতি, খেয়ালি বুড়ো। সারাক্ষণ ভয়ে শিঁটিয়ে থাকে। তার ধারণা তাকে যে কোনও মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারে গুপ্তঘাতকরা। কেউ, এমনকি পুলিশ চিফ টেরেলও লোকটাকে বোঝাতে পারেননি যে তার দুশ্চিন্তা অমূলক। তার শত্রু কে জিজ্ঞেস করলে নাম বলতে পারেনি বুড়ো। গুহাবাসী সন্ত্রাসীর মতো নিজের ঘরে সারাক্ষণ সেঁধিয়ে থাকে সে। দু'জন বডিগার্ড আছে, পালাক্রমে পাহারা দিয়ে রাখে তাকে। এদের একজন ছুটিতে গেলেই ডাক পড়ে পারনেল এজেন্সির, বিকল্প কাউকে পাঠানোর জন্য। আগের বছর আমার কাঁধে দায়িত্ব চেপেছিল। আবার ওটা পেতে যাচ্ছি।

বুড়োকে পাহারা দেয়ার মত সহজ কাজ পৃথিবীতে নেই। অনেকটা ছুটি কাটানোর মত ব্যাপার। বিশাল বাড়িতে চক্কর দাও, সন্ধ্যা বেলা টিভি দেখো আর হার্শেনহেইমারের বাটলার জারভিশের রান্না করা অতি উপাদেয় খানা খাও। কাজটাতে সমস্যা একটাই– বুড়ো মদ খাওয়া দু'চক্ষে দেখতে পারে না। তবে গার্ডরা নিজেরাই গোপনে মদের ব্যবস্থা করে নেয়। বুড়ো আজতক টের পায়নি।

সলি হার্শেনহেইমারের বাড়িতে, মাসের এ সময়ে ডিউটি করার স্বপ্ন সবাই দেখে। কারণ দুশো ডলার অতিরিক্ত পাওয়া যাবে কাজটাতে। এ যেন ঈশ্বরের দান।

'মি. হার্শেনহেইমার বাড়ি বদলেছেন, জানো?' জিজ্ঞেস করল গ্লেন্ডা।

'জানতাম না তো। কোথায় গেছেন?'

'প্যারাডাইস লার্গো। গত তিনমাস ধরে ওখানেই আছেন। তোমাকে ওখানেই রিপোর্ট করতে হবে।'

চকিতে মনে এল বুড়োর বাড়িটা যদি হ্যামেলের বাড়ির ধারে কাছে হয়,

খুব ভালো হবে। গত রাতে বার্থা আবারও চাপ দিয়েছে, আমাকে হ্যামেলের সঙ্গে কথা বলার জন্য। এ কাজের ফাঁকে হয়তো হ্যামেলের সাথে আবার সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে যেতে পারি।

ভাগ্য এখনও আমার প্রতি প্রসন্ন দেখছি।

'ওকে, লাভলি,' বললাম আমি। 'আমি তৈরি হয়ে এখুনি ছুটছি।'

সাড়ে দশটায় পেনি হিগবির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। যেতে চাইনি, বার্থা জোর করে পাঠিয়েছে। কাল রাতে পইপই করে বলে দিয়েছে অবশ্যই যেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় হাজির থাকি। অ্যাটর্নির স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় রাস হ্যামেল অবশ্যই আসবেন। এ সুযোগটা ছাড়া আমার ঠিক হবে না। হ্যামেলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কিন্তু কবরস্তানে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। কমপক্ষে তিনশো মানুষ এসেছে শোক জানাতে। চেহারায় দুঃখী দুঃখী ভাব ফুটিয়ে রাখলাম, তবে চোখ খুঁজতে লাগল হ্যামেলকে। পেয়েও গেলাম। কালো পোশাক পরা ন্যান্সিকে জড়িয়ে ধরে আছেন। ন্যান্সিকে লাগছে ভূতের মত; মুখ সাদা, চোখ ফোলা, ঠোঁট কাঁপছে, গাল বেয়ে গড়াচ্ছে জল।

হ্যামেলের সঙ্গে কথা বলার সুযোগটা হারাতে চাইলাম না। ওদিকে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ন্যান্সি। হ্যামেল ওকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে চললেন অদূরে অপেক্ষমান গাড়িতে। আমার আর কথা বলা হলো না। চেয়ে চেয়ে দেখলাম চলে গেল হ্যামেলের গাড়ি।

নিজের গাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। প্যাসেঞ্জার সীটে বসে আছে ডিটেকটিভ টম লেপস্কি। পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট জ্বলছে।

ঝামেলা? ভাবলাম আমি। কেটে পড়ব কিনা ভাবছি, আমাকে দেখে ফেলল লেপস্কি। বাধ্য হয়ে বলতে হলো, 'হাই, টম!' মাথার পিছনে হ্যাট

ঠেলে দিয়ে মাথা ঝাঁকাল ও। 'তোমার গাড়িতে সব সময় তালা মেরে রাখা উচিত।' বলল লেপস্কি।' ফিউনেরালে এলে যে?'

গাড়িতে ঢুকে গা এলিয়ে দিলাম ড্রাইভিং সীটে। 'হিগবি আমাদের ক্লায়েন্ট,' বললাম আমি। 'কর্ণেলের অনুরোধে আসতে হলো। তুমি এখানে কী করছ?'

'দেখছি', ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল লেপস্কি। 'একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি, বুঝলে?'

'কী নিয়ে?'

'পেনি হিগবির মৃত্যু নিয়ে। আমরা নিশ্চিত নই, তবে এখন মনে হচ্ছে এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়, মার্ডার। নতুন একজন সাক্ষী জুটেছে, আর্নি থ্রেশার। সে মিসেস হিগবি যে বিল্ডিং-এ গিয়েছিলেন তার একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে।' বিরতি দিল লেপস্কি, তীক্ষ্ণ চোখে দেখল আমাকে। 'এটা সম্পূর্ণ অফ দা রেকর্ড, বার্ট। থ্রেশারকে আমরা আপাতত লোকচক্ষুর বাইরে রাখছি। সে কসম খেয়ে বলেছে এটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না। জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল সে। খুনীর গাড়ি রাস্তার শেষ মাথায় পার্ক করা দেখতে পায়। মিসেস হিগবি বিল্ডিং থেকে বেরুনো মাত্র ওই গাড়িটা স্টার্ট নেয় এবং পাগলের মত ছুটে এসে চাপা দেয় মহিলাকে। তিনি আত্মরক্ষার সুযোগই পাননি।'

নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছি আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু কে তাঁকে খুন করতে চাইবে?'

'সমস্যাটা তো ওখানেই। থ্রেশার গাড়ির বর্ণনা এবং নাম্বার দিয়েছে। চেক করেছি আমরা। গাড়িটা কোর্ট-রিপোর্টার হ্যারী ডেলিশের গ্যারেজ থেকে তথাকথিত দুর্ঘটনার রাতে চুরি হয়ে যায়। গাড়িটার খোঁজ পেয়েছি আমরা। ফেন্ডার তোবড়ানো ছিল। থ্রেশার আরেকটা ইন্টারেস্টিং তথ্য দিয়েছে ঃ ড্রাইভার নাকি নিগ্রো।

জশ জোনস! ভাবলাম আমি। তবে চেহারা থাকল ভাবলেশহীন।

'তো?'

'তো এখন পর্যন্ত কোনই অগ্রগতি নেই,' বিরক্ত দেখাল লেপস্কিকে।

'স্রেফ সন্দেহ করছি আমরা। তবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। পেনি হিগবির মত ভালো মানুষ মহিলাকে কেউ কেন খুন করতে চেয়েছিল জানতে পারলে হয়তো কোথাও পৌছুতে পারব।'

অপরাধবোধে ছেয়ে গেল মন। ওকে বলতে পারতাম কে কাজটা করেছে। কিন্তু তথ্য দিতে শুরু করলেই বিপদে পড়ে যাব আমি।

'হয়তো হিগবির সঙ্গে কারো বিরোধ ছিল। অ্যাটর্নি সে, শত্রু থাকতেই পারে।' বললাম আমি।

'এ ব্যাপারটা নিয়েও চিন্তা করেছি। কিন্তু হিগবি বললেন কোনও নিগ্রোর সাথে কস্মিনকালেও তাঁর কোনরকম সংঘাত হয়নি।' শ্রাগ করল লেপস্কি। 'যাক, কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।' সিগারেটটা টোকা মেরে ফেলে দিল সে জানালার বাইরে।

'তারপর, বার্ট, ছুটি কেমন কাটল?'

'ভালো। আমার গার্লফ্রেন্ডের এক ধনী বন্ধু আছে। সে তার ইয়ট ধার দিয়েছিল। ভাবতে পারো; সব ফ্রী।'

মুখ বাঁকা করে হাসল লেপস্কি। 'মেয়ে পটাতে তুমি ওস্তাদ বটে। ভালো কথা, ইন্ডিয়ান ছেলেটার কথা শুনেছ? জেটিতে ধাক্কা মেরে ফেলে খুন করা হয়েছে তাকে।'

কিছুই জানি না এমন ভাব করে জিজ্ঞেস করলাম, 'না তো। ছেলেটা কে?'

'টমির ভাই, জিম্বোর কথা মনে নেই? ওকে কে বা কারা খুন করেছে।' আমার দিকে অন্যমনস্ক চোখে তাকাল লেপস্কি। 'কিছু একটা ঘটছে এখানে, বার্ট। কোল্ডওয়েল পোফেরিকে নিয়ে তদন্ত শুরু করার পর থেকে এ পর্যন্ত তিনটি মার্ডার আর একটা সাসপেক্ট মার্ডারের ঘটনা ঘটেছে। পোফেরি পিছন থেকে সব কলকাঠি নাড়ছে কিনা কে জানে।'

'যাক, এটা তোমার সমস্যা, টম.' ঘড়ির দিকে তাকালাম।

'আমি এখন সেই বুড়ো হার্শেনহেইমারকে পাহারা দিতে যাবো। তোমাকে কোথাও নামিয়ে দেব?'

'আমার গাড়ি আছে সঙ্গে,' মেজার থেকে পিছলে নামল লেপস্কি।

'সী ইউ, বার্ট। আমার সেটআপের ব্যাপারে কোন আইডিয়া মাথায় এলে জানিও। সাহায্য দরকার।' নিজের গাড়ির দিকে পা বাড়াল সে।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছলাম আমি। কোল্ডওয়েলকে যদি বলতাম কোথায় লুকিয়ে আছে পোফেরি, এই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটত না। কিন্তু তাহলে আমি পঞ্চাশ হাজার ডলার পেতাম না। বিবেকের দংশন অনুভব করছি, তবু মুখ বুজে থাকার সিদ্ধান্তই নিলাম। কারণ এক মিলিয়ন ডলার আদায় করার একটা সুযোগ এখনও রয়ে গেছে আমার সামনে। এ সুযোগ কী করে ছাড়ি?

দুপুরের আগেই পৌঁছে গেলাম প্যারাডাইস লার্গোতে। আমাকে দেখে দাঁত বের করে হাসল মাইক ও ফ্ল্যাগহার্টি। গার্ড হাউজের দায়িত্বে আছে। একসময় পারনেল এজেন্সিতে কাজ করত। আমি এজেন্সিতে যোগ দেয়ার একমাস পরে ও অবসর নেয়।

'তুমি কাজটা পেয়েছ, না?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল সে।

'শুনেছি পারনেল থেকে একজন অপারেটর আসছে। তুমিই যে সেইজন, ভাবি নি। ভালো জায়গায় কাজ পেয়েছ হে, ব্রাদার।'

'বুড়োর নিবাসটা কোথায়?'

'মি. হ্যামেলের বাড়ির ঠিক বিপরীত দিকে,' জানাল মাইক।

পোল তুলে দিল মাইক। গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকলাম আমি। হ্যামেলের বাড়ির বিপরীতে আরেকটা গেট। বেল টিপতে খুলে গেল গেট। আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল কার্ল স্মিথ, গতবার ওকে দেখে গেছি বুড়োর গার্ড হিসেবে।

'তোমাকে দেখে খুশি হলাম, বার্ট', বলল সে। কার্ল দশাই শরীরের, ফর্সা, তারুণ্যে ভরপুর, হাসিখুশি একজন মানুষ। 'মনে মনে আশা করছিলাম তোমাকে যেন পাঠায়।'

'বুড়ো আছে কেমন?'

'আগের মতই। কোনও সমস্যা করে না। খেয়েছ?'

'না।'

'ভালোই করেছ। দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসছে লাঞ্চ।'

'জার্ভিশ আছে এখনও?'

'আছে মানে! আগের মতই সুখাদ্য রেঁধে চলেছে।'

গাড়িটাকে গাছের ছায়ায় রেখে কটেজ টাইপের একটা বিল্ডিং-এর দিকে এগোলাম। ওটার পেছনে মূল বাড়ি। প্রকাণ্ড, কমপক্ষে ষোল বেডরুমের।

'আমরা এখানে কাজ করি,' কটেজ দেখাল কার্ল। 'কোন সমস্যা নেই। স্রেফ আড্ডা দিয়ে কেটে যায় সময়। অথরাইজেশন ছাড়া লার্গোতে কেউ ঢুকতে পারে না। ভাগ্যিস ব্যাপারটা বুড়োর মাথায় নেই। তাহলে চাকরি হারাতে হতো। বার্ট, তোমার কাজ দুপুর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত। অলটারনেট ডেভে মাঝরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত, ঠিক আছে?'

কটেজে ঢুকলাম। বড় একটা কামরা। উপর তলায় দুটো বেডরুম, একটা বাথরুম। বসার ঘরে লাউঞ্জিং চেয়ার, ডেস্ক এবং টিভি আছে। আমি জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বন্ধ গেট ছাড়িয়ে ওপারে চলে গেল দৃষ্টি। হ্যামেলের বাড়ির ছাদ দেখা যাচ্ছে। হার্শেনহেইমারের বাড়ির লাগোয়া বিরাট একটি গাছের ডাল ঝুলে আছে প্রবেশ পথের ধারে। এই গাছে উঠে সহজে লাফিয়ে নামা যাবে হ্যামেলের বাগানে, সেখান থেকে বাড়িতে।

মনে মনে ভাবলাম, ভাগ্য আমার সত্যিই সুপ্রসন্ন।

সাত

চমৎকার লাঞ্চ খাওয়া হলো দুপুরে। কার্ল চলে গেল নিজের কাজে। গাছের নীচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি আমি। ভাবছি হ্যামেলের কথা। মেল পামার জানিয়েছে হ্যামেলের বই লেখা শেষ। এখন এগার মিলিয়ন ডলার পাবেন তিনি। কিন্তু মনটা কেন জানি হ্যামেলকে ব্ল্যাকমেইল করতে সায় দিচ্ছে না। যদিও বার্থা লাখ লাখ ডলারের স্বপ্ন দেখছে। হ্যামেলকে বড়শিতে না বাঁধানো পর্যন্ত কানের কাছে ও ঘ্যানর ঘ্যানর করেই যাবে। অবশ্য বিবেকের দংশন থেকে মুক্ত হয়ে কাজটা করতে পারলে মন্দ হয় না। বর্ণালি স্বপ্নটা আবার দেখতে শুরু করলাম। ঠিক করেছি, টাকাটা হাতে এলে এবার আর পাগলের মত খরচ করব না। যদিও জানি এক মিলিয়ন ডলার ডিয়াজের পঞ্চাশ হাজার ডলারের মতই ফুৎকারে উড়ে যাবে। কারণ টাকা আমার কাছে কিছুতেই থাকতে চায় না।

বসে বসে বিরক্ত লাগছিল। সিধে হলাম। হাঁটতে লাগলাম প্রকাণ্ড বাগানে। বাগান ঘেঁষা বিরাট সুইমিংপুল। মনে হলো না হার্শেনহেইমার কখনও এ পুল ব্যবহার করেছে। বুড়োর হয়তো ভয়, সুইমিংপুলে নামলেই বাগানের ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে কেউ হালুম করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, চুবিয়ে মারবে তাকে।

হার্শেনহেইমারের বাটলার জারভিশকে চোখে পড়ল। আসছে এদিকেই। 'গন উইথ দ্য উইন্ড'-এর পাতা থেকে যেন নেমে এসেছে লোকটা।

চমৎকার রাঁধে সে, আমাকে খুব পছন্দ করে। থ্রিলার বইয়ের এক নম্বর পোকা সে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে রোমাঞ্চকর গল্প উপন্যাস পড়ে। আমি ওকে বানিয়ে বানিয়ে প্রচুর গল্প বলি। সবগুলোর নায়ক থাকি আমি স্বয়ং। গোগ্রাসে সে সব গল্প গেলে জারভিশ। বার্থাকে চেনে ও। বলেছি বার্থা সি আই এ'র লোক। অবিশ্বাস করেনি।

আমাকে দেখে খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল জারভিশের। কটেজের ছায়ায় বসলাম দু'জনে। প্রশ্ন করতে শুরু করল এতদিন কী করেছি। জেমস হেডলি চেজের সাম্প্রতিক একটা উপন্যাস পড়া ছিল আমার। কেন্দ্রীয় চরিত্রে নিজেকে রেখে গল্পটা ঝেড়ে দিলাম আমি। হাঁ করে শুনল জারভিশ।

গল্প শেষ হলে উঠে পড়ল জারভিশ। রান্না করতে হবে। আমি এন্ট্রান্স গেটের বড় গাছটার দিকে এগিয়ে গেলাম। অন্যান্য গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে ওটা। নীচের ডাল ধরে উঠে পড়লাম বড় গাছটিতে। তাকালাম হ্যামেলের বাড়ির দিকে।

বাড়ির সামনে, টারমাকে ফেরারী আর ফোর্ড ওয়াগনটা আছে। জীবনের কোনও চিহ্ন নেই। দু'ঘণ্টা বসে রইলাম ঠায়। কারও দেখা মিলল না। সম্ভবতঃ বাড়িটি খালি।

সন্ধ্যা বেলা জারভিশ হ্যামেলের বাটলার ওয়াশিংটন স্মিথের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। ডিনারের দাওয়াত দিয়েছিল সে স্মিথকে। দু'জনে বেশ ভাব। স্মিথ করুণ মুখ করে জানাল মি. হ্যামেল দাম্পত্য জীবনে মোটেই সুখী নন। প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে সুখ পাননি, দ্বিতীয় স্ত্রী চমৎকার একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও মি. হ্যামেল কেন সুখী হতে পারছেন না বোধগম্য নয় স্মিথের।

স্মিথ বাচাল প্রকৃতির। জানিয়ে দিল মি. হ্যামেল বই লেখা শেষ করেছেন, আগামীকাল হলিউড যাচ্ছেন ফিল্মের চুক্তিপত্রে সই করতে। না, মিসেস হ্যামেল বাড়িতেই থাকছেন। স্মিথের ধারণা, মিসেস হ্যামেল হলিউডের মানুষদের সাথে মেলামেশায় তেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না।

প্রচুর বক বক করে বিদায় নিল স্মিথ। তবে ওর কাছ থেকে মূল্যবান কিছু তথ্য পেয়েছি, মন্দ কী?

বিকেলে ফোন করল বার্থা। জানাল সে তার অ্যাপার্টমেন্ট এবং আসবাব বিক্রি করে দিয়েছে। তার মতে, আর ক'দিন পরেই তো আমি মিলিয়ন ডলারের মালিক হয়ে যাচ্ছি। কাজেই পচা ফ্ল্যাটে থাকতে বার্থার বয়েই গেছে। বড়শিতে দ্রুত বড় মাছটাকে গেঁথে ফেলার কথাটা আবার মনে করিয়ে দিয়ে ফোন ছাড়ল বার্থা। আমিও বাঁচলাম হাপ ছেড়ে।

মাঝরাতের মিনিট কয়েক আগে প্যারাডাইস লার্গোতে হাজির হলাম আমি। ম্যাক ও ফ্ল্যাগার্টির তখন অফ ডিউটি শুরু হতে চলেছে। এটাসেটা নিয়ে কথা বলার পরে হ্যামেলের প্রসঙ্গ টেনে আনলাম। 'মি. হ্যামেলের কোনও খবর আছে?' ওকে একটা সিগারেট দিয়ে প্রশ্ন করলাম।

'মি. হ্যামেল হলিউড চলে গেছেন। কী একটা ফিল্মের কাজে।'

এ খবরটাই জানা দরকার ছিল আমার। মাইকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কটেজে ঢুকলাম। কার্লের ডিউটি শুরু, কাজে যাবে। জারভিশ আমার জন্য একগাদা স্যান্ডউইচ রেখে গেছে, রাতে যদি খিদে পায়।

'আমার ড্রয়ারে এক বোতল স্কচ আছে,' জানাল কার্ল। 'তেষ্টা পেলে খেয়ো।'

কার্ল যাওয়ার পরে স্যান্ডউইচ খেয়ে নিলাম আমি। গলা ভেজালাম স্কচ দিয়ে। তারপর গেলাম গেটের ধারে। চড়ে বসলাম গাছে। হ্যামেলের খামার বাড়ি অন্ধকার। এক ঘণ্টা বসে থাকলাম। কিছুই ঘটল না। ফিরে এলাম কটেজে। শুয়ে পড়লাম সোফায়। ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল পাঁচটায় জোর করে উঠলাম ঘুম থেকে। শেভ ও শাওয়ার সেরে বাগানে ঘুরে বেড়ালাম গার্ড দেয়ার ভান করে। আটটার দিকে প্রচুর নাস্তা নিয়ে হাজির হলো জারভিশ। জানালো পরদিন দুপুরে আমার ডিউটি।

দুপুরে আমাকে ছেড়ে দিল কার্ল। সাঁতার কাটলাম কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে এলাম নিজের ঘরে। ছ'টা পর্যন্ত ঘুমালাম। বেরিয়ে পড়লাম এরপর। একটা বার-এ ড্রিংক করতে করতে খিদে লেগে গেল খুব। আমি গাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছি, গ্লোরিয়া কর্টকে চোখে পড়ল। আসছে এদিকেই। পাতলা পোশাকের আড়ালে, হাঁটার তালে লাফাচ্ছে সুউন্নত বক্ষ জোড়া। 'হাই! আপনি কোত্থেকে?' হাসি মুখে আমার গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল গ্লোরিয়া।

'খেতে যাচ্ছিলাম,' বললাম আমি। 'তবে একা খেতে ভাল্লাগে না।'

প্যাসেঞ্জার ডোর খুলল গ্লোরিয়া।' কোথায়?'

'কী ফুড পছন্দ তোমার?' সরাসরি 'তুমি'তে নেমে এলাম আমি।

'মাংস পছন্দ আমার। কাছেই একটা রেস্টুরেন্ট আছে, বীফ অন দা রুফ। চেনো?'

বার্থার মতো এ মেয়েটিও। ওই রেস্টুরেন্টে খাবারের যা দাম, অয়েল শেখরাও ভিড়মি খাবে।

'ওখানে নয়,' দৃঢ় গলায় বললাম। 'তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবো যেখানে প্লেটের উপর স্টিক ষাঁড়ের গর্জন ছাড়বে।'

হেসে উঠল গ্লোরিয়া। 'ঠিক আছে ওখানেই যাওয়া যাক।' আমার পাশে বসল ও, একটা হাত ফেলল কোলের উপর, 'চমৎকার গাড়ি।'

আমি আস্তে সরিয়ে দিলাম ওর হাত। 'এখন নয়, খুকী... পরে, কেমন?'

প্যারাডাইস এভিন্যু থেকে দূরে একটা রেস্টুরেন্টে চলে এলাম। এখানকার ওয়েটাররা বুল ফাইটারের পোশাক পরে থাকে।

স্টিকের অর্ডার দিলাম আমি। আমার দিকে ঝুঁকল গ্লোরিয়া, বুক দিয়ে

চাপ দিল। 'এতদিন কোথায় ছিলে, হ্যান্ডসাম?' জিজ্ঞেস করল। 'আলমেডা বার-এ সেই যে কথা হলো, এরপর আর দেখলামই না।'

'কাজ ছিল। কিন্তু তুমি কী করছ? তোমাকে না ওখানে নাচানাচি করতে হয়?'

'শুধু শনিবারে।'

'তোমার ডিয়াজ কেমন আছে?' প্রশ্ন করলাম হালকা গলায়।

আমার চোখে কী যেন খুঁজল গ্লোরিয়া, তারপর বলল, 'ডিয়াজের কাছ থেকে দূরে থেকো, বার্ট।'

'এ কথা আগেও শুনেছি।'

'এখন আমি বলছি তোমাকে। ওর ধারেকাছেও ঘেঁষো না।'

স্টিক চলে এসেছে। খেতে শুরু করলাম আমরা।

'লোকটা যদি বিষাক্তই হয়, তোমার মত চমৎকার মেয়ে তার সঙ্গে কী করছে?'

'কে বলল আমি চমৎকার মেয়ে?' ঠোঁট কামড়াল গ্লোরিয়া, অদ্ভুত একটা শব্দ করল। 'আমি কোনও পুরুষের সঙ্গে কিছুদিন মেলামেশার পরে নিজেকে প্রশ্ন করি– এর সাথে কী করছি আমি। জবাব পাই না। সমস্যা হলো আমি সহজেই গলে যাই। গলে গিয়েছিলাম ওই ধ্বজভঙ্গ হ্যামেলটার সঙ্গে, পটে গিয়েছি এই ভয়ঙ্কর ডিয়াজের সঙ্গেও। এ পর্যন্ত কতজনের সঙ্গে যে গলে গিয়েছি, তা বলতে গেলে কাবার হয়ে যাবে রাত।'

'স্টিকটা কেমন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'চমৎকার', আবার খাওয়ায় মন দিল গ্লোরিয়া।

খাওয়া শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠল মেয়েটা। 'চলো। তোমাকে আজ এমন একটা অভিজ্ঞতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো, লিখে রাখবে ডাইরিতে।'

'আমি ডাইরি লিখি না', বিল শোধ করে বললাম আমি।

'লিখবে, ব্রাদার! অবশ্যই লিখবে!' আমার হাত ধরল গ্লোরিয়া, টানতে টানতে নিয়ে এল রেস্টুরেন্ট থেকে।

টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল আমার। বহু কষ্টে চোখ মেললাম। তাকালাম বেড সাইড ঘড়ির দিকে। ১০.০৫। ফোনের আওয়াজ বাড়ি মারছে মস্তিষ্কে। একটা গোঙানির শব্দ শুনলাম, তারপর চার অক্ষরের একটা শব্দ, দেখলাম উঠে বসেছে গ্লোরিয়া, নগ্ন, আমার পাশে।

'শুয়ে থাকো,' ব্যাঙ ডাকার আওয়াজ বেরুল গলা থেকে। 'কিছু না।'

জানি বার্থা ফোন করেছে। গ্লোরিয়াকে আমার বাসায় নিয়ে আসাটা ঝুঁকি হয়ে গেছে। কিন্তু ওর মতো তৃপ্তি আর কোনও মেয়ে আজতক দিতে পারেনি আমাকে।

কয়েকবার রিং হয়ে বন্ধ হয়ে গেল ফোন।

'হাই,' হাসল গ্লোরিয়া আমার দিকে তাকিয়ে। দারুণ সুন্দর লাগছে ওকে। 'তোমার জন্যে কফি বানিয়ে আনছি।' ন্যাংটো শরীরেই নেমে গেল বিছানা থেকে।

কিছুক্ষণ পরে কফি নিয়ে এলো গ্লোরিয়া। কফি খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, ডিয়াজ তোমার প্রতি হঠাৎ আগ্রহ হারিয়ে ফেলল কেন?'

'আলমেডায় যা ঘটছে পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'কী ঘটছে?'

'আলফোনসো র‍্যাটল সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর। ওকে ভয় পাই আমি।'

'আমি জানি তা। কিন্তু আলমেডায় কী ঘটছে?'

'আলফোনসো ওখানে মানুষ লুকিয়ে রাখে। টপ ফ্লোরে আছে তারা।'

'কারা?'

'আমি জানি না। জানতে চাইও না।' কফির কাপ নামিয়ে রাখল গ্লোরিয়া 'বার্ট, আমি এখান থেকে চলে যাব। সানফ্রান্সিসকোতে এক লোক

আছে। তার ক্লাবে যোগ দিতে বলছে। ওখানে যাব। কিন্তু লোকটা আমাকে চাকরি দিতে পারে যদি কিছু টাকা দিই।'

'চাকরির লোভ দেখিয়ে অনেকেই টাকা আদায় করে। এ ফাঁদে পা দিয়ো না।'

'এ লোকটা তাদের থেকে আলাদা। তুমি আমাকে দশ হাজার ডলার দিতে পারবে, বার্ট?'

আমি চোখ গোল গোল করে তাকালাম ওর দিকে। 'দশ হাজার! আমার কাছে দু'হাজার ডলারও নেই।'

'মিথ্যা কথা বোলো না,' গ্লোরিয়ার চেহারা ভয়ঙ্কর দেখাল। 'আমি জানি আলফোনসো পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়ে তোমার মুখ বন্ধ করেছে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনেছি সব কথা। আমাকে ওখান থেকে দশ হাজার দাও নয়তো...।'

হঠাৎ উপলব্ধি করলাম এখনও আদম হয়ে আছি। চনমনে, সেক্সি পরিবেশটা বদলে গেছে হঠাৎ। বিছানা ছাড়লাম আমি। বাথরুমে গেলাম। শেভ আর গোসল করলাম। গ্লোরিয়ার মত মেয়েকে অত্যন্ত সাবধানে ট্যাকল করতে হবে, ভাবলাম মনে মনে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি পোশাক পরে ফেলেছে গ্লোরিয়া। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। আমার দিকে পিছন ফেরা। সিগারেটের ধোঁয়া গাজর রঙা চুলের উপর বৃত্ত তৈরি করেছে।

পোশাক পরে ক্লজিট খুললাম পুলিশ স্পেশালটা নেয়ার জন্য। হোলস্টার ঝুলছে হ্যাঙ্গারে, কিন্তু পিস্তলটা নেই।

এমন সময় ঘুরল গ্লোরিয়া, ডান হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। পুলিশ স্পেশাল তাক করা আমার দিকে।

'এটা খুঁজছ, বার্ট?' কর্কশ কণ্ঠ, চোখ জোড়া বরফ শীতল।

'তুমি নিশ্চয় আমাকে গুলি করবে না, করবে, হানি?'

'তোমার পা আমি গুলি করে উড়িয়ে দেব যদি টাকা না দাও।' বিপজ্জনক গলা গ্লোরিয়ার।

সাবধানে হেঁটে চেয়ারের কিনারে বসলাম আমি।

'তুমি আলফোনসোর কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার নিংড়ে নিয়েছ,' বলল গ্লোরিয়া। 'এখন তোমার কাছ থেকে দশ হাজার ডলার নিংড়ে নেব আমি।'

'টাকা থাকলে অবশ্যই দিতাম।' অস্বস্তি নিয়ে বললাম আমি, 'কিন্তু ওটা খরচ করে ফেলেছি।'

'বিশ্বাস করি না। এত টাকা কেউ এক মাসে খরচ করতে পারে না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। কেউ পারে না। তবে আমি পারি। টাকা খরচ করার ব্যাপারে আমি একটি প্রতিভা। তুমি বিশ্বাস করতে না চাইলে ব্যাংকে চলো। প্রমাণ দেখিয়ে দিচ্ছি ব্যাংকে ফুটো পয়সাটিও নেই।'

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গ্লোরিয়া। চেহারায় ফুটে উঠল হতাশা। 'শাট আপ!' বলে চিৎকার করে উঠল ও। পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলল বিছানায়। আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। আমি চট করে নেমে পড়লাম চেয়ার থেকে, বিদুৎগতিতে তুলে নিলাম অস্ত্রটি, চালান করে দিলাম পকেটে। এখন আবার স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছি।

আমার দিকে ঘুরল গ্লোরিয়া। 'এখন আমি কী করব? টাকা না দিলে ব্রেডি আমাকে ওর সঙ্গে পার্টনারশিপে নেবে না। তুমি কোথাও থেকে কিছু টাকা জোগাড় করতে পারো না, বার্ট?

'শান্ত হও, বেবী। মাথাটাকে খাটাও। আমি তোমাকে কিছু পরামর্শ দিই, শোনো। টাকা অবশ্যই পাওয়া যাবে।'

আগ্রহী হয়ে উঠল গ্লোরিয়া। ওকে পোফেরি আর তার স্ত্রীর কথা বললাম। বললাম আলমেডায় কী হচ্ছে জানতে চাই আমি। গ্লোরিয়ার কাজ হবে ওদের উপর লক্ষ রাখা। ডিয়াজের অফিসে ছারপোকা পাতবে গ্লোরিয়া,

ব্যবস্থা আমি করে দেব। ছারপোকা মানে আড়ি পাতার অত্যন্ত শক্তিশালি একটি টেপ রেকর্ডার। প্রথমে গাঁইগুই করলেও রাজি হয়ে গেল গ্লোরিয়া। ওকে কথা দিলাম এক হপ্তা পরে দশ হাজার ডলার দেব। তবে টেপ রেকর্ডারটা আমার হাতে তুলে দেয়ার পরে।

লাঞ্চে ওয়াশিংটন স্মিথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জারভিশ দাওয়াত দিয়েছে তাকে। ন্যান্সির কথা জিজ্ঞেস করলাম। জানাল ভালোই আছেন মিসেস হ্যামেল। মি. হ্যামেল নাকি সন্ধ্যার দিকে ফিরবেন। ছবির পরিচালক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় মিটিং আপাতত স্থগিত।

আমি লাঞ্চ সেরে দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম কটেজ থেকে। বড় গাছটিতে উঠে তাকালাম হ্যামেলের বাড়ির দিকে। একটু আগে গাড়ির শব্দ শুনেছি তাই ছুটে আসা। ফেরারী দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে। সামনের দরজা খোলা। মিনিট পাঁচেক পর দেখতে পেলাম ন্যান্সিকে। পরনে গাঢ় নীল রঙের টার্টল নেক স্যুয়েটার, সাদা স্ল্যাকস, চুল ঢাকা লাল স্কার্ফে, বড়সড় একখানা গগলস চেহারার অধিকাংশ ঢেকে রেখেছে। গাড়িতে চড়ল সে, এগোল গেটের দিকে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেল গেট। গর্জন তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ি।

আমি নেমে পড়লাম গাছ থেকে। ফিরে এলাম কটেজে।

সাতটার দিকে জারভিশ ডিনার রেডি করছে, আমি আবার গাছে চড়লাম। ফেরারীর চিহ্ন নেই। ধৈর্য ধরে অপেক্ষার ফল মিলল। একটা ট্যাক্সি এসে থামল। বেরিয়ে এলেন হ্যামেল। ভাড়া চুকিয়ে দিলেন তিনি। চাবি দিয়ে খুললেন গেট, পা বাড়ালেন বাড়ির দিকে। গেট খোলাই রইল।

ন্যান্সি বাসায় নেই, জেনে কেমন অনুভূতি হবে হ্যামেলের? মেয়েটা কোথায় গেছে ভাবছি আমি। ছয় ঘন্টারও বেশি সময় হলো বাড়ি নেই সে।

আমি নেমে পড়লাম গাছ থেকে। ফিরে এলাম ঘরে। 'অ. মি. অ্যান্ডারসন,' বলল জারভিশ, 'আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম আমি। আশা করি এ জিনিসটা পছন্দ হবে আপনার।'

সিলভারের একটা ডিশ জারভিশের হাতে, তার উপর শুয়ে আছে দারুণ চেহারার একটি স্যামন, ক্রীম আর ভেষজ সসে ডোবানো।

'দু'জন মানুষের চমৎকার চলে যাবে এতে,' মন্তব্য করলাম আমি।

'স্যামনের সাথে শ্যাম্পেন খুব ভালো যায়। আমি একটা শ্যাম্পেনের বোতল রেখে দিয়েছি বরফের ঝুড়িতে,' জানাল জারভিশ।

আহ্! এ না হলে জীবন!

খেতে খেতে আমার কাল্পনিক গোয়েন্দা গল্প শোনাতে লাগলাম জারভিশকে। রাত ন'টার দিকে, গল্পের উপসংহারে চলে এসেছি, চুমুক দিচ্ছি কফির কাপে, এমন সময় দু'জনেই শুনতে পেলাম গুলির কান ফাটানো আওয়াজ।

কফির কাপ নামিয়ে রেখে লাফ মেরে সিধে হলাম। গুলিটা হয়েছে রাস্তার ওপারে।

জারভিশের চোখ রসগোল্লা হয়ে আছে, আমি তীর বেগে ছুটলাম গেটের দিকে। হ্যামেলের বাড়িতে গুলি হয়েছে। গেট খুলে দৌড়াতে লাগলাম হ্যামেলের র‍্যাঞ্চ হাউস অভিমুখে।

সদর দরজার সামনে এসে দেখি ওটা খোলা, ওয়াশিংটন স্মিথ উদয় হলো দোরগোড়ায়। কাঁপছে, কোটরের মধ্যে ঘুরছে চোখ, মুখ কাগজের মত সাদা।

'ওহ্, মি. অ্যান্ডারসন...।'

'সুস্থির হও,' বলে ওকে ধরে ফেললাম আমি।

'মি. হ্যামেল... তাঁর পড়ার ঘরে', ফুঁপিয়ে উঠল স্মিথ, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল।

ওকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়লাম প্রকাণ্ড লবিতে। এক মোটা, বয়সী নিগ্রো মহিলা চেয়ারে বসে আছে, অ্যাপ্রণ দিয়ে ঢাকা মুখ, গোঙানির

আওয়াজ করছে। প্যাশিও পার হয়ে এগোলাম হ্যামেলের স্টাডির দিকে। দরজা হাট করে খোলা। বারুদের গন্ধ পেলাম। থমকে দাঁড়ালাম। তাকালাম বড় ঘরটির দিকে যেখানে বসে অল্প ক'দিন আগে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন হ্যামেল।

হ্যামেল বসে আছেন বড় ডেস্কটির পিছনে। চেয়ারে মাথা রেখে তাকিয়ে রয়েছেন আমার দিকে। শূন্য চাউনি। মুখের ডান দিক দিয়ে গড়িয়ে নামছে রক্ত। কপালের গর্তটার চারপাশের চামড়া পোড়া। খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে।

অনেকক্ষণ হ্যামেলের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। আমার আর মিলিয়ন ডলার পাওয়া হলো না। হতাশাটা জোর করে দূর করে দিলাম। ঢুকলাম কামরায়, চলে এলাম ডেস্কের সামনে। মেঝেতে, চেয়ারের পাশে পড়ে আছে একটি বেরেটা ৬৩৫ পিস্তল। তাকালাম ওটার দিকে তবে স্পর্শ করলাম না। এসি অন করা। জানালা বন্ধ। দৃষ্টি আবার ফিরে এল ডেস্কে। হ্যামেলের সামনে একটি আইবিএম টাইপরাইটার। কাগজ পরানো। তাতে কিছু কথা লেখা। ঝুঁকে পড়লাম আমি।

'এ জীবন রেখে লাভ কী? মেয়েদের কাছে আমার কোনও দাম নেই। দুটো বিয়ে ধ্বংস করেছি আমি। এ জীবন রেখে লাভ কী?

আমি সরে এলাম। পিছনে বাজল একটা কণ্ঠ, 'মি. অ্যান্ডারসন...'

ঘুরলাম।

দোরগোড়ায় দাঁড়ানো স্মিথ।

'উনি মারা গেছেন,' বললাম আমি। 'এখানকার কোনও কিছুতে হাত দেবে না।' ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। বন্ধ করে দিলাম দরজা। 'মিসেস হ্যামেল কোথায়?'

'জানি না। উনি ফেরেননি এখনও।' ভাঙা গলা স্মিথের।

আমার মাথায় হঠাৎ চিন্তাটা খেলল। ন্যান্সি আমাকে এখানে দেখে ফেললে কোনও ঝামেলা পাকাতে পারে। আগে মেল পামার ও পুলিশে খবর দেয়া দরকার।

আমি দ্রুত ফিরে এলাম কটেজে। জারভিশ চোখে প্রশ্ন নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ওকে সংক্ষেপে বললাম আত্মহত্যা করেছেন মি. হ্যামেল। ওর কাছ থেকে মেল পামারের বাসার নাম্বার নিয়ে ফোন করলাম তাকে। হ্যামেল মারা গেছেন শুনে আঁতকে উঠল পামার। ওকে তখুনি আসতে বলে ফোন ছেড়ে দিলাম।

কটেজ থেকে ফিরছি, ফেরারীর গর্জন শুনতে পেলাম। ফিরেছে ন্যান্সি! গাছে উঠে পড়লাম আমি। দেখলাম গাড়ি থেকে নামছে ন্যান্সি। ধীর পায়ে এগোল সদর দরজার দিকে। বারান্দার আলো জ্বলছে। ওকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি। স্মিথ খুলে দিল দরজা। ভিতরে ঢুকল ন্যান্সি। চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

হ্যামেল বোকার মত আত্মহত্যা করে সুবিধে করে দিয়েছেন ন্যান্সির জন্যে। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ও টাকা পয়সার এখন মালিক হবে ন্যান্সি। পোফেরির বউ সে। নিশ্চয় হ্যামেলের টাকা এবার সে ঢালবে রেড ব্রিগেডের পিছনে।

গাছ থেকে নেমে এলাম। কটেজে ঢুকেছি, শুনতে পেলাম ফোন বাজছে। রিসিভার তুললাম।

'মি. অ্যান্ডারসন,' বলল জারভিশ। 'মি. হার্শেনহেইমার গুলির শব্দ শুনেছেন। খুব ভয় পেয়ে গেছেন তিনি। আমি তাঁর সঙ্গে আছি। আপনি কী গেটে পাহারা দেবেন? ওনাকে বলেছি এটা আত্মহত্যা, কিন্তু উনি বিশ্বাস করছেন না। তাঁর ধারণা গুপ্তঘাতকের কাজ এটা।'

'ঠিক আছে,' বললাম আমি, 'ওনাকে বলুন কেউ তাঁর ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে না।'

'ধন্যবাদ, মি. অ্যান্ডারসন। উনি শুনলে হয়তো নিশ্চিন্ত বোধ করবেন।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। মনে পড়ে গেল মাইককে আগে থেকে বলে না দিলে মেল পামারকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। মাইককে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পামারের মত সেও চমকে উঠল। তারও বিশ্বাস হচ্ছে না হ্যামেল আত্মহত্যা করেছেন। 'পামার এলে ঢুকতে দিয়ো। পুলিশও আসতে পারে।' বলে রেখে দিলাম ফোন।

পামার এলো। পুলিশ এলো। আমাকে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করল। লেপস্কি আর ম্যাক্স বলেই হয়তো বেশি বিরক্ত করল না। আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছিলাম। পুলিশ চলে যাওয়ার পর সামনের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। গ্লাসে ডাবল স্কচ ঢেলে লাউঞ্জিং চেয়ারে বসলাম।

রাত সাড়ে বারোটা। বার্থাকে ফোন করে খবরটা দেব? ও ওর বাড়ি আর আসবাব বিক্রি করে দিয়েছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু যদি সত্যি করে থাকে কাজটা? মিলিয়ন ডলার হারানোর দুঃখে ভেঙে পড়বে মেয়েটা। আমার সঙ্গে হয়তো আর সম্পর্কই রাখবে না।

বেজে উঠল ফোন।

বার্থা?

ইতস্ততঃ করলাম, তারপর হেঁটে গিয়ে রিসিভার তুললাম। 'কে?'

'মি. অ্যান্ডারসন?'

শক্ত হয়ে গেলাম। জোয়ির কণ্ঠ। 'জোয়ি বলছ?'

'জ্বী, মি. অ্যান্ডারসন।'

'তোমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। জিম্বোর মৃত্যুর কথা শুনে খুব কষ্ট পেয়েছি। তুমি কোত্থেকে বলছ?'

'মি. অ্যান্ডারসন, ওই লোকটা আজ সকালে আলমেডা বার থেকে চলে গেছে।'

'যে লোকটা ওখানে লুকিয়েছিল?'

'জ্বী, মি. অ্যান্ডারসন। আমি ওকে চলে যেতে দেখেছি। উপরের জানালা দিয়ে কী যেন একটা ছুঁড়ে ফেলল। ওটা বিস্ফোরিত হয়ে ধোঁয়া ছড়াচ্ছিল। লোকজনের ছুটোছুটির সুযোগে দাড়িঅলা লোকটা বার থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে পার্ক করে রাখা একটা গাড়ির বুটে ঢুকে পড়ে।'

'কী ধরনের গাড়ি, জোয়ি?'

'ফেরারী। এক মহিলা চালাচ্ছিল গাড়িটা। লোকটা গাড়ির ট্রাঙ্কে ঢোকা মাত্র চলে যায় সে। কেউ ওদেরকে লক্ষ্য করেনি, কিন্তু আমি দেখেছি। তখন পৌনে বারটার মত বাজে।'

'মহিলার মাথায় কী লাল স্কার্ফ জড়ানো ছিল আর চোখে বড় সানগ্লাস?'

'জ্বী, মি. অ্যান্ডারসন।'

'ঠিক আছে। এখন শোনো, জোয়ি...'

লাইন কেটে গেল।

রিসিভার নামিয়ে রেখে স্থানূর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। ন্যাসি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল হ্যামেল হলিউডে রওনা হওয়ার পর পর। দুপুরের কিছু পরে ফিরেছিল সে, পাঁচ মিনিট বাদে আবার বেরিয়ে পড়ে সে।

কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরালাম।

ফেরারীর ট্রাঙ্কে করে পোফেরিকে নিয়ে এসেছিল সে র‍্যাঞ্চ হাউজে। মি. হ্যামেল যখন বাড়ি ফেরেন, পোফেরি ওই সময় খামার বাড়ির কোথাও লুকিয়ে ছিল।

আত্মহত্যা?

সিগারেটটা পিষে ফেললাম মুঠোর মধ্যে।

হ্যামেল আত্মহত্যা করেন নি। পোফেরি খুন করেছে তাঁকে।

আট

ভাবছি আমি। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে যাচ্ছে সব।

প্রখ্যাত ধনী হ্যামেলের সঙ্গে ন্যান্সির (লুসিয়া পোফেরি) পরিচয় রোমে, প্রথম দর্শনেই তিনি মেয়েটার প্রেমে পড়ে যান। একে দুটো খুনের জন্য পুলিশ খুঁজছে, জানার কথা নয় হ্যামেলের। চুলে রঙ করে, বড় সান গগলসে চোখ মুখ ঢেকে রেখে পুলিশকে ফাঁকি দিতে পেরেছে ন্যান্সি। নিরাপদে বেরিয়ে এসেছে ইটালি থেকে হ্যামেলের বউ হয়ে।

পোফেরির পিছনেও লেগেছে পুলিশ, সে তার খুনী সংগঠনের জন্য চাঁদা তুলছিল। ন্যান্সির দ্বিতীয় বিয়েতে আপত্তি করেনি নিজের স্বার্থেই। জানত ন্যান্সি বিধবা হলে হ্যামেলের সমস্ত টাকা-পয়সা তার হাতে চলে আসবে। সংগঠনের কাজে ব্যবহার করতে পারবে। যেভাবেই হোক আমেরিকায় ঢুকেছে পোফেরি, ন্যান্সির সাহায্যে লুকিয়ে থেকেছে পাইরেটস্ আইল্যান্ডে। ওদের দু'জনেরই ধৈর্য অসীম। অপারেশনে নামার আগে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করেছে। হ্যামেলের বই লেখা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল তারা। জানত এগার মিলিয়ন ডলার পাবেন হ্যামেল এ বই লিখে। বই লেখা শেষ হয়েছে, সাথে সাথে নেমে পড়েছে অ্যাকশনে।

ন্যান্সি জানত মাইক ও ফ্ল্যাগার্টির চোখ এড়িয়ে পোফেরিকে বাড়িতে নিয়ে আসতে পারবে না। পোফেরি ইচ্ছে করে জেটিতে বোমা বিস্ফোরণ

ঘটিয়ে, হৈচৈ-এর মধ্যে লুকিয়ে ন্যান্সির গাড়ির ট্রাংকে উঠে পড়ে, মাইককে বোকা বানিয়ে চলে আসে হ্যামেলের বাড়িতে।

পুলিশ হ্যামেলের মৃত্যু তদন্ত করে নিশ্চিত হবে বাইরের কেউ এর সঙ্গে জড়িত নয়। ওয়াশিংটন স্মিথ ও তার নিগ্রো স্ত্রী সন্দেহের বাইরে... কাজেই সুইসাইড।

কিন্তু আমি জানি ন্যান্সি ও বাড়িতে নিয়ে এসেছে পোফেরিকে এবং পোফেরি গুলি করেছে হ্যামেলকে। কিন্তু দৃশ্যপট এমনভাবে সাজিয়েছে যেন দেখে মনে হয় পুরুষত্বহীনতার যন্ত্রণা সইতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন লেখক।

হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে উঠলাম আমি।

পোফেরি এ মুহূর্তে র‍্যাঞ্চ হাউজের কোথাও লুকিয়ে আছে। ন্যান্সির সাহায্য ছাড়া লার্গো থেকে বেরোতে পারবে না সে। আর ন্যান্সিকে বাড়িতেই থাকতে হবে পুলিশের জেরার জবাব দিতে। এখন আমি কী করব? পুলিশে খবর দিয়ে বলব পোফেরি র‍্যাঞ্চ হাউজে লুকিয়ে আছে? তারপর?

এ থেকে দূরে থাকো ছোকরা, নিজেকে চোখ রাঙালাম আমি। একবার মুখ খুলেছ কী বিপদে পড়ে যাবে। কাজেই দূরে থাকো।

বিছানায় গেলাম আমি। ঘুম আসছে না। ভাবছি পোফেরি কী করছে; ন্যান্সি কী করছে; পুলিশ কী করছে। এসব প্রশ্নের জবাব নেই। চোখ বুজে থাকলাম। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভেঙে গেল ফোনের শব্দে। ১০.২৩ বাজে। বিছানা থেকে উঠে রিসিভার তুললাম।

'ইয়াহ্?'

'বার্ট?' বার্থার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ দ্রিম করে বাড়ি মারল কানের পর্দায়।

'হাই, হার্নি,' অস্পষ্ট গলায় বললাম আমি।

'খবরের কাগজ দেখেছ? হ্যামেল আত্মহত্যা করেছেন।'

'জানি।'

'ওঁর সঙ্গে কথা বলেছিলে?'

'ফর গডস শেক, বেবী...'

'ওঁর সঙ্গে কথা বলেছিলে?'

'না।'

নাক দিয়ে অদ্ভূত একটা শব্দ করল বার্থা। 'ওকে, বার্ট। তোমার সুযোগ ছিল কিন্তু নিজেই সেটা নষ্ট করেছ।'

'তা বলতে পারো।'

'আমার বুড়ো বাবুই পাখি ফোন করেছিল। আমাকে বিয়ে করতে চায়।'

আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। 'তুমি ওকে বিয়ে করবে, হানি?'

'কেন নয়? ওর ইয়ট আছে, আছে পেন্থহাউজ, চাকর-বাকর এবং ব্যাংক ভর্তি টাকা। কাজেই নয় কেন?'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও! জীবনের সেরা সময়গুলো স্রেফ টাকার জন্য একটা বুড়োর গলায় ঝুলে থাকতে পারবে?'

'অবশ্যই পারবো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। 'ঠিক আছে। যাও, ওকে বিয়ে করে ফেলো। দোয়া করি সুখী হও।'

'ওকে বিয়ে করার পর আমি ওর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো। তোমার সঙ্গে আর দেখা হচ্ছে না, বার্ট। চির বিদায়।' ফোন রেখে দিল বার্থা।

বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বুকের ভিতরটা কেমন ফাঁকা লাগছে। অবশ্য একটু পরেই ঝেড়ে ফেললাম হতাশা। পৃথিবীতে সুন্দরী মেয়ের অভাব নেই। বার্থার মতো মেয়ে জীবনে আরও আসবে। ও নাকি ওর স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে! এর চেয়ে হাস্যকর কথা হয় না।

আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

ডিনার সেরে দ্য প্যারাডাইস সিটি হেরাল্ড-এ হ্যামেলের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে পড়লাম। প্রথম পাতার হেডলাইন হয়েছে তাঁর আত্মহত্যার ঘটনা। মেল পামার প্রেস আর টিভি রিপোর্টারদেরকে সামলাচ্ছে। পামার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়েছে। বলেছে মিসেস হ্যামেল কোনও সাক্ষাৎকার দেবেন না।

পত্রিকা পড়া শেষ করেছি, জারভিশ ঢুকল ঘরে। চেহারা বিষণ্ন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে জানাল তার প্রিয় বন্ধু ওয়াশিংটন স্মিথ এবং মিসেস স্মিথকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন মিসেস হ্যামেল। পনের বছর বিশ্বস্ততার সাথে সেবা করেছে স্মিথ দম্পতি। এক বছরের বেতন অগ্রিম দিয়ে তাদেরকে বিদায় করেছে ন্যান্সি। ওরা চলে যাওয়ার সময় দেখা পর্যন্ত করেনি। জশ জোনস এখন থেকে নাকি মিসেস হ্যামেলের দেখাশোনা করবে। পামার এ বাড়িতে নেই। পুলিশ চলে যাওয়ার সাথে সাথে সে-ও চলে গেছে। পামারও কল্পনা করতে পারেনি স্মিথ দম্পতির চাকরি বিনা কারণে খেয়ে ফেলবেন মিসেস হ্যামেল। প্রশ্ন করে জানলাম ন্যান্সির এখানে আর থাকার ইচ্ছে নেই। বাড়ি-টাড়ি বিক্রি করে চলে যাবে।

দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিতে অসুবিধে হলো না আমার। ন্যান্সি স্মিথ দম্পতিকে ভাগিয়েছে শুধুমাত্র তাদের উপস্থিতি ওদের ষড়যন্ত্রের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে ভেবে।

সন্ধ্যা বেলায় আমি গেটের কাছের গাছে চড়ে বসলাম। হ্যামেলের বাড়ির লিভিংরুমে আলো জ্বলছে। তবে পর্দা ফেলা। হয়তো ন্যান্সি আর পোফেরি পর্দার আড়ালে বসে পরিকল্পনা আঁটছে হ্যামেলের টাকা হাতে আসার পরে কী করবে।

এক ঘণ্টা ঠায় বসে রইলাম গাছে। কিছুই ঘটল না। এক ঘণ্টা পরে লিভিংরুমের বাতি নিভে গেল, র‍্যাঞ্চ হাউজের শেষ প্রান্তের একটি ঘরে জ্বলে উঠল আলো। ন্যান্সির বেডরুম? গাড়ির শব্দ পেলাম। সামনে ঝুঁকে

দেখি গাড়িটা হ্যামেলের গেটের বাইরে থেমেছে। জশ জোনস নামল গাড়ি থেকে, লাল বোতাম টিপে ধরতেই খুলে গেল গেট। গাড়িতে ঢুকল সে। চালিয়ে আনল। স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে গেল ফটক।

বারান্দার আলো জ্বলে উঠল সে গাড়ি থামাতে, খুলে গেল সদর দরজা। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে পোফেরি।

ওই চওড়া কাঁধ, বুনো ষাঁড়ের মত শরীরের লোকটাকে চিনতে মোটেই ভুল হলো না আমার। খেঁকিয়ে উঠল জশ, সাথে সাথে নিভে গেল বারান্দার আলো। অন্ধকারে উঁকি দিলাম, গাড়িটার আবছা কাঠামো ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। আরও অনেকক্ষণ বসে থাকলাম গাছে হেলান দিয়ে। হ্যামেলের বাড়ির আলোগুলো নিভে গেল একে একে। আমি নেমে এলাম গাছ থেকে।

জারভিশ এক বোতল স্কচ রেখে গিয়েছিল টেবিলের উপর। জারভিশকে এখন সারাক্ষণ বুড়ো হার্শেনহেইমারের সঙ্গে থাকতে হয়। তাকে ছাড়তেই চায় না ভীতুর ডিমটা। আমি মদ গিললাম কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ দারুণ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়।

মিলিয়ন ডলার কামানোর আশা এখনও ফুরিয়ে যায় নি! হ্যামেলের বাড়িতে দুই সন্ত্রাসবাদী লুকিয়ে আছে। ওদেরকে মদদ যোগাচ্ছে ডিয়াজ। ডিয়াজ জানে ন্যান্সি হ্যামেলের বই-এর রয়ালিটি এগার মিলিয়ন ডলারসহ অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রি করে আরও কয়েক মিলিয়ন ডলার পাবে। সব মিলে কমপক্ষে কুড়ি মিলিয়ন ডলার তো হবেই। এ টাকার বড় একটা ভাগ পাবে ডিয়াজ। কিন্তু আমি যদি ডিয়াজকে ভয় দেখাই ওদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেব, লুসিয়া আর পোফেরি কোথায় লুকিয়ে আছে জানি আমি, ভয়ে বারোটা বেজে যাবে ডিয়াজের। ওর কাছে এখন এক মিলিয়ন ডলার চাইব আমি। ডিয়াজ এবার এ টাকা না দিয়ে যাবে কোথায়?

টাইপরাইটার নিয়ে বসে গেলাম। ন্যান্সি কীভাবে পোফেরিকে লুকিয়ে হ্যামেলের র‍্যাঞ্চ হাউজে নিয়ে এসেছে, কীভাবে পোফেরি হ্যামেলকে খুন করেছে, ওরা এখনও ওই বাড়িতেই আছে ইত্যাদি সব কিছুর বর্ণনা দিয়ে একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করলাম।

মূল কপিটা কাল নিজে দিয়ে আসব হাওয়ার্ড শেলবির অফিসে। খামের উপর লেখা থাকবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার কোনও খবর না পেলে সে এটা পুলিশ চীফ টেরেলকে দেবে। দ্বিতীয় কপিটা আরেকটা খামে পুরলাম।

প্ল্যানটা উল্টেপাল্টে দেখলাম। কোথাও কোনও খুঁত নেই। শেলবির অফিস হয়ে সোজা চলে যাবো আলমেডা বার-এ। তারপর আমার হাতে এসে যাবে এক মিলিয়ন ডলার। টাকাটা দিয়ে কী করব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আলমেডা বার-এর মোটকু মেক্সিকান বারকীপার আমাকে দেখে তেলতেলে হাসি উপহার দিল। জেলে আর অন্যান্য খদ্দেররা একবার আমার দিকে তাকাল, তারপর মন দিল পানীয়র গ্লাসে।

'ডিয়াজ,' বললাম বারকীপারকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে বার-এর ফোনটা তুলে নিল সে। কথা বলছে, আমি ডিয়াজের অফিসের দিকে পা বাড়ালাম। ধাক্কা মেরে খুলে ফেললাম দরজা। ডেস্কের পিছনে বসা ডিয়াজ, দাঁতের ফাঁকে সিগারেট। ফোন নামিয়ে রাখছে, আমিও ভিতরে ঢুকলাম।

'হাই!' বললাম আমি। 'মনে পড়ে আমাকে?'

একটা চেয়ার টেনে হাসি মুখে বসলাম ওর সামনে।

'আমি তোমাকে এখানে আসতে নিষেধ করেছিলাম,' হিমশীতল কণ্ঠ ডিয়াজের।

'সময় বদলায়,' বললাম আমি, 'গতকাল আজ নয়।'

থু মেরে সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে দিল সে। সাপের মত মুখ ভাবলেশহীন। 'কী চাও তুমি?'

'তোমার নতুন একজন পার্টনার এসেছে,' বললাম আমি। 'আমি।'

'তোমাকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। শুনলে না তো, ঠিক আছে!' বিদ্যুৎ গতিতে ডিয়াজের হাতে চলে এল একটা পিস্তল।

হাসিটা ঝুলে থাকল আমার মুখে। 'তোমার অফিসে বসে যে আমাকে গুলি করা ঠিক হবে না এটুকু বুদ্ধি অন্তত তোমার আছে। আমি কেন এসেছি সেটা আগে শোনো। আমার কথা না শুনলে হ্যামেলের কুড়ি মিলিয়ন ডলারের ভাগ থেকে বঞ্চিত হবে।'

ভুরু কুঁচকে গেল ডিয়াজের, নামিয়ে রাখল অস্ত্র। তেতেমেতে কিছু বলতে গিয়েও ব্রেক কষল। মনে মনে হাসলাম আমি। সস্তা গুণ্ডা!

ন্যান্সি আর পোফেরির পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলাম ওকে। ওদের ষড়যন্ত্রের কোনও কিছুই যে অজানা নেই সে কথা শুনল ডিয়াজ সাপের মত চোখ মেলে। শেলবিকে লেখা স্টেটমেন্ট এবং রশিদও দেখালাম। স্টেটমেন্ট পড়ার সময় ঘাম ফুটল ডিয়াজের মুখে।

'কাজেই, এসো, এবার সাহস থাকলে গুলি করো আমাকে,' হাসতে হাসতে বললাম আমি। 'আমাকে গুলি করলে তোমাদের তিনজনকেই জেলের ভাত খেতে হবে। তবে আমি লোভী নই। আমাকে এক মিলিয়ন ডলার দিলে এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করব না। এবং টাকাটা আমার এক্ষুণি চাই। তোমরা তো কুড়ি মিলিয়ন ডলারের মালিক হবে। ওখান থেকে এক মিলিয়ন ছাড়তে আশা করি কষ্ট হবে না।'

কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ডিয়াজ। নির্বাক।

'আমি আমার এক মিলিয়ন এখুনি চাই,' ঝুঁকলাম ওর দিকে মুখটা হাসি হাসি রেখে। 'টাকা পেতে সমস্যা হবে না। শহরের সবচেয়ে বড় সুদখোর সলি ফিঙ্কলাস্টাইনকে তো চেনো। ওর সঙ্গে কথা বলেছি আমি। তুমি সাইন করলেই পঁচিশ পার্সেন্ট সুদে টাকাটা দিয়ে দেবে সে। নাও, এ কাগজে সাইন করে দাও।'

কাগজপত্র রেডি করেই এনেছি আমি, ঠেলে দিলাম ডিয়াজের দিকে।

'আমি কোন কিছুতে সাইন করব না,' বিড়বিড় করল ডিয়াজ, তবে ঝুঁকে এল সামনে। পড়ল চুক্তিপত্র। 'আমি এতে সাইন করছি না।' কর্কশ গলা তার। 'তুমি কী ভেবেছ আমি পাগল?'

'সাইন না করলে পাগলই হয়ে যাবে, পার্টনার,' বললাম আমি।

'বিদায় জানাতে হবে কুড়ি মিলিয়ন ডলারকে। কুড়ি বছর কাটবে জেলে। সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার তোমার।'

চেয়ারে বসে রইল ডিয়াজ, মুখ দিয়ে ঘাম বেয়ে পড়ছে, চুক্তিপত্রের দিকে স্থির দৃষ্টি। ডিয়াজ সলিকে ভালোই চেনে। জানে টাকা শোধ করতে না পারলে চৌদ্দটা বাজিয়ে দেয় লোকটা।

'রিল্যাক্স, পার্টনার,' ডিয়াজকে সাহস যোগালাম। 'আমার চেহারা আর কোনদিন দেখবে না তুমি। সলি টাকা দেয়া মাত্র এ শহর ছেড়ে চলে যাব আমি। পারনেল এজেন্সিতেও আর চাকরি করছি না।'

সাপটাকে কোণঠাসা করে ফেলেছি আমি। আমার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে ওর উপায় নেই। কাঁপা হাতে কলম তুলে নিল সে।

ওকে লক্ষ্য করছি আমি। এমন সময় পায়ের শব্দ পেলাম পিছনে।

তারপর উল্টে গেল দৃশ্যপট। দেখলাম শক্ত হয়ে গেল ডিয়াজ, আমার পিছনে তাকিয়ে আছে। বড় বড় হয়ে উঠেছে চোখ। চেহারায় স্পষ্ট ভীতি।

একটা তীক্ষ্ণ কিশোর কণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'তুমি আমার ভাইদেরকে খুন করেছো, সেনর ডিয়াজ। এবার তোমাকে খুন করব আমি।' আমি চট করে ঘুরলাম।

দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে জোয়ি। হাতে রিভলবার। ডিয়াজের দিকে তাক করা।

'না, জোয়ি।' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

গুলির শব্দে কেঁপে উঠল ঘর।

ডিয়াজের দিকে তড়িৎ গতিতে ফিরলাম। সমস্ত মুখ রক্তে মাখামাখি। চেয়ারে বসে আছে সে, হাতে কলম, চুক্তি অস্বাক্ষরিত।

লাফ মেরে সিধে হলাম আমি, দ্রুত চুক্তিপত্র, স্টেটমেন্ট এবং শেলবির রশিদ পকেটে ঢুকিয়ে ফেললাম। তারপর ঘুরে দাঁড়ালাম। জোয়ি হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। উপহার পাওয়া বাচ্চাদের খুশির হাসি। 'আমার লোকদের কেউ খুন করতে পারে না, মি. অ্যান্ডারসন। তাহলে তাকেও মরতে হয়।'

'ভাগো এখান থেকে!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

'জ্বী, মি. অ্যান্ডারসন,' আবার হাসল সে, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তবে বেশী দূর যেতে পারল না। তিন বিশালদেহী মেক্সিকান জাপটে ধরল ওকে। ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে গেল অফিসে। একজন ওর হাত থেকে কেড়ে নিল পিস্তল। আমি দরজার দিকে পা বাড়ালাম। বেরুবার সময় ভেসে এল জোয়ির খুশি খুশি গলা, 'আমি ওকে খুন করেছি। আমি ওকে খুন করেছি! আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, টমি? আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, জিম্মো? আমি ওকে খুন করেছি!'

রাস্তায় চলে এলাম আমি, বসলাম গাড়িতে। গাড়ি ছুটিয়েছি, বাতাস ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল পুলিশি সাইরেনে।

প্রচণ্ড নিরাশ মন নিয়ে ফিরে এলাম বাসায়। সেই সাথে ভয়ে শিঁটিয়ে আছে বুক। পুলিশে ধরে কিনা সে ভয়ে তটস্থ আমি।

লিভিংরুমে পায়চারি করতে করতে ভাবলাম আলমেডা বারের কেউ চেনে না আমাকে। বারকীপার আমাকে ডিয়াজের অফিসে ঢুকতে দেখেছে। জোয়ি ট্রিগার টানার মুহূর্তে অফিসে ছিলাম আমি। তারপর চলে আসি বার ছেড়ে। কেউ আমাকে আসতে দেখেনি। জোয়ি ধরা পড়েছে। পুলিশ যখন জেরা শুরু করবে ওকে, জোয়ি কী আমার নাম বলে দেবে? আশা করি বলবে না। কারণ জোয়ি আমার ভালো বন্ধু।

ডিয়াজ মারা গেছে। বেঁচে আছে ন্যান্সি আর পোফেরি এবং জশ জোনস। তিন বিপজ্জনক, ভয়ঙ্কর মানুষ। এদের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আমার আর মিলিয়ন ডলার পাবার স্বপ্ন দেখা হলো না। এখন পুলিশের কবল থেকে নিজের ঘাড়টাকে রক্ষা করতে পারলেই হয়। আবার ফিরে যেতে হবে এজেন্সিতে। একঘেয়ে সব কাজ, যতদিন না কর্নেল আমাকে অবসর নিতে দেয়। তারপর এক সময় বুড়ো হয়ে যাব। মরে যাব।

গ্লাসে ড্রিংক ঢাললাম আমি।

ওহ্, কী যে হতাশ লাগছে!

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। ঘুম ঘুম এসে গিয়েছিল। চমক ভাঙলো কলিংবেলের শব্দে।

পুলিশ!

সিধে হলাম। ঘড়ি দেখলাম ১১.০৫।

চুলটা আঁচড়ে নিলাম, ভাঁজ খাওয়া জ্যাকেট ঠিক করলাম টেনেটুনে। তারপর পা বাড়ালাম লবিতে। ধুকপুক করছে বুকের ভিতরটা।

আবার বেল বাজল।

খুললাম দরজা।

ধাক্কা মেরে ভিতরে ঢুকল গ্লোরিয়া কর্ট, হেঁটে এল লিভিংরুমে। দশ হাজার ডলার চাইতে এসেছে নিশ্চয়।

টলতে টলতে ওর পিছু পিছু ঢুকলাম লিভিংরুমে।

'শোনো, বেবী...' শুরু করলাম।

'চুপ করো।' ধমকে উঠল গ্লোরিয়া। 'তুমি আমার কথা শোনো!' ধপ করে বসে পড়ল সোফায়, চেহারায় এমন একটা ভাব ফুটে আছে, অজানা আশংকায় দুলে উঠল বুক।

'ড্রিংক দেবো?' জানতে চাইলাম আমি।

'শোনো! আমি চলে যাচ্ছি। তবে যাবার আগে কিছু কথা জানা দরকার তোমার।'

ওকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছে। আমি ওর কাছের লাউঞ্জিং চেয়ারে বসলাম। 'ঠিক আছে। বলো। শুনছি।'

'তুমি যে ছারপোকাটা আমাকে দিয়েছিলে সেটা আমি ডিয়াজের অফিসে ফিট করেছিলাম। ওদের কথা শুনেছি। ছারপোকাটা না থাকলে আজ আমার চেহারা দেখতে পেতে না তুমি। জেটিতে পড়ে থাকতে হতো রক্তাক্ত, নিথর শরীরে।'

চমকে উঠলাম আমি। 'কী বলছো!'

'শোনো! ওই কুত্তার বাচ্চা আলফোনসো আমাকে খুন করার প্ল্যান

করেছিল। নিগ্রোটাকে বলছিল আমার খুলি ফাটিয়ে সাগরে লাশ ফেলে দিতে।' হঠাৎ হাসি ফুটল গ্লোরিয়ার মুখে। শীতল হাসি। 'কিন্তু আমাকে মারতে পারে নি সে। উল্টো মারা গেছে ও, বেঁচে আছি আমি।'

আমি হাঁ করে তাকিয়েই আছি গ্লোরিয়ার দিকে, কথা যোগাচ্ছে না মুখে।

'আড়িপাতা যন্ত্রটা দিয়ে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, এখন ন্যান্সি হ্যামেলের জান বাঁচাও।'

'কী আবোল তাবোল বকছ! ন্যান্সির জীবন?'

'দু'রাত আমি পোফেরি আর ডিয়াজের কথা শুনেছি। জেনেছি ন্যান্সির জমজ একটা বোন আছে। ওরা আইডেন্টিক্যাল টুইন। ন্যান্সি ও লুসিয়া। বুঝতে পেরেছ?'

শেষ দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে গেল। তাঁবুতে দুটো বিছানাঃ পোফেরি ও জোনসের সাথে যে মহিলাকে আমি ইয়ট ছাড়তে দেখেছি সে লুসিয়া, ন্যান্সি নয়।

সতর্ক ও শান্ত এখন আমি। 'বলে যাও।'

'ওরা বলাবলি করছিল খুব চালাকির একটা কাজ করেছে। ন্যান্সির জায়গায় লুসিয়াকে বসানোর জন্য ওরা পেনি হিগবিকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়। কারণ পেনির কাছে ধরা পড়ে যেত ওটা ন্যান্সি নয়, লুসিয়া। এরপর লুসিয়া ফোন করে ন্যান্সিকে। আলমেডায় আসতে বলে। বোনের জন্য যে কোনও কিছু করতে রাজি ন্যান্সি। সেই ইটালি থেকে লুসিয়া ও পোফেরিকে বের করে নিয়ে আসে এবং ওদেরকে লুকিয়ে রাখে দ্বীপে। ন্যান্সি আসার পরে ওকে একটা ঘরে আটকে রাখে ওরা। লুসিয়া ন্যান্সির পোশাক পরে ন্যান্সির গাড়ির ট্রাংকে করে লুকিয়ে হ্যামেলের বাড়িতে নিয়ে আসে পোফেরিকে। গার্ড লুসিয়াকে চিনতে পারে নি। পোফেরিকে বাড়িতে রেখে লুসিয়া ইয়ট নিয়ে সাগরে বেরিয়ে পড়ে একটা অ্যালিবাই খাড়া করার জন্য। পোফেরি হ্যামেলকে খুন করার পরে ফিরে আসে লুসিয়া। বুড়ো ছাগল পামার ওকে ন্যান্সি ভেবেছে। গত রাতে জোনস ন্যান্সিকে হ্যামেলের

বাড়িতে নিয়ে এসেছে। ওকে ড্রাগ দেয়া হয়েছে। সে, লুসিয়া, পোফেরি এবং জোনস এখন ও বাড়িতে।'

'জোনস ন্যান্সিকে গাড়ির ট্রাংকে লুকিয়ে এনেছে, না?'

মাথা দোলাল গ্লোরিয়া।

মিথ্যা বলেনি সে। ন্যান্সিরূপী লুসিয়া মাইককে নিশ্চয় ফোনে বলেছে জোনস আসছে। জোনস স্বচ্ছন্দে ঢুকে পড়েছে ভিতরে।

'ন্যান্সি আর লুসিয়া আইডেন্টিকাল টুইন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

অধৈর্য দেখাল গ্লোরিয়াকে। 'হুবহু একই রকম দেখতে। লুসিয়াকে এক নজর দেখেছি আমি। দু'জনের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারিনি। এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। আলফোনসো নিগ্রোটাকে আমার কথা বলছিল। বলছিল আমি ঝামেলা পাকাতে পারি। হ্যামেলের প্রাক্তন স্ত্রী হিসেবে হ্যামেলের টাকার ভাগ নাকি চাইবো। সে জোনসকে বলেছিল আমার একটা ব্যবস্থা নিতে; মাথায় বাড়ি মেরে জেটি থেকে ফেলে দিতে। মাইডিয়ার, সুইট, বয়ফ্রেন্ড! ভাবতে পারো ব্যাপারটা?' শীতল, ভয়ঙ্কর হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। আলফোনসো আমাকে টিট করার আগে ওকে টিট করে ফেললাম।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম ওর দিকে। 'তার মানে?'

'আমি জানতাম আলফোনসো ওই ইন্ডিয়ান বাচ্চা দুটোকে খুন করেছে। জোয়িকে খুঁজে বের করলাম আমি, হাতে তুলে দিলাম আলফোনসোর একটা অস্ত্র। জোয়ির শুধু একটা অস্ত্রের দরকার ছিল।' আবার হাসল সে। 'বাচ্চাটা দারুণ দেখিয়েছে।'

'জেসাস!' শুধু এ-ই বলতে পারলাম আমি।

'আমি সানফ্রান্সিসকো চলে যাচ্ছি। ওই সাপটা দুই নম্বরী পয়সা কোথায় রাখে জানা ছিল আমার। টাকাটা আমি নিয়ে নিয়েছি। এখন আর পৃথিবীর কাউকে গাহ্য করি না।'

'কত পেয়েছ তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'প্রচুর,' কঠিন হাসি গ্লোরিয়ার মুখে। 'তোমার জানার দরকার নেই। আমি এখানে এসেছি তোমাকে জানাতে হারামজাদাগুলো ন্যান্সিকে দিয়ে

কয়েকটা চেকে সই করিয়ে নিয়ে এরপর মেরে ফেলবে। তুমি পারলে ওকে বাঁচাও।'

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে গটগট করে চলে গেল গ্লোরিয়া। একটু পর ওর গাড়ির শব্দ পেলাম।

কিছুক্ষণ বসে রইলাম চুপচাপ। পুলিশের কাছে যাব না ঠিক করেছি। লু কোল্ডওয়েলকে বলা যেতে পারে। এসব ব্যাপার চমৎকারভাবে সামলাতে পারবে ও আমার গায়ে টোকাটিও না দিয়ে। এফ বি আই তাদের ইনফরমারদেরকে সবসময় প্রটেকশন দিয়ে আসছে।

লু কোল্ডওয়েলকে ফোন করলাম। বললাম অত্যন্ত জরুরী বিষয়। এক্ষুণি যেন চলে আসে। তারপর হার্শেনহেইমারের বাড়িতে কার্লকে ফোন করে বললাম আমার আসতে আরও ঘণ্টাখানেক দেরী হবে। ও প্রতিবাদ করে কিছু বলার আগেই কেটে দিলাম লাইন।

কুড়ি মিনিট পরে এলো লু। ঘরে ঢুকেই ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল, 'তোমার জন্যে আমার ঘুমটা নষ্ট হলো। এতো জরুরী তলব কীসের?'

ওকে কী বলব ঠিক করে রেখেছি আগেই। তবে প্রথমে নিশ্চয়তা পাওয়া দরকার যে লু আমাকে কাভার দেবে।

'আমি যে ব্যাপারটিতে জড়িয়ে পড়েছি, এ জন্যে আমার চাকরি চলে যেতে পারে, লু। আমাকে কাভার না দিলে একটি কথাও বলব না।'

'পোফেরি?'

'হ্যাঁ। ও এখন কোথায় আছে জানি আমি। তবে কাভার নেই তো কথাও নেই।'

'তোমাকে কাভার দেয়া হবে। কোথায় সে?'

গল্পটা বললাম ওকে। গোটা ব্যাপারটা থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখলাম নিজেকে। বললাম আমার এক ইনফরমার আছে সে পাইরেটস

আইল্যান্ডে আবিষ্কার করেছে পোফেরিকে। ঘটনা শেষ হওয়ার পর স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল লু।

'তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত?'

'নিশ্চিত। পোফেরি ও তার বউ লুসিয়া এ মুহূর্তে হ্যামেলের বাড়িতে। ন্যান্সিকে ওখানে আটকে রেখেছে তারা। চেকটেকগুলোতে সই করা হয়ে গেলে ওরা তাকে খুন করবে। তারপর হ্যামেলের ইয়টে চড়ে পালাবে। প্রথমে হয়তো কিউবায় যাবে। ওখান থেকে ইটালিতে পাঠিয়ে দেবে টাকা।'

খানিকক্ষণ ভাবল লু, তারপর সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'আমি সব ঠিক করে ফেলছি। ভেবো না। তুমি কাভারে থাকবে। আমি টেরেলের সঙ্গে কথা বলব। হ্যামেলের বাড়ি ঘেরাও দিতে পুলিশের সাহায্য লাগবে।'

'সময় পাবে প্রচুর', বললাম আমি। 'কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখান থেকে নড়বে না ওরা। ওদের আর কোনও নিরাপদ আস্তানা নেই।'

'কালকেই অ্যাকশনে নেমে যাবো।'

'তবে সাবধান, লু। ওরা কিন্তু খুব বিপজ্জনক। গুলিটুলি করতে পারে।'

দাঁত বের করে হাসল লু। 'তাহলে আর মহড়ার প্রয়োজন হবে না।'

লু চলে যাবার পরে আমি গ্যারেজে চলে এলাম। গাড়ি নিয়ে ছুটলাম প্যারাডাইস লার্গোর উদ্দেশে। ন্যান্সি হ্যামেলের কথা ভাবছি। একটা বুদ্ধি এল মাথায়। ন্যান্সি যখন বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাবে, ওর কাছে যাব আমি। বলব আমিই ওর জীবন বাঁচিয়েছি। পরোক্ষ ভাবে জানাব এ জন্যে আমাকে তার পুরস্কৃত করা উচিত।

ন্যান্সি নিশ্চয় খালি হাতে ফেরাবে না আমাকে।

নয়

রাতে লক্ষ্য রাখলাম হ্যামেলের র‍্যাঞ্চ হাউসের উপর। লিভিং রুমের জানালার পর্দার পিছনে আলো জ্বলছে। মাঝে মাঝে ছায়া সরে যেতে দেখলাম, কখনও পোফেরি, আবার জোনস। বাড়ির বাকি অংশ অন্ধকার। দুই বেডরুমের বাতি নিভে যাওয়ার পর গাছ থেকে নেমে এলাম।

হ্যামেলের বাড়ির উপর নজর রাখার সময় ফুল স্পীডে চলছিল আমার মস্তিষ্ক। পরবর্তী করণীয় ঠিক করে ফেললাম। যে প্ল্যান করেছি তাতে বেশ কিছু টাকা পয়সা হাতে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মনে মনে বাহবা দিলাম নিজেকে। কালই নেমে পড়ব কাজে।

পরদিন সাড়ে এগারটার সময় ফিরে এলাম কটেজে। কার্ল আসার পরে ওকে ডিউটি বুঝিয়ে দিয়ে মেজার নিয়ে ছুটলাম মেল পামারের অফিসে।

পামারের সেক্রেটারি হেভী সেক্সি মাল। লাল চুল। বুকদুটো যেন পাহাড় চুড়ো, জামা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সুপের মধ্যে তেলাপোকা দেখছে।

'মি. পামার,' সেক্সি হাসি উপহার দিলাম মেয়েটাকে। 'বার্ট অ্যান্ডারসন।'

'আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, মি. পামার?' নিরুত্তাপ কণ্ঠ।

'নামটা শুধু বলুন। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রয়োজন হয় না।' ইতস্তত করল সুন্দরী, তারপর উঠল চেয়ার ছেড়ে, নিতম্বে ভূমধ্যসাগরের দোলে আমার শরীর গরম করে ঢুকল ভিতরের কামরায়।

এক মুহূর্ত পর দোরগোড়ায় পুনরাবির্ভাব ঘটল তার। 'মি. পামার আপনাকে যেতে বলেছেন।'

মেয়েটার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় আমার ডান হাতটা একটু বেশি দুলল, কিন্তু এরকম ঘটনার সাথে সে নিশ্চয় বহু আগে থেকে পরিচিত, তাই কোনও কিছুতে ঠেকল না আমার আঙুল।

ধূমপান করছে পামার, আমাকে দেখল সন্দেহের চোখে। 'কী ব্যাপার, মি. অ্যান্ডারসন?'

আরামদায়ক একটা চেয়ারে বসলাম আমি। 'মিসেস ন্যান্সি হ্যামেল আপনার ক্লায়েন্ট?'

'অবশ্যই। তাঁর প্রশ্ন কেন?' ঘড়ি দেখল অধৈর্য ভঙ্গিতে। 'আমার একটা জরুরী দাওয়াত আছে।'

'আমি যা বলব তা আপনি শুনবেন। আপনি জানেন মিসেস হ্যামেলের জমজ বোন আছে?'

চোখ পিটপিট করল পামার। 'জানি না। কিন্তু জানাটা কী জরুরী?'

'জমজ বোনটি হলো লুসিয়া পোফেরি, ইটালিয়ান টেররিস্ট যাকে দুটো খুনের অভিযোগে খোঁজা হচ্ছে। আলডো পোফেরি, ও একজন সন্ত্রাসবাদী, ইটালিয়ান রেড ব্রিগেডের নেতা, কমপক্ষে তিনটি খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত। আমার কাছে প্রমাণ আছে সে রাস হ্যামেলকে খুন করেছে।'

পামারের থলথলে পাছায় যদি পিন ফুটিয়ে দিতাম তবু এরকম প্রতিক্রিয়া দেখাত না সে। তার চোয়াল ঝুলে পড়ল, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল চোখ। লাফ মেরে উঠল।

'আপনি মাতাল নাকি?' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এসব কী বলছেন?'

'এফ বি আই'র কাছে ফ্যাক্টস আছে, তারা আজ রাতে অ্যাকশনে নামবে।'

‘গুড গড!’ ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ল পামার, মখমলের রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে।

‘এটা জটিল একটা গল্প,’ বললাম আমি। ‘প্রথম থেকে আপনার শোনা উচিত। যখন এটা প্রকাশ হয়ে যাবে, হ্যামেলের বইয়ের কোনও ক্ষতি হবে না। বরং বিক্রি বেড়ে যাবে বহুগুণ। তবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে দক্ষ হাতে। আর আপনি সেটা পারবেন।’

যা আশা করেছিলাম তাই ঘটল। রুমাল সরিয়ে রাখল সে, চেহারায় ফুটল ব্যবসায়ী ভাব।

লু কোল্ডওয়েলকে বলা গল্পটাই নতুন করে শোনালাম পামারকে। শেষে উপসংহার টানলাম, ‘তো এই হলো সেট-আপ; দুই টেররিস্ট বন্দি করে রেখেছে ন্যান্সিকে। হয়তো অজ্ঞান করে রেখেছে সিডেটিভ দিয়ে। হ্যামেলকে মৃত অবস্থায় দেখার সময় যে মহিলার সঙ্গে আপনি কথা বলেছেন সে ন্যান্সি নয়, লুসিয়া।’

‘অসম্ভব! বাজি ধরে বলতে পারি ওটা ন্যান্সি ছিল’, বিড় বিড় করল সে।

‘আইডেন্টিক্যাল টুইনস, তাছাড়া আপনি স্বল্প আলোয় ওকে দেখেছেন এবং ঘটনার আকস্মিকতায় ছিলেন শোকাহত। চেকে সই হয়ে যাওয়ার পরে ওরা মেরে ফেলবে ন্যান্সিকে।’

চুপচাপ বসে রইল পামার। ভাবছে। তারপর সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। ‘আপনার কথাই হয়তো ঠিক। আজ সকালে এই মহিলা ফোন করেছিল আমাকে। কাঁদতে কাঁদতে বলছিল স্বামীর অন্ত্যেস্টিক্রিয়ায় যেতে পারবে না সে, আমি যেন সব দিক সামলাই। একা থাকতে চেয়েছে সে। শোক সামলাবে।’

‘ঠিকই ধরেছেন। লুসিয়া অন্ত্যেস্টিক্রিয়ায় যায়নি ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। একই কারণে দ্বিতীয়বার আপনার সামনে আসতে চায় নি।’

‘গুড গড!’ আবার মুখ মুছতে লাগল পামার।

‘আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি, মি. পামার,’ চেহারায় সিরিয়াস ভাব ফোটালাম। ‘আমাকে মিসেস হ্যামেলের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করুন।’

মুখ মোছা বন্ধ হয়ে গেল, সন্দেহ নিয়ে দেখল সে আমাকে। 'মিসেস হ্যামেলের প্রতিনিধি? মানে কী কথাটার?'

'কেউ একজন তার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করবে। প্রেস বা মিডিয়ায় মিসেস হ্যামেলের হয়ে কথা বলবে সে। শোক সামলে না ওঠা পর্যন্ত মিসেস হ্যামেলকে নিশ্চয় প্রেসের সামনে হাজির করা উচিত হবে না।' আমি সামনের দিকে ঝুঁকে এলাম। 'আপনি মিসেস হ্যামেলের প্রতিনিধি। কিন্তু আপনি কী বন্দুক যুদ্ধের মধ্যে থাকতে পারবেন? এফ বি আই পোফেরি আর তার স্ত্রীকে খুন করবে। জশ জোনসকে আমি দেখেছি কোমরের গান বেল্টে '৪৫ ফুলিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউজে হাঁটতে। একটা বন্দুক যুদ্ধ অবধারিত। আপনি কী সেখানে থাকবেন নাকি আপনার এবং মিসেস হ্যামেলের পক্ষ হয়ে আমি হাজির হবো?'

বন্দুকের সামনে যেতে হবে শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল পামারের চেহারা। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি কী কাজটা করবেন, মি. অ্যান্ডারসন?'

বিনয়ের অবতার সেজে বললাম, 'এটাই তো আমার কাজ। ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন। মিসেস হ্যামেলের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা আমি দিচ্ছি। প্রেস তার ধারেকাছেও যাতে ঘেঁষতে না পারে সে ব্যবস্থাও নেব।'

'কাজটা কীভাবে করবেন আপনি?' ভুরু কোঁচকাল পামার। 'প্রেসের হাত থেকে কী করে উদ্ধার করবেন মিসেস হ্যামেলকে? কীভাবে বের করে নিয়ে আসবেন লার্গো থেকে?'

সমস্ত প্রশ্নের জবাব আগে থেকে রেডি করা আমার। বললাম, 'হেলিকপ্টারে করে, মি. পামার। আমার এক বন্ধুর একটা চপার আছে। বন্দুক যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র সে হ্যামেলের লনে চপার নিয়ে নেমে পড়বে। আমরা উড়িয়ে নিয়ে যাব মিসেস হ্যামেলকে। আপনি স্প্যানিশবে হোটেলে একটা গেস্টহাউজ ভাড়া করে রাখবেন। ওই হোটেলের ছাদে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার ব্যবস্থা আছে। শোক সামলে না ওঠা পর্যন্ত মিসেস হ্যামেল ওখানেই থাকবেন। অনুমতি ছাড়া ওখানে কেউ মিসেস হ্যামেলের কাছ ঘেঁষতে পারবে না।'

পামারের মাংসল মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'চমৎকার আইডিয়া। স্প্যানিশ বেতে রেসিডেন্ট ডাক্তার এবং নার্স আছে। মিসেস হ্যামেলের চিকিৎসার প্রয়োজন হলে সাহায্য পাওয়া যাবে। হেলিকপ্টার ভাড়া করার দায়িত্ব আপনার উপর ছেড়ে দিলাম, মি. অ্যান্ডারসন। আমি রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করছি। এখন উঠতে হয়।'

'ছোট্ট দুটো কাজ বাকি রয়ে গেছে, মি. পামার,' মিষ্টি হেসে বললাম।

'আপনার কাছ থেকে লিখিত অথরিটি চাই যে আমি মিসেস হ্যামেলের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছি। নইলে এফ বি আই ঝামেলা করতে পারে।'

'অবশ্যই। অবশ্যই।' বলে নিতম্বে দারুণ ঢেউ তোলা সেক্রেটারিকে ডেকে অথরাইজেশন লেটার তৈরি করার প্রয়োজনীয় ডিকটেশন দিল পামার। 'এখুনি টাইপ করে নিয়ে এসো।'

আমাকে একপলক দেখে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। 'আর দ্বিতীয় কাজ?'

'খরচ। চপার ও পাইলটের জন্য দু'হাজার ডলার লাগবে।'

শক্ত হয়ে গেল পামার। 'এতো অনেক টাকা।'

'টাকাটা তো হ্যামেল সাহেবের, আপনি আপত্তি করছেন কেন?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

সেক্রেটারি অথরাইজেশন লেটার নিয়ে ফিরে এল। ওতে সাইন করল পামার। 'মি. অ্যান্ডারসনকে নগদ দু'হাজার ডলার দিয়ে দাও, মিস হিলস।' আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল সে, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। 'ঘটনা কখন ঘটবে?'

'আজ রাতে।'

'আমি হোটেলে অপেক্ষা করব।' চলে গেল পামার।

মিস হিলস জিজ্ঞেস করল, 'দু'হাজার ডলার ক্যাশ?'

'আপনার বসতো তাই বলল।'

টাকাটা পেয়ে ওয়ালেটে পুরলাম আমি। তারপর বললাম, 'কেউ বলেনি আপনার বড় বড় চোখ জোড়া খুব সুন্দর?'

'অনেকেই বলেছে', শীতল গলা। 'আমি ব্যস্ত। বাই, মি. অ্যান্ডারসন।'

বসে পড়ল সে, টাইপ করতে লাগল।

তোমাকে আমি পরে বড়শিতে গাঁথব, সুন্দরী। মনে মনে বললাম। তবে এখন সে সময় নয়।

গাড়িতে ওঠার সময় নিজেকে শোনালাম, বার্ট, খোকা, এখন পর্যন্ত তোমার পরিকল্পনা মাফিক সব ঘটছে। তোমার আশা পূরণ হবে।

জিরো আওয়ার স্থির করা হলো রাত তিনটায়।

ন্যান্সি হ্যামেলের প্রতিনিধি হিসেবে এবং র‍্যাঞ্চ হাউজটা যেহেতু ভালোভাবে চিনি তাই মেয়রের অফিসের গোল বৈঠকে আমার জন্য একটি আসন ধার্য করা হলো।

মিটিং-এ থাকলেন মেয়র হেডলি, পুলিশ চিফ টেরেল, সার্জেন্ট হেস আর এফ বি আই থেকে লু'র সঙ্গে স্টোনহ্যাম ও জ্যাকসন। কোল্ডওয়েল ব্যাখ্যা করল যেসব তথ্য সে দিয়েছে তা পেয়েছে একজন ইনফরমারের কাছ থেকে। ইনফরমারের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলল না কেউ। কোল্ডওয়েল জানাল পোফেরিদেরকে কব্জা করার পরপর মিসেস হ্যামেলকে নিয়ে আমি চলে যাব প্রেসের কবল থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য।

র‍্যাঞ্চ হাউজের একটা প্ল্যান দিলাম আমি, ব্যাখ্যা করলাম গেটের ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো ম্যানসনটার ইলেকট্রিসিটি লাইন কেটে দেয়া হবে যাতে নিশব্দে গেট দিয়ে ভিতরে ঢোকা যায়। সময় হওয়া মাত্র, তিন এফ বি আই এজেন্ট এবং দশ সশস্ত্র পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়বে বাড়ির উপর।

জানালাম জিরো আওয়ারে নিক হার্ডি তার হেলিকপ্টার নিয়ে হাজির হয়ে যাবে। আমি মিসেস হ্যামেলকে নিয়ে চলে যাব স্প্যানিশ বে হোটেলে। ওখানে অপেক্ষা করবেন মেল পামার। কেউ কোনও আপত্তি তুলল না। শেষ হলো মিটিং।

মাইক, কার্ল ও জারভিশ জানে পুলিশ অ্যাকশনের কথা। ওরা সবাই উত্তেজিত। জারভিশকে বলেছি বুড়ো হার্শেনহাইমারকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে। প্রচুর গোলাগুলি হবে। জেগে থাকলে ভয়ের চোটে হার্টফেল হয়ে যেতে পারে বুড়োর।

হাতে সময় প্রচুর। নিককে চপারের জন্য পাঁচশ ডলার দিয়েছি। বাকি পনেরশ আমার পকেটে। বার্থাকে ফোন করলাম। আমন্ত্রণ জানালাম ডিনারের। প্রথমে গাঁইগুই করলেও রাজি হয়ে গেল শেষে। বলল টাকার জন্য এক বুড়ো ভামকে বিয়ে করলেও আমার প্রতি আকর্ষণ নাকি কমবে না কোনদিনই।

বার্থাকে নিয়ে জম্পেশ ডিনার সেরে ফিরে এলাম প্যারাডাইস লার্গোতে। এখনও এক ঘণ্টা বাকি অ্যাকশন শুরু হতে। উঠে পড়লাম গাছে। গাছের নীচে কয়েকটি ছায়ামূর্তি। এফ বি আই আর পুলিশ এসে পড়েছে। তাকালাম র‍্যাঞ্চ হাউজের দিকে। ডুবে আছে গাঢ় আঁধারে। জোনস কিংবা পোফেরি বাড়ি পাহারা দিচ্ছে কিনা কে জানে। না দেয়ারই কথা। জানে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রিত গেটের পিছনে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

লু কোল্ডওয়েলকে চিনতে পারলাম লম্বা কাঠামো দেখে।

'পুরো বাড়ি অন্ধকার,' নীচু গলায় বললাম আমি, 'কারও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।'

উপরের দিকে মুখ তুলে চাইল ও। ঘোঁত করে একটা শব্দ করল। তারপর হাত ইশারায় ডাকল দলবলকে। ফিসফিস করে নির্দেশ দিতে লাগল।

দূর থেকে হেলিকপ্টারের শব্দ ভেসে এল। নিককে বলা আছে টর্চ না জ্বালানো পর্যন্ত মাথার উপর ভেসে থাকতে, তারপর ফ্লাড লাইট জ্বেলে হ্যামেলের বাগানে নেমে পড়বে সে।

কোল্ডওয়েল বলল, 'বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহ।'

একগুচ্ছ মেঘের আড়াল থেকে হেসে উঠল চাঁদ, আলো ফেলল গেটে। একটা গাড়ি দেখতে পেলাম আমি, চারজন পুলিশসহ ঠেলে নিয়ে আসছে এদিকেই। কোল্ডওয়েল তার লোকদের নিয়ে খুলে দিল গেট। চার পুলিশ র‍্যাঞ্চ হাউজের ড্রাইভওয়েতে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল গাড়িটি। বিশাল লনের কিনারায় পৌঁছে থামল। কোল্ডওয়েলের লোকেরা ঝোপঝাড়ের পিছনে আড়াল নিয়ে নিল।

গাড়িটি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। এটাকে ঠেলে আনার কারণ বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ ওটার হেডলাইট জ্বলে উঠল, সাধারণ হেডলাইট নয়, অত্যন্ত শক্তিশালী আলোর রেখা দিনের মত উজ্জ্বল করে তুলল বাড়ির সামনের অংশ। মুখের সামনে একটা বুলহর্ন ধরে কোল্ডওয়েল কোফেরিকে শূন্যে হাত তুলে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিল।

কিন্তু কিছুই ঘটল না।

কোল্ডওয়েলের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ হাতুড়ির বাড়ির মত আছড়ে পড়ছে বাড়ির দেয়ালে। টের পেলাম ঘামের সরু একটা রেখা নামছে আমার গাল বেয়ে।

এখনও কিছু ঘটল না।

চেঁচানো বন্ধ করল কোল্ডওয়েল।

মাথার উপর চপারের ব্লেডের আওয়াজ, মিটমিট জ্বলছে বাতি। নিক হয়তো উপভোগই করছে সিনেমার মত এই দৃশ্য।

তারপর ঠুন করে একটা শব্দ হলো। প্রথম গ্যাস বোমাটা জানালার কাঁচ ভেঙে ছুটে এল বাইরে। এক মুহূর্ত পরই লনে ছড়িয়ে পড়তে লাগল গ্যাস।

জোনসকে দেখা গেল প্রথমে। ঝড়ের বেগে উদয় হলো সদর দরজায়। হাতে বন্দুক, গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে আলো থেকে দূরে, ছায়ায় সরে যেতে চাইল।

গর্জে উঠল একটা বন্দুক, মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে গেল জোনসের, বাতাস খামচে ধরার চেষ্টা করছে। আবার শব্দ হলো গুলির। হাঁটু ভেঙে দড়াম করে মাটির উপর আছড়ে পড়ল সে।

একজন গেল, আরও দু'জন বাকি, টেনশন নিয়ে ভাবলাম আমি। বুল-হর্ন দিয়ে আবার চেঁচাতে লাগল কোল্ডওয়েল। 'পোফেরি! হাত মাথার পিছনে রেখে বেরিয়ে এসো।'

পাতলা হয়ে আসছে গ্যাসের ধোঁয়া। ন্যান্সির কথা মনে পড়ল আমার। আশা করি ওরা আর গ্যাস বোমা ছুঁড়বে না।

এমন সময় বাড়ির দূর প্রান্তের ছায়ার মধ্য থেকে বন্দুকের গুলির আওয়াজ এলো। গাড়ির একটা হেডলাইট নিভে গেল। অন্ধকার ভাসিয়ে দিল আলোর বন্যা। চিৎকার করে উঠল এক পুলিশ। আরেক পুলিশ লাফিয়ে উঠল, টলতে টলতে পিছালো কয়েক কদম, তারপর পড়ে গেল মাটিতে।

আলোর বন্যা লক্ষ্য করে অন্যান্য পুলিশ এবং এফ বি আই এজেন্টরা গুলি ছুঁড়তে লাগল। পোফেরিকে দেখতে পেলাম একটা হেডলাইটের আলোয়, দু'হাতে দুটো রিভলবার নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। তার সাদা জামা রক্তে লাল। তারপরও গুলি করে চলেছে।

এক সাথে অনেকগুলো গুলি হলো। মোরব্বার মত কেচে ফেলল পোফেরিকে। উঠে দাঁড়িয়েছিল, দড়াম করে পড়ে গেল সে।

মুখের ঘাম মুছলাম আমি।

দুটো গেল, আরও একজন বাকি।

'বেরিয়ে এসো, লুসিয়া!' গর্জন ছাড়ল কোল্ডওয়েল। 'হাত মাথার পিছনে রেখে বেরিয়ে এসো!'

দীর্ঘ বিরতির পর একটা চিৎকার শুনলাম। চোখ ঝলসানো আলোর মধ্যে ছুটে এল সে যেন কামানের গোলার মত।

ওকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম আমি।

পরনে কালো স্ল্যাকস ও লাল শার্ট। দোরগোড়ায় হুমড়ি খেতে খেতে সে চিৎকার করে উঠল, 'গুলি কোরো না।'

উন্মাদের মত হাত নাড়ছে সে। দু'হাতে কী যেন ধরে আছে। দশ কদমও এগোয়নি, ঘটল বিস্ফোরণ।

চোখ ধাঁধানো দুটো আলোর বিচ্ছুরণ, দুটো গুলির শব্দ, আমাকে কাঁপিয়ে দিল গাছের উপর, তারপর সার্পনেলের শিস কেটে ছুটে যাওয়ার আওয়াজ।

গুলি খেয়ে মরার আগে লুসিয়া নিজেই আত্মহত্যা করেছে দু'হাতে দুটো গ্রেনেড নিয়ে।

নীচের দিকে তাকিয়ে বমি এল। লুসিয়া পোফেরির চিহ্ন বলতে দলা দলা মাংস, ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর গুঁড়ো হাড়।

নেমে এলাম গাছ থেকে। দৌড়ে গেলাম রাস্তায়। সঙ্কেত দিলাম নিককে। তারপর এক ছুটে ফিরে এলাম ড্রাইভে।

এজেন্ট ও পুলিশরা ছোটাছুটি করছে; কেউ বয়ে নিয়ে আসছে আহত পুলিশ দু'জনকে, কেউ পরীক্ষা করছে জোনসকে, অন্যেরা পোফেরিকে। কোল্ডওয়েল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে লুসিয়ার শত খণ্ড লাশের দিকে।

আমি কোথাও থামলাম না। দৌড়ে ঢুকে পড়লাম বাড়িতে, লম্বা করিডর পার হলাম। একটার পর একটা দরজা খুলে দেখলাম। শেষে হাজির হলাম একটা বন্ধ দরজার সামনে।

গ্যাসের ধোঁয়ার তেজ একেবারে কমে গেছে, শুধু জ্বালা করছে চোখ দুটো। কয়েক কদম পিছিয়ে এলাম। তারপর ছুটে গিয়ে গায়ের শক্তি দিয়ে লাথি কষালাম কবাটের গায়ে। ভেঙে খুলে দরজা। একই সাথে জ্বলে উঠল আলো। ফিরে এসেছে বিদ্যুৎ।

একটা বড়, আলোকিত ঘরে দাঁড়িয়ে আছি আমি; মহিলাদের লাক্সারি বেডরুম। কামরায় বড় একটা ডাবল বেড। বিছানার উপর হাত দিয়ে মুখ চেপে বসে আছে ন্যান্সি হ্যামেল। কাঁপছে সে, গোঙাচ্ছে।

'মিসেস হ্যামেল!' তার সামনে গিয়ে ডাকলাম আমি।

শক্ত হয়ে গেল সে, হাত নামাল মুখ থেকে। তাকাল আমার দিকে। চোখ জোড়া বিস্ফারিত, মুখখানা ঝুলে পড়েছে। তারপর ভীত প্রাণীর মত লাফিয়ে উঠল।

'ইটস অল রাইট, মিসেস হ্যামেল,' নরম গলায় বললাম আমি। 'আপনি এখন নিরাপদ।'

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'আমার বোন!' মুখে আবার উঠে গেল হাত। 'বলল আত্মহত্যা করবে। কী ঘটেছে?' স্বস্তি বোধ করলাম। আমাকে চিনতে পারেনি মেয়েটা।

'সব শেষ, মিসেস হ্যামেল,' বললাম আমি। 'আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। মি. পামার স্প্যানিশ বে হোটেলে আপনার বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছেন, হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে।'

'লুসিয়া মারা গেছে?' স্থির চাউনি তার। 'সবাই মারা গেছে?'

'জ্বী। এখন চলুন। সঙ্গে কিছু নেবেন কি?'

মুখে হাত চাপা দিয়ে ফোঁপাতে লাগল সে।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ। ন্যান্সির পরনে গাঢ় সবুজ রঙের ট্রাউজার সুট। হোটেলে ক'টা দিন লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে হলে ওর বাড়তি জামা কাপড় লাগবে। অসহায়ের মত চোখ বুলালাম চারদিকে।

'মিসেস হ্যামেল!' বাধ্য হয়ে কড়া করতে হলো গলার স্বর। 'আপনার জামা কাপড় নিতে হবে। কী কী নেব বলুন।'

শিউরে উঠল মেয়েটা, হাত বাড়িয়ে ক্লজিট দেখাল, 'ব্যাগ।'

ক্লজিটের দরজা খুললাম আমি। বড় একটা সুটকেস দেখতে পেলাম। 'লুসিয়া আমাকে গোছগাছ করে নিতে বলেছিল', বলল ন্যান্সি। 'জানত এখানেই ওর সমাপ্তি।'

'চলুন,' সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছি, দোরগোড়ায় আবির্ভাব ঘটল কোল্ডওয়েলের। 'সব ঠিক আছে, লু।' বললাম আমি। 'ব্যাগটা নাও। আমি মিসেস হ্যামেলকে নিয়ে আসছি।'

এক হাত দিয়ে ন্যান্সিকে ধরে ধীর পায়ে এগোলাম সদর দরজার দিকে। গাড়ির আলো নিভানো তবে লুসিয়ার মাংস পোড়া শরীরের গা গোলানো গন্ধে বাতাস ভারী।

ন্যান্সির নাকে গন্ধটা যাওয়া মাত্র চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে

ফেলল। ঢলে পড়ে যাচ্ছিল, চট করে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম। লু'র সাহায্যে ওকে নিয়ে উঠে পড়লাম হেলিকপ্টারে। পিছনের সীটে শুইয়ে দিলাম। কোল্ডওয়েল সুটকেস ঠেলে ঢুকিয়ে দিল ভিতরে, পিছিয়ে দাঁড়াল।

নিকের পাশে বসে বললাম, 'চলো!'

চোখ বড় বড় করে সব দেখছিল নিক। ইঞ্জিন চালু করতে করতে বলল, 'ভাই, এ যে থ্রিলার ছবিকেও হার মানায়।'

আমি নিকের কথা শুনছি না, তাকিয়ে আছি ন্যান্সির দিকে। সাদা মুখ, চোখ বোজা। এখন পর্যন্ত আমাকে চিনতে পারেনি ন্যান্সি। তবে শক কাটিয়ে ওঠার পর ঠিকই চিনে ফেলবে। তখন একবারে একটা তাস খেলতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে ওর জান আমিই রক্ষা করেছি।

দশ মিনিটও লাগল না নিক চপার উড়িয়ে নিয়ে এল স্প্যানিশ বে হোটেলের হেলিকপ্টার প্যাডে। ল্যান্ডিং লাইট জ্বালাতে দেখলাম মেলপামার এক নার্স ও সাদা কোট পরা দুই ইন্টার্নিকে নিয়ে অপেক্ষা করছে।

চপার ল্যান্ড করার পর নড়ে উঠল ন্যান্সি, উঠে বসল।

'কী হচ্ছে?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল সে। 'আমি কোথায়?'

আমি ফিরলাম ওর দিকে। কেবিনের পর্যাপ্ত আলোয় আলোকিত দু'জনের মুখ।

'মিসেস হ্যামেল, আপনি এখন নিরাপদ,' বললাম আমি।

'আপনি স্প্যানিশ বে হোটেলে। মি. পামার আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

কটমট করে তাকাল আমার দিকে। 'আপনি কে?'

'আমিই আপনাকে রক্ষা করেছি,' নিষ্পাপ হাসি ফোটালাম মুখে।

'কিছু চিন্তা করবেন না। আপনি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

ন্যান্সি এখনও আমাকে চিনতে পারেনি দেখে একটু অবাক হলেও স্বস্তিবোধ করছি।

চপারের দরজা খুলে দিল নিক। বেরিয়ে এলাম আমি। টলমলে পায়ে সিধে হলো ন্যান্সি। নিক ওকে নীচে নামতে সাহায্য করল। আমার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ন্যান্সি। ছুটে এল পামার। দুই ইন্টার্নি ন্যান্সিকে নিয়ে চলল এলিভেটরের দিকে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। ন্যান্সি।

'আমার ব্যাগ?'

ওর কণ্ঠ এমন জরুরী ও কর্কশ শোনাল স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। শিরদাঁড়া বেয়ে নামল বরফ জল। যে মেয়ে সদ্য তার বোন ও স্বামীকে হারিয়েছে, এটা তার কণ্ঠ নয়। এ সে মেয়ে নয় যাকে সবাই 'চমৎকার' বিশেষণে ভূষিত করে। এ কণ্ঠ এক বিপজ্জনক, নির্দয় সন্ত্রাসবাদীর!

একটা দীর্ঘ মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। মস্তিষ্ক কাজ শুরু করে দিল। এখন বুঝতে পারছি ন্যান্সি কেন চিনতে পারেনি আমাকে। লুসিয়া পোফেরি জীবনেও দেখেনি আমাকে! কাজেই আমাকে চিনবে কী করে? র‍্যাঞ্চ হাউজে যে মেয়েটি চিৎকার করে বলছিল, 'আমাকে গুলি কোরো না!' যাকে আমি লুসিয়া ভেবেছি, সে আসলে ন্যান্সি। নিজে বাঁচার জন্য আপন বোনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা করেনি লুসিয়া। ন্যান্সির হাতে তাজা গ্রেনেড গুঁজে দিয়েছে জোর করে, তারপর ধাক্কা মেরে বের করে দিয়েছে ঘর থেকে। জানত গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ার পর শত খণ্ডে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া ন্যান্সিকে কেউ চিনতে পারবে না। ভাঙা হাড় আর দলা পাকানো মাংস থেকে ফিঙ্গার প্রিন্টও কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

তবে পালিয়ে যাওয়ার এই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনায় দুটো মারাত্মক

গলদ থেকে গেছে। লুসিয়া দুটো ভুল করেছে; সে আমাকে চিনতে পারেনি কারণ আমাকে দেখেনি কোন দিন, আর সুটকেসটা তার কাছে এত জরুরী যে, মুখোশটা খুলে ফেলেছে সে।

জোর করে স্বর ফোটালাম গলায়, 'ঠিক আছে, মিসেস হ্যামেল। সুটকেস নিয়ে আসছি আমি।'

দুই ইন্টার্নি লুসিয়াকে নিয়ে ঢুকে গেল এলিভেটরে, পামারসহ। নিক সুটকেস নিয়ে এল। আমি বললাম, 'ধন্যবাদ, নিক। প্রেসের কাছে মুখ খুলো না।'

'আমার নাতি-নাতনীদের কাছে বলব,' হাসতে হাসতে বলল নিক। এলিভিটরের সামনে চলে এলাম, নিক চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর সুটকেস খোলার চেষ্টা করলাম। তালা মারা। পিস্তলের ব্যারেলের বাড়ি মেরে খুলে ফেললাম তালা।

জামা কাপড়ের ভিতরে একটা .৩৮ রিভলভার, দুটো হ্যান্ড গ্রেনেড আর একটা চেক বই পেলাম। প্রতিটি চেকের পাতায় ন্যান্সি হ্যামেলের সই। চেক বইটার মূল্য কয়েক মিলিয়ন ডলার। বইটা জ্যাকেটের পকেটে ঢোকালাম। রিভলভার আর গ্রেনেড লুকিয়ে ফেললাম ছাদের একটা গর্তের মধ্যে। তারপর সতর্কতার সাথে বন্ধ করলাম তালা। এলিভেটরে চেপে নেমে এলাম পেন্টহাউজ ফ্লোরে। করিডরে, একটা দরজার সামনে বিরক্ত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেল পামার।

'মি. অ্যান্ডারসন,' বলল সে। 'উনি ব্যাগটা চাইছেন।'

'তাতো চাইবেনই,' বললাম আমি।

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,' ক্ষুব্ধ শোনাল পামারের কণ্ঠ, 'উনি কোনও চিকিৎসা নিতে চাননি। বললেন একা থাকতে চান। এত ঝামেলার পরেও তাঁর জন্য আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে দিলাম। অথচ উনি কিনা একরকম ঘাড় ধাক্কা দিয়েই বের করে দিলেন আমাকে!'

কারণটা তো আমি বুঝতেই পারছি। 'আমি ওঁকে ব্যাগ দিয়ে আসছি। উনি প্রচণ্ড শক পেয়েছেন। তাঁর এখন বিশ্রামের দরকার।'

'প্রায় ভোর হয়ে এসেছে!' চেঁচিয়ে উঠল পামার। 'বিশ্রাম তো আমারও দরকার! আমি এখন বাড়ি যাব।'

'চলে যান, মি. পামার', বললাম আমি। 'আমিও মিসেস হ্যামেলকে ব্যাগটা দিয়ে বাড়ির পথ ধরব।'

এলিভেটরের দিকে পা বাড়াল পামার। আমি হোলস্টারের স্ট্র্যাপ আলগা করে টোকা দিলাম দরজায়।

'আপনার ব্যাগ নিয়ে এসেছি, মিসেস পামার ', বললাম আমি। ঝট্ করে খুলে গেল দরজা।

আমার দিকে যে মহিলা চকচকে চোখে তাকিয়ে আছে এ লুসিয়া পোফেরি।

'নামিয়ে রাখুন,' এক কদম পিছু হটল সে।

কামরার ঠিক মাঝখানে সুটকেসটা রেখে দিলাম আমি।

'ধন্যবাদ,' বলল সে। 'এখন আপনি যেতে পারেন।'

জুতোর হিলে শব্দ তুলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। ধাক্কা মেরে দরজা বন্ধ করেই চরকির মত ঘুরলাম লুসিয়ার দিকে, হাতে চলে এসেছে অস্ত্র, ওর দিকে তাক করা।

'টেক ইট ইজি, বেবী,' বললাম আমি। 'কোনও চালাকি নয়।'

একটা ভুরু টকাশ করে লাফ দিল লুসিয়ার। 'আচ্ছা, কে তুমি?'

'বার্ট অ্যান্ডারসন।'

চোখ সরু হয়ে এল লুসিয়ার। ডিয়াজ নিশ্চয় আমার নাম বলেছে ওকে; ন্যান্সিও জানাতে পারে।

'বার্ট অ্যান্ডারসন?' পাতলা, ভাঙাচোরা হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণায়। 'সেই ব্ল্যাকমেলার। এর মধ্যে ঢুকলে কী করে?'

'এটাই আমার কাজ। বসো, খুকী। অনেক কথা আছে।'

শ্রাগ করল সে, হেঁটে গেল বড় গদিঅলা সোফার দিকে. পায়ের উপর পা তুলে বসল। দেখছে আমাকে। গোক্ষুরের মত ভয়ঙ্কর আকর্ষণীয় সে। আমি ওর কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে একটা চেয়ার দখল করলাম, পিস্তল উদ্যত রেখে।

'নিজের বোনকে খুন করতে কেমন লেগেছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ওই বোকা মেয়েটা? ওর মাথায় তো বুদ্ধির বালাই ছিল না। সংগঠনের জন্য আমিই উপযুক্ত, বলেছিল আলডো।' দৃষ্টি ঘুরে স্থির হলো সুটকেসের উপর। 'তালাও ভেঙে ফেলেছ দেখছি। চেক বইটা নিয়ে নিয়েছ?'

'হ্যাঁ।' হাসলাম আমি। 'তোমার অন্যান্য জিনিসগুলো ছাদে আছে।' মাথা ঝাঁকাল লুসিয়া। 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কত দিতে হবে তোমাকে?'

'এক মিলিয়ন ডলার। আমি চেকগুলো রেখে দেব। তুমি এখানে থাকবে। আমি চারটে চেক লিখব। প্রতিটিতে আড়াই লাখ ডলারের অংক থাকবে। টাকাটা আমার ব্যাঙ্কে হস্তান্তর হওয়ার পরে, বইটা তোমাকে দিয়ে দেব। কাজটা শেষ হতে হপ্তাখানেক লাগবে। তারপর তোমাকে চলে যেতে সাহায্য করব। ইয়ট তো রেডি আছেই। আমি একজন ক্রুর ব্যবস্থা করে দেব। তুমি কোনও এক অন্ধকার রাতে কিউবার উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে। বুদ্ধিটা পছন্দ হয়?'

পাথুরে মুখোশ হয়ে রইল লুসিয়ার মুখ।

'হুঁ, মন্দ নয় তোমার আইডিয়া,' সবশেষে বলল সে। 'কিন্তু তুমি টাকা পেয়ে যদি কেটে পড়ো?'

নিষ্পাপ হাসি ফোটালাম ঠোঁটে। 'সেক্ষেত্রে আমার উপর বিশ্বাস রাখা ছাড়া তোমার উপায় নেই।'

মাথা নাড়ল লুসিয়া। 'আমি বরং একটা বুদ্ধি দিই। চারটে চেক ছিড়ে নিয়ে বইটা ফেরত দাও আমাকে। তোমার শেয়ার না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমি। তারপর আমার চেকগুলো ক্যাশ করতে শুরু করব। ভুল বলেছি কিছু?'

মিলিয়ন ডলারের মালিক হওয়ার স্বপ্ন আবার দেখতে শুরু করেছি। আর টাকার স্বপ্ন দেখার সময় মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায় আমার।

'তোমার পরামর্শ খারাপ না,' বললাম আমি এবং মারাত্মক একটা ভুল করে বসলাম। ওর কাছ থেকে অনেকটা দূরে বসেছি বলে অস্ত্রটা চেয়ারের হাতলের উপর রেখে চারটা চেক গুণতে শুরু করলাম। কাজটা করতে গিয়ে লুসিয়ার উপর থেকে দৃষ্টি সরে গেল আমার, আর এটা হলো দ্বিতীয় বিরাট ভুল। নড়ে উঠল লুসিয়া, চেক বই ফেলে দিয়ে পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালাম। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে অনেক। ওর হাতে চলে এসেছে একটা অস্ত্র, বোধহয় সোফার নীচে কোথাও লুকানো ছিল। গুলি করল লুসিয়া। বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ল। অস্ত্রের মুখে ঝলসে উঠল আগুন, শুনতে পেলাম গুলির আওয়াজ। আমার মিলিয়ন ডলারের পৃথিবী বিস্ফোরিত হয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

এক সপ্তাহ কোনও ভিজিটরের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি মিলল না। হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি আমি। মেজাজটা খারাপ মরা তারা মাছের মত এক মধ্যবয়স্ক নার্সের তত্ত্বাবধানে রয়েছি বলে, যার মধ্যে যৌনাবেদনের 'য'ও নেই। মাঝে মাঝেই সার্জন এসে দাঁত কেলিয়ে বলে যাচ্ছে তার কারণেই জানে বেঁচে গেছি এ যাত্রা। লোকটার চেহারা হায়েনার মত, হাসিটাও তেমনি।

এক সপ্তাহ পর লু কোল্ডওয়েল এল দেখা করতে। ওর কাছে শুনলাম সব। লুসিয়ার গুলির শব্দ শুনে হোটেলের এক কর্মচারী ঘরে ঢুকেছিল। তাকেও গুলি করে লুসিয়া। তারপর নেমে আসে লবিতে, এক হাতে সুটকেস, অপর হাতে উদ্যত অস্ত্র নিয়ে। হোটেলে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। ওই সময় একটি পেট্রল কার যাচ্ছিল হোটেলের সামনে দিয়ে। অস্ত্র হাতে লুসিয়াকে দেখে চ্যালেঞ্জ করে তারা। চ্যালেঞ্জের জবাব দেয় লুসিয়া গুলি করে। গোলাগুলিতে শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায় লুসিয়ার।

আমার মিলিয়ন ডলারের স্বপ্ন শেষ। রীতিমত মুষড়ে পড়লাম। তবে আরও খারাপ খবর ছিল আমার জন্য। পরের সপ্তাহে দুঃসংবাদটা বয়ে নিয়ে এল চিক বার্লি। বার্থা বিয়ে করেছে শুনে বুকটা হুহু করে উঠলেও বুঝতে পারছিলাম আরও কিছু বলার জন্য উসখুশ করছে চিক। কারণটা কী জানতে চাইলে জবাব দিল ও, 'রবার্টসনের ল ইনডেক্সের একটা কপি তোমার কাছে ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ। কেন কিনেছিলাম মনে নেই। জীবনেও ওটা ব্যবহার করি নি।'

'কর্নেল তাঁর কপি ফেলে এসেছিলেন বাড়িতে। আরেকটা বইয়ের জন্য চেঁচামেচি করছিলেন। মনে পড়ল তোমার কাছে একটা কপি আছে। আমি তোমার স্কচ ড্রয়ার খুলে বইটা তাঁকে দিয়েছি।'

'বুঝলাম দিয়েছ। তো কী হয়েছে?'

তখন ধড়াশ করে উঠল বুক। ঠাণ্ডা হয়ে এল গা। মনে পড়ল ন্যান্সিকে ব্ল্যাকমেইল করার স্টেটমেন্টের একটা কপি ওই বইটাতে রেখে দিয়েছিলাম আমি। খামের মধ্যে পোরা ছিল না কাগজটা। কর্নেল নিশ্চয় লেখাটা পড়েছেন। উনি বোকা নন। বুঝতে পেরেছেন শুরু থেকে ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত ছিলাম আমি।

'আমি দুঃখিত,' বলল চিক। 'কিন্তু আমি কী করে জানব বইয়ের মধ্যে ওই জিনিস ছিল? গ্লেন্ডা তোমাকে বলতে বলেছে। জেসাস, বার্ট! তুমি কী করে এই নোংরা ব্যাপারে নিজেকে জড়ালে?'

'কাজটা ওই সময় আমার কাছে খারাপ মনে হয়নি, চিক,' টের পাচ্ছি পিঠ বেয়ে নামছে ঘামের শীতল ধারা।'

মুখ বাঁকাল চিক। 'ব্ল্যাকমেইলিং কখনও ভালো কাজ নয়। শোনো, কর্নেল পুলিশে খবর দিচ্ছেন না। গ্লেন্ডাকে বলেছেন এতে এজেন্সির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে।'

আশার আলো দেখতে পেলাম। 'কর্নেল বুদ্ধিমান।'

'হ্যাঁ। তিনি বুদ্ধিমান, বার্ট। তবে তিনি তোমার লাইসেন্স ক্যান্সেল করে দিয়েছেন। আর এ কথা সবাইকে বলেও দিয়েছেন। কেউ আর

তোমার কাছে যাবে না, বার্ট।' হাত বাড়িয়ে দিল চিক। 'দেখা হবে, বার্ট। বেস্ট অব লাক।'

চিক চলে যাওয়ার পর জানালা দিয়ে বাইরে, ব্যস্ত প্যারাডাইস এভিন্যুর দিকে তাকালাম। ভয় লাগছে আমার। লাইসেন্স ছাড়া বেকার হয়ে যাব আমি। না খেয়ে থাকতে হবে আমাকে। ভয়ানক মুষড়ে পড়লাম আমি। আমার সমস্ত আশা এভাবে কুহকী আশায় পরিণত হবে, কল্পনাও করি নি।

কিছুক্ষণ পর সার্জন এল। হায়েনার হাসি দিয়ে জানাল আর কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ি ফিরতে পারব আমি, মাসখানেকের মধ্যে নেমে পড়তে পারব কাজে।

পরবর্তী দুটো দিন আর দুটো রাত প্রায় নির্ঘুম কাটল আমার। টাকা রোজগারের কোনও রাস্তাই খুঁজে বের করতে পারলাম না।

হাসাপাতাল থেকে যেদিন ছাড়া পেলাম, দেখলাম নীচে আমার গাড়িটা পার্ক করা। চিক পাঠিয়েছে। একটা পঞ্চাশ ডলারের নোটের সঙ্গে একটি চিরকুট : *শেষবারের মত। তোমাকে আর টাকা ধার দিতে পারব না, খুব মিস করব তোমাকে পুরানো বন্ধু।*

অ্যাপার্টমেন্টে চলে এলাম। মনটা ভীষণ ভার। সামনের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বড় লিভিংরুমটা যেন ফুলের দোকান, সব জায়গায় ফুল। ম্যান্টেলের উপর ছোট একটা ব্যানার টাঙানো। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা **বাড়িতে স্বাগতম, প্লেবয়**। ছলাৎ করে উঠল বুকের রক্ত। আমাকে অনেকেই প্লেবয় বলে, তবে আদর করে ডাকে একজনই। বেডরুমের দরজা টান মেরে খুলে ফেললাম। বিছানায় অত্যন্ত যৌনাবেদনময় ভঙ্গিতে শুয়ে আছে বার্থা। নগ্ন।

'তুমি নাকি গুলি খেয়েছ?' প্রশ্ন করল ও।

ওকে দেখে কী যে ভালো লাগছে আমার!

'হ্যাঁ, গুলি খেয়েছি।' দরজা বন্ধ করে দিলাম।

'কোথায়?'

মুচকি হাসলাম ওর দিকে তাকিয়ে। 'তুমি যেখানে ভাবছ সেখানে নয়।' ব্যস্ত হাতে শার্ট খুলছি আমি।

কুড়ি মিনিট পর। পাশাপাশি শুয়ে আছি দু'জন। বার্থা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বলল, 'বার্ট, ডার্লিং। আমি বুঝতে পারছি থিওর সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়।'

ওর নগ্ন নিতম্বে চাপড় দিলাম। 'থিও?'

'আমার স্বামী। থিও ডানরিমপেল। কোটিপতি বুড়ো বাবুই। তবে ওকে বিয়ে করে সুখী হতে পারিনি। ও একটুও সুখ দিতে পারে না আমাকে। ও খালি আমার ন্যাংটো শরীর দেখে। আর কিছু করতে পারে না।'

'তা আমি তোমার জন্যে কী করতে পারি?' উঠে বসলাম বিছানায়।

'পাম স্প্রিংস-এ চলো যাই। থিওর বিরাট স্টেট আছে। ওখানে তোমার জন্য সুন্দর একটি কটেজ আছে। থিও জানে আমার একটি বয়ফ্রেন্ড দরকার। ও খুব সমঝদার মানুষ। যাবে?'

হঠাৎ মেঘশূন্য হয়ে গেল আকাশ, ধারণ করল আগের মত ঝকমকে নীল রঙ, সোনালি আলো ছড়াতে লাগল সূর্য। স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে ব্ল্যাকমেলারের চেয়ে গিগালো একধাপ এগিয়ে।

আমি, বার্থা এবং থিও মিলে চমৎকার একটি পার্টনারশিপ গড়ে তুলতে পারব।

যদি ঠিক মত খেলতে পারি (এবার আর কোনও ভুল করব না।) আমাকে আর না খেয়ে থাকার চিন্তা করতে হবে না।

শেষ